ইসলামের অজানা অধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী
(Psycho-biography)
মদিনায় মুহাম্মদ - চার

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{পঞ্চম খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ – চার

গোলাপ মাহমুদ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog

ইসলামের অজানা অধ্যায় {পঞ্চম খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography):

মদিনায় মুহাম্মদ – চার

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম ইবুক প্রকাশ: জানুয়ারী, ২০২০

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Islamer Ojana Odday-Part-05, by Golap Mahmud

Istishon eBook

First eBook Published in **January, 2020**
Created by: Dhrubok

পঞ্চম খণ্ড উৎসর্গ:

"গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় উৎসর্গ প্রয়াত **মাহমুদুন নবী** নামের অসাধারণ সেই মানুষটিকে; যিনি মুক্তচিন্তা চর্চা, প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়ে '**ধর্মপচারক**' নামে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কুসংস্কার ও কদর্য রূপটিকে অকপটে সাধারণ মানুষদের মাঝে প্রচার ও প্রসারে ছিলেন নিরলস ও ক্লান্তিহীন।"

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উপক্রমণিকা

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে খবরটি শুনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুট-তরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোন পরিবার ছিলো না যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই! যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন তারা তো বটেই, যারা বিপক্ষে ছিলেন তারাও। আমি এমনও পরিবার দেখেছি যে পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যারা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যারা এই কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তারা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন তা হলো তারা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান

করেছিলেন তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তারা বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জত হানী করেছিলেন। লুট-তরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌন-দাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয়: **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোটভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিয়প্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাহিরে তাকে ও তার এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটি কে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাই টি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তার চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদা হাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলাম সম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৬ই

ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেন কে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি যে যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়ি ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম তা হলো, দলে দলে বাঙ্গালীরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলা গাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমন কি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানরাই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে দৃশ্য দেখতে পাই তা হলো যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙ্গালীরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমারা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।" আব্বা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কী এই ভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন

যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল'। এটা নিতে ইসলামে কোন বাধা নাই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা তো সোলায়মান ও বলতো!"** সোলায়মান লোকটি কে তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাকে এও জানালেন যে অল্প কিছুদিন আগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু'জনেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু'জনেই মনে প্রাণে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এরপর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী **'ইসলামের ইতিহাস** (Islamic History)' বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশুনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাদের বাসায় ছিলাম, তার সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এত দিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান

কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত"। এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে অবলীলায় খুন করতে পারে সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল- যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দুপক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল ('সিফফিন যুদ্ধ'), যে যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুনগত চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

তখন পর্যন্ত আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোন ভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো যখন আমি **কুরানের অর্থ ও তরজমা** বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদ-বাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় ধরণের সংঘাত হয় নাই। মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোন অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথাই বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে **"যে কোন ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি"**। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন,

সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হোন নাই।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচোনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনরূপ "political correctness" এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, **"মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye can not see)।" শরীরের কোন মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে, যাবার সময় কোন শাখা বিস্তার করেছে কিনা, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে- ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায় তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ের বিশদ জ্ঞান থাকে তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত। এই সব মূল গ্রন্থগুলো লিখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত, বাঁকি ৫৪০ কোটি ইসলাম অবিশ্বাসী, যারা মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জন-গুষ্টি পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনরূপ **"political correctness"** ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যে ভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

প্রকাশকের কথা

কোথায় কখন কীভাবে ইসলামের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে হচ্ছে এবং আগামীতেও হবে। ইসলামের বিস্তার সফলতার মূল কারণ একপেশে প্রশংসামূলক ইতিহাস এবং সফল পেশীশক্তির প্রয়োগ। কালের ধারাবাহিকতায় ইসলাম আজ শান্তি আর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নামে পরিচিত হয়েছে আপাত বিশ্বাসী বুদ্ধিমান দাবী করা মানুষদের কাছেও; তবে প্রকৃত বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন।

বিগত ১৪০০ বছর ধরে পড়ে থাকা ইসলামের ইতিহাসের আদিউৎসগুলো চেখে দেখেছেন খুব সামান্য ক'জন মানুষ, যারা সেটি পেরেছেন তারা হয়ত নিজের মধ্যেই জমা রেখেছেন আত্মকেন্দ্রিক বোধ আর মুক্তির আস্বাদ; মানুষ বরাবরই নিজস্ব বৃত্তে বেঁচে থেকে মরে যেতে ভালবাসে, তবে কেউ না কেউ এই বৃত্ত ভাঙ্গার সক্ষমতাও রাখেন।

পুরো পৃথিবীতে ইসলামের সমালোচক জন্মেছেন অগণিত, তবে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠাবান গবেষক জন্মেছেন হাতে গোনা; ইসলামের সবটা যাচাই করে দেখার জন্য ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর **এমিল লুদভিগের** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; আলী দস্তি বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদ-কে** দিয়ে শেষ হতে পারতো! নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

২৫ জুন ২০১২ থেকে "**ধর্মপচারক**" পরিচালিত ওয়েবসাইট "**ধর্মকারী**"-তে গোলাপ মাহমুদ শুরু করেন ইসলামের ইতিহাসের চুলচেরা ব্যবচ্ছেদ; বিগত সাড়ে ৭ বছর ধরে গোলাপ মাহমুদ যা করে চলছেন তা ইতিহাসের খাতায় প্রায় অলৌকিক পর্যায়ের অবদান বলে বিবেচিত হওয়ার সক্ষমতা রাখে; আমরা "**ইস্টিশন**" কতৃপক্ষ ধর্মপচারকের মৃত্যুর পর তার এই অবদানের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত এবং এই ব্যবচ্ছেদের শেষপর্যন্ত তার সাথে থাকতে বদ্ধপরিকর।

আজ আপাতত এটুকু বলে শেষ করতে চাই; ১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু গোলাপ মাহমুদ-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা পুরো পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে এটাই প্রথম।

ধ্রুবক

জানুয়ারী, ২০২০ সাল

পঞ্চম খণ্ডের মুখবন্ধ

ইসলামের ইতিহাসে "মুহাম্মদের চিঠি" এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় (মার্চ, ৬২৮ সাল) থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (জুন, ৬৩২ সাল) সময়ে আরব, পারস্য, বাইজানটাইন ও অন্যান্য শাসকদের উদ্দেশে চিঠি লিখেছিলেন। মুহাম্মদের এই চিঠিগুলোর ভাষা কেমন ছিল ও তাঁর এই চিঠিগুলো পাওয়ার পর এই সব শাসকরা কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, আদি উৎসের বর্ণনার আলোকে এই খণ্ডে তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে লেখা মুহাম্মদের চিঠিটির বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত উপাখ্যান বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের চিঠিটি পাওয়ার পর সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর পুলিশ প্রধান-কে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে এই নির্দেশ দেন যে সে যেন সিরিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে, যতক্ষণে না সে মুহাম্মদের এলাকার কোন লোক-কে তাঁর কাছে হাজির করাতে পারে। সেই সময়টিতে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। পুলিশ প্রধান আবু সুফিয়ান-কে হিরাক্লিয়াসের কাছে ধরে নিয়ে আসে। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান-কে "মুহাম্মদের" বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আর আবু সুফিয়ান তার জবাব দেন। আবু সুফিয়ানের সেই জবাবগুলো শোনার পর হিরাক্লিয়াস নিশ্চিত হোন যে "মুহাম্মদ" সত্যই আল্লাহর নবী। ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুহাম্মদের এই চিঠির বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্ধৃত করে যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তা হলো:

"মুহাম্মদ যে সত্যই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী তা খ্রিস্টান বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস (ও আবিসিনিয়ায় সম্রাট নাজ্জাসী) স্বয়ং নিশ্চিত করেছেন!"

কিন্তু 'কুরান' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, হিরাক্লিয়াসের দরবারে আবু-সুফিয়ানের বেশ কিছু জবাব মুহাম্মদের জবানবন্দি কুরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত! এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'শঙ্কিত হিরাক্লিয়াস (পর্ব:১৬৬)' পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: মুহাম্মদ আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিস, বসরার শাসনকর্তা আল-হারিথ বিন আবি শিমর আল-ঘাসানি, বাইজানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ ও ইথিওপিয়ার শাসনকর্তা আল-নাদজাসির কাছে চিঠি লিখেছিলেন হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির অব্যবহিত পরেই; হিজরি ৬ সালের জিলহজ মাসে (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল)। সেই চিঠিগুলো পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি তাঁর ছয়জন অনুসারীকে নিযুক্ত করেন, যাদের তিনজন যাত্রা শুরু করে একসঙ্গে (পর্ব-১৬১)। তিনি তাঁর অনুসারী হাতিব বিন আবু বালতা-কে প্রেরণ করেন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিসের কাছে। আল-মুকাওকিস মুহাম্মদের চিঠিটি পাওয়ার পর পত্রবাহক হাতিব মারফত মুহাম্মদের জন্য উপঢৌকন হিসাবে মারিয়া আল-কিবতিয়া ও তাঁর ভগ্নি শিরিন নামের দুই সুন্দরী দাসী মদিনায় মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে, আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি: বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর হামলা পরবর্তী সময়ে নবী-পত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকরের ওপর মুহাম্মদ অনুসারীরা যে 'অপবাদ' আরোপ করেছিলেন, তা মুহাম্মদ 'ওহী নাজিলের' মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেন (পর্ব: ১০৭)। অতঃপর, তিনি মুখ্য অপবাদকারী হাসান বিন থাবিত-কে দান করেন আল-মুকাওকিসের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত "শিরিন নামের" এই দাসীকে। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৬২৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে। নিশ্চিতরূপেই ইসলামের ইতিহাসের এই দুই ঘটনার যে সময়কাল বর্ণিত আছে, তা

অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, মুহাম্মদের চিঠি পাঠানোর সময়কাল যদি এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল হয় ও এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট আল-মুকাওকিস মুহাম্মদের কাছে উপঢৌকন হিসাবে মারিয়া আল-কিবতিয়া ও শিরিন-কে প্রেরণ করেন; তবে মুহাম্মদের পক্ষে কোন ভাবেই এই ঘটনার তিন মাস আগে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল) আয়েশার প্রতি মুখ্য অপবাদকারী হাসান বিন থাবিত-কে শিরিন নামের এই যৌন-দাসী প্রদান করা সম্ভব নয়! একইভাবে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ ও বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো মুহাম্মদের চিঠির যে সময়কাল আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটিও তৎকালীন সমসাময়িক ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়ার আগে বনাম পরে (পর্ব: ১৭০)" পর্বে করা হয়েছে।

হিজরি ৭ সালের জিলকদ মাসে মুহাম্মদ তাঁর সাথে ঠিক এক বছর আগে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল জীবিত অনুসারী ও আরও কিছু অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে 'ওমরাহ' পালনের নিমিত্তে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর এটিই ছিল মুহাম্মদের প্রথম ও শেষ 'সফল'ওমরাহ পালন! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা মুহাম্মদের এই ঐতিহাসিক ওমরাহ পালনের বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই সময়টিতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি মক্কাবাসী কুরাইশদের আচরণ কেমন ছিল তার আলোচনা করা হয়েছে, "নবী মুহাম্মদের 'ওমরাহ' (পর্ব: ১৭৪)" পর্বে।

নবী মুহাম্মদ তাঁর খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি সাত সালের সফর মাসে (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল)। মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে 'মক্কা বিজয়ের' পূর্ব পর্যন্ত (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) পরবর্তী আঠার মাস, মুহাম্মদ মদিনায় অবস্থান করেন। এই সময়টিতে তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কমপক্ষে পনের-টি হামলার আদেশ জারী করেন। সেই হামলাগুলো হলো:

হিজরি ৭ সাল (মে, ৬২৮ সাল – এপ্রিল, ৬২৯ সাল)

উমর ইবনে খাত্তাবের নেতৃত্বে তুরাবা হামলা; আবু বকর বিন কুহাফার নেতৃত্বে নাজাদ আক্রমণ; বশির বিন সা'দের নেতৃত্বে ফাদাকে বানু মুরাহ আক্রমণ; গালিব বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে বানু আল-মুরাহ ও আল-মেফায় আবদ বিন থালাবা আক্রমণ; বশির বিন সা'দের নেতৃত্বে য়ুমুন ও আল-জিনাব আক্রমণ এবং ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামির নেতৃত্বে বানু সুলায়েম গোত্রের ওপর হামলা ।

হিজরি ৮ সাল (মে, ৬২৯ সাল – এপ্রিল, ৬৩০ সাল)

বানু মুলায়িহ গোত্রের ওপর আল-কাদিদ হামলা; আল-আলা বিন আল-হাদরামির অধীনে আল মুনধির বিন সাওয়া আল-আবদি ও তাঁর গোত্রের লোকদের ওপর হামলা; শুজা বিন ওয়াহাবের অধীনে বানু আমির গোত্রের ওপর হামলা; কাব বিন উমায়ের আল-গিফারির অধীনে ধাত আতলাহ হামলা; আমর বিন আল-আসের নেতৃত্বে ধাত আল-সালাসিল হামলা; আবু উবায়েদার অধীনে আল-খাবাত হামলা; আবু কাতাদার অধীনে খাদিরা হামলা এবং যায়েদ বিন হারিথা, জাফর বিন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার নেতৃত্বে মুতার হামলা।

এই হামলাগুলোর কোনটিতেই মুহাম্মদ নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই। খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসনের পর নবী মুহাম্মদ সশরীরে যা হামলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল, কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর "মক্কা আক্রমণ ও বিজয়!" এই হামলাগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিশদ আলোচনা এই খণ্ডে করে হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে আমর বিন আল-আ'স (৫৮৫-৬৬৪ সাল) ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (৫৮৫-৬৪২ সাল) এক অতি পরিচিত নাম। আমর বিন আল-আ'স ছিলেন মুহাম্মদের সেই অনুসারী, যার নেতৃত্বে ৬৪০ সালে ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উমর ইবনে আল-খাত্তাবের খেলাফত শাসন-আমলে মুসলমানরা মিশর দখল করেন। আর, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ছিলেন মুহাম্মদের সেই

অনুসারী, যিনি মুহাম্মদের জীবদ্দশায় ও খলিফা আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাবের শাসন আমলে বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দান করেন। মুতা যুদ্ধের সময়টিতে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৯ সাল) অসামান্য সাফল্য ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি স্বরূপ মুহাম্মদ তাঁকে "আল্লাহর তরবারি (The Sword of God)" খেতাবে ভূষিত করেন। মুহাম্মদের এই দুইজন অনুসারীর 'ইসলাম ধর্মে' দীক্ষিত হওয়ার প্রকৃত কারণ ও প্রেক্ষাপটের আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে (পর্ব: ১৭৭-১৭৮)। আর মুহাম্মদের 'মক্কা বিজয়' পূর্ববর্তী মদিনার আট বছরের (৬২২-৬৩০ সাল) নবী জীবনের কর্মকাণ্ডের আলোকে, যার আলোচনা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' শিরোনামে গত একশত ষাটটি পর্বে করা হয়েছে, মুহাম্মদের সাফল্যের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে "নবী মুহাম্মদের সাফল্যের চাবি ও জিহাদ-সন্ত্রাস" পর্বগুলোতে (পর্ব: ১৭৯-১৮৩)।

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনা-সমষ্টি সংঘটিত হওয়ার অবস্থান থেকে স্থান ও সময়ের দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনার বর্ণনায় বিকৃতির সম্ভাবনা তত প্রকট হয়। বিশেষ করে যখন সেই ঘটনার তথ্য-উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চরম বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা এবং/অথবা শাস্তি বা নিপীড়নের মাধ্যমে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে, অন্যান্য সকল খণ্ডগুলোর মতই এই বইটির ও মূল অংশের প্রায় সমস্ত তথ্য-উপাত্তের রেফারেন্সই মূলত 'কুরান' ও নবী মুহাম্মদের মৃত্যু পরবর্তী ২৯০ বছরের কম সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত মুহাম্মদের পুর্নাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ ('সিরাত') ও হাদিস গ্রন্থের তথ্য-উপাত্ত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতঃপর সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সর্বজনবিদিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সে বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা।

এই বইয়ে যে সমস্ত বই ও ওয়েব সাইটের রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর লেখক, প্রকাশক, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আর পাঠকদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ, যারা জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

নরসুন্দর ভাইয়ের অবর্তমানে এই বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যে ব্যক্তিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা যুগিয়েছেন; তিনি হলেন "ধ্রুবক।" এই বইটির প্রতিটি লেখার সম্পাদনা করেছেন তিনি। বইটির প্রচ্ছদ নির্মাণ ও ই-বুক তৈরি করেছেনও তিনিই। তাঁর এই গভীর একাত্মতা ও ভালবাসায় আমি সিক্ত। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি 'ইস্টিশন' কর্তৃপক্ষের সকল কর্তাব্যক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই মূলত এই বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

গোলাপ মাহমুদ

জানুয়ারী, ২০২০ সাল।

১৬০: তুরাবা ও নাজাদ আক্রমণ - কে ছিল আগ্রাসী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত চৌত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই প্রাণবন্ত বর্ণনার আলোকে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত খায়বার ও ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরার নিরপরাধ জনপদের ওপর তাদের অমানুষিক নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণের ইতিবৃত্ত গত ত্রিশটি (পর্ব: ১৩০-১৫৯) পর্বে করা হয়েছে। হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন শেষে (পর্ব: ১১১-১২৯) মদিনায় ফিরে আসার পর হিজরি সাত সালে (মে ১১, ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - এপ্রিল ৩০, ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) এই হামলাগুলোই হলো অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সর্বপ্রথম আগ্রাসী আক্রমণ। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খায়বার যুদ্ধ প্রাক্কালে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে চারটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

সেই নিষেধাজ্ঞা গুলো হলো: [1] [2]

১) গৃহপালিত গাধার মাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, পরিবর্তে তিনি তাদেরকে ঘোড়ার মাংস খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

২) যে কোনো ধরনের মাংসাশী প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ;

৩) লুটের মালের হিস্যা যথাযথভাবে বরাদ্দ করার আগেই সেখান থেকে কোনোকিছু বিক্রি করা নিষিদ্ধ, ও

৪) গনিমতের মাল হিসাবে ধৃত নারীদের সাথে যৌনসঙ্গমের পর সেই নারীটির ঋতুস্রাব হওয়ার পূর্বে, কিংবা নারীটি গর্ভধারণ করলে সেই সন্তান প্রসবের পূর্বে তাঁর সাথে অন্য কোনো অনুসারীর যৌনসঙ্গম করা নিষিদ্ধ।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে, মুহাম্মদ তাঁর এই আগ্রাসী হামলাগুলো সম্পন্ন করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি সাত সালের সফর মাসে। আল-ওয়াকিদির বর্ণনার উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আল-তাবারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: [3]

>> হিজরি ৭ সালের মহরম মাসে (যার শুরু হয়েছিল ১১ই মে, ৬২৮ সাল) মুহাম্মদ তাঁর কন্যা যয়নাবকে তাঁর স্বামী আবু আল-আস বিন আল-রাবির কাছে পুনরায় ফেরত দেন। বদর যুদ্ধের (১৫ই মার্চ, ৬২৪ সাল) অব্যবহিত পরেই মুহাম্মদ তাঁর এই কন্যাকে কীভাবে তাঁর এই স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মদিনায় পাঠাতে বাধ্য করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা "নিকট আত্মীয়রাও রক্ষা পায়নি (পর্ব-৩৮)!" পর্বে করা হয়েছে। এরপর সুদীর্ঘ চারটি বছর (৬২৪-৬২৮ সাল) তাঁরা একে অপরের নিকট থেকে থাকেন বিচ্ছিন্ন! আবু আল-আস বসবাস করেন মক্কায় আর তাঁর স্ত্রী জয়নাব বসবাস করেন মদিনায়। অতঃপর সিরিয়া থেকে বাণিজ্যসামগ্রী নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সময় মুহাম্মদের এই জামাতা কীভাবে তাঁর শ্বশুরের অনুসারী হানাদার দস্যুদের কবলে পড়েছিলেন, অতর্কিত হামলায় এই ডাকাতরা কীভাবে তাঁর সমস্ত অর্থ ও বাণিজ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন, আবু আল-আস তাঁর প্রাণ রক্ষা ও বন্দীত্ব হতে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায় কীভাবে পালিয়ে এসে মদিনায় অবস্থানকারী তাঁর এই স্ত্রীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, জয়নাব তাঁর এই স্বামীকে কীভাবে সাহায্যে করেছিলেন, অতঃপর আবু আল-আস কীভাবে তাঁর শ্বশুর মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "আবু আল আস আবারও আক্রান্ত (পর্ব-৪০)!" পর্বে করা

হয়েছে। আবু আল-আস মুসলমান হওয়ার পর মুহাম্মদ তাঁর এই কন্যাকে তার হাতে পুনরায় হস্তান্তর করেন।

>> এই একই বছর হাতিব বিন আবু বালতা (Hatib b. Abi Balta'ah) নামের মুহাম্মদের এক অনুসারী আলেকজান্দ্রিয়ার (মিশর) সম্রাট আল-মুকাওকিস-এর কাছ থেকে মুহাম্মদের জন্য পাঠানো উপঢৌকন হিসাবে মারিয়া আল-কিবতিয়া ও তাঁর ভগ্নি শিরিন নামের দুই সুন্দরী দাসী এবং মাবুর নামের এক দাসকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন [বিস্তারিত: "মুহাম্মদের যৌন জীবন ও সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা (পর্ব-১০৮)!"]।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা যা জানতে পারি, তা হলো: খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের (সফর, হিজরি ৭ সাল) পর পরবর্তী ৮ মাস মুহাম্মদ মদিনায় অবস্থান করেন ও বহু হামলাকারী দল বিভিন্ন স্থানের অবিশ্বাসী জনপদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই হামলাগুলোর অল্প-বিস্তর বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত (মুহাম্মদের জীবনী)' ও হাদিস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন! এ বিষয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর 'কিতাব আল-মাগাজি' গ্রন্থে। তাঁদের সেই বর্ণনার আলোকে আমরা যা জানতে পারি, তা হলো: খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসনের পর পরবর্তী দশ মাসে (জিলহজ মাস পর্যন্ত) মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কমপক্ষে আরও সাতটি আগ্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করেন, যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'আল ফাতহ' বনাম আঠারটি হামলা (পর্ব-১২৪)!' পর্বে করা হয়েছে। এই হামলাগুলো ছাড়াও মক্কা থেকে পালিয়ে আসা আবু বসির নামের মুহাম্মদের আর এক অনুসারীর নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্যবহরের ওপর হামলা, তাঁদেরকে খুন ও তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন ছিল পুরোদমে অব্যাহত [বিস্তারিত: 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ চার (পর্ব-১২৮)']।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা: [4] [5]

'খায়বার থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহর নবী রবিউল আওয়াল (যার শুরু হয়েছিল জুলাই ১১, ৬২৮ সাল), রবিউস-সানি, জমাদিউল-আওয়াল, জমাদিউস-সানি, রজব, শাবান, রমজান ও শওয়াল মাস (জুলাই ৬২৮ - মার্চ ৬২৯ সাল) পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন ও এই সময়টিতে তিনি একাধিক হামলাকারী দল প্রেরণ করেন। অতঃপর জিলকদ মাসে (যার শুরু হয়েছিল মার্চ ২, ৬২৯ সাল), আগের বছর যেই মাসটি তে মুশরিকরা (polytheists) তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল [পর্ব-১১১], তিনি তাদের সেই ফিরিয়ে দেয়া ওমরা হজ পালন করার উদ্দেশ্যে পুনরায় রওনা হন।-----'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আল-ওয়াকিদি, আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ - প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আক্রমণের পর অবিশ্বাসী জনপদের ওপর মুহাম্মদের যে পরবর্তী আগ্রাসী হামলা, তার নাম: "তুরাবা ও নাজাদ আক্রমণ!"

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ সাল) বিস্তারিত বর্ণনা: [6] [7] [3]

উমর ইবনে আল-খাত্তাবের নেতৃত্বে তুরাবা হামলা:

'আবু বকর বিন উমর বিন আবদ আল-রাহমান এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উসামা বিন যায়েদ বিন আসলাম আমাদের যা অবহিত করেছেন, তা হলো, তিনি বলেছেন: আল্লাহর নবী তাঁর ত্রিশজন অনুসারীকে সঙ্গে দিয়ে উমর-কে **তুরাবার আজুয হাওয়াযিন** গোত্রের লোকদের কাছে পাঠান। বানু হিলাল গোত্রের এক পথপ্রদর্শককে (গাইড) সঙ্গে নিয়ে উমর যাত্রা শুরু করেন। তারা রাত্রিকালে যাত্রা অব্যাহত রাখে ও দিনের বেলায় নিজেদের লুকিয়ে রাখে, কিন্তু খবরটি হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের কাছে এসে পৌঁছে ও তারা পালিয়ে যায়। উমর তাদের লোকালয়ে

আসেন কিন্তু তিনি তাদের একজন লোকেরও সাক্ষাত পান না। তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হন; যখন তিনি আল-নাদিয়া (al-Najdiyya) অতিক্রম করছিলেন, ছিলেন প্রাচীরের সন্নিকটে, হিলালী লোকটি উমর ইবনে খাত্তাব-কে বলে, "তুমি কি অন্য একটি দলের লোকদের মোকাবেলায় যেতে চাও, যারা হলো খাতাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ঐ লোকগুলো যাদেরকে আমি ছেড়ে এসেছি? তারা এসেছে হেঁটে, কারণ তাদের শুকনো জমি।"

উমর বলে, "তাদের বিষয়ে আল্লাহর নবী আমাকে কোনো আদেশ করেননি। বস্তুত: তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তুরাবার হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।" অতঃপর উমর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।' [8] [9]

আবু বকর ইবনে কুহাফার নেতৃত্বে নাজাদ আক্রমণ:

'আইয়াস বিন সালামার পিতা **সালামা বিন আল-আকওয়া হইতে** > আইয়াস বিন সালামা হইতে > ইকরিমা বিন আমমার হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হামযা বিন আবদ আল-ওয়াহিদ আমাকে যা বলেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন: আল্লাহর নবী আবু বকর-কে প্রেরণ করেন, তিনি তাকে আমাদের নেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন। আমাদের স্থানটি ছিল হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের দ্বারা জনাকীর্ণ। আমি নিজের হাতে আবিয়াত অঞ্চলের সাতজন লোককে হত্যা করেছি। আমাদের হামলার সংকেত (code) শব্দটি ছিল, "হত্যা কর! হত্যা কর!"'

আল-তাবারী ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দের (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনা: [3] [7]

'এই বছর শাবান মাসে (যার শুরু হয়েছিল ৪ ডিসেম্বর, ৬২৮ সাল) আবু বকর ইবনে কুহাফার নেতৃত্বে এক হামলাকারী দল নাজাদ অঞ্চলে গমন করে। সালামা বিন আল-আকওয়া হইতে বর্ণিত: "ঐ বছর আমরা আবু বকরের নেতৃত্বে আক্রমণ করি।" এ বিষয়ের বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে [পর্ব-১১০]।' [10]

অর্থাৎ, আল-তাবারী ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দের মতে এই আক্রমণটিই হলো আবু বকরের নেতৃত্বে বানু ফাযারাহ গোত্রের ওপর হামলা (বিস্তারিত: 'উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড' [পর্ব-১১০])

অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, তুরাবা ও নাজাদ অঞ্চলের অধিবাসীরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ আক্রমণ করতে আসেননি। বরাবরের মতই বিনা উস্কানিতে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত ('তারা রাত্রিকালে যাত্রা অব্যাহত রাখে ও দিনের বেলায় নিজেদের লুকিয়ে রাখে!') আগ্রাসী আক্রমণকারী যে দল তার নাম, "মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা!"

আদি উৎসের বিশিষ্ট সুন্নি মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যা আমরা জানি, তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর মদিনা-জীবনে (৬২২-৬৩২ সাল) যে প্রায় একশত আগ্রাসী হামলার সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ওপরে বর্ণিত অখ্যাত (সিংহভাগ মুহাম্মদ অনুসারী যার নামই কখনোই শোনেননি) এ দু'টি হামলা ছাড়া মুহাম্মদ আর কোনোটিতেই আবু বকর ও উমর-কে নেতৃত্ব পদমর্যাদায় নিয়োগ দেননি। শুধু তাইই নয়, আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরো যে বিষয়টি জানতে পারি, তা হলো, মুহাম্মদের জীবদ্দশায় এই বিপুল সংখ্যক আক্রমণের কোনোটিতেই আবু বকর ইবনে কুহাফা ও উমর ইবনে খাত্তাব "কোনো বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন" করেছিলেন, এমন ইতিহাসও কোথাও উল্লেখিত হয় নাই।

তা সত্ত্বেও,

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সমস্ত পরিবার সদস্য ও নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত করে এই আবু বকর ইবনে কুহাফা ও উমর ইবনে খাত্তাব হয়েছিলেন মুহাম্মদের রেখে যাওয়া সুবিশাল সম্পদ (পর্ব-১৫৫) ও ক্ষমতার সর্বপ্রথম স্বত্বভোগী

(পর্ব-১৫৮)! সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম-বিশ্বাসীদের কাছে আবু বকর ইবনে কুহাফা ও উমর ইবনে খাত্তাব ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম-বিশ্বাসীদের কাছে এই দুই ব্যক্তি হলো ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত চরিত্র (পর্ব-১৩২)! মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত ও তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত এই দুই অনুসারী ছিলেন মুহাম্মদ পরবর্তী ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কূট-রাজনীতিবিদ! তাদের সেই কূট-রাজনীতির সর্বপ্রথম শিকার হয়েছিলেন মুহাম্মদেরই একান্ত নিজস্ব পরিবার সদস্য ও নিকট আত্মীয়রা! ইসলামের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The detailed narrative of Al-Waqidi (748-822 AD): [6] [7]

THE EXPEDITION OF ʿUMAR B. AL-KHAṬṬĀB TO TURBA

ʿUsāma b. Zayd b. Aslam related to us from Abū Bakr b. ʿUmar b. ʿAbd al-Raḥmān, who said: The Messenger of God sent thirty men with ʿUmar to ʿAjuz Hawāzin in Turba. ʿUmar set out with a guide from the Banū Hilāl. They marched by night and hid by day, but news came to the Hawāzin and they fled. ʿUmar came to their locality but did not meet even one of them. He turned to return to Medina, and when he was passing al-Najdiyya, and he was at the wall, the Hilālī said to ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, "Would you like to have another group that I have left, from Khathʿam? They came walking, for their land is dry." ʿUmar said, "The Prophet did not command me about them. Indeed, he

commanded me to stay and fight the Hawāzin in Turba." And 'Umar returned to Medina.'

THE EXPEDITION OF ABŪ BAKR TO NAJD

'Hamza b. 'Abd al-Wāhid related to me from 'Ikrima b. 'Ammār from Iyās b. **Salama** from his father, who said: The Messenger of God sent Abū Bakr and appointed him commander over us. Our house was populated with Hawāzin. I killed seven of the people from Abyāt with my hands. The code was "Kill! Kill!"'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫১১-৫১২

[2] অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৬৬০-৬৬১; ইংরেজি অনুবাদ - পৃষ্ঠা ৩২৫

[3] অনুরূপ বর্ণনা- আল-তাবারী: ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা ১৩০-১৩২;

[4] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৩০

[5] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪

[6] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭২২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৫৫

[7] অনুরূপ বর্ণনা: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭

[8] তুরাবা স্থানটির অবস্থান ছিল মক্কার দক্ষিণ দিকে।

[9] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৫৩৯: 'আজুয হাওয়াযিন গোত্রগুলো ছিল উত্তর আরবের হাওয়াযিন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট গোত্র: জুশাম, নাসর ও সা'দ বিন বকর।'

[10] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৫৪২

১৬১: মুহাম্মদের চিঠি - শাসকদের কাছে পত্রবাহক প্রেরণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত পঁয়ত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার মাত্র দুই মাস পর হিজরি ৭ সালের মহরম মাসে (মে-জুন, ৬২৮ সাল) খায়বারের নিরীহ জনপদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ ও পরাস্ত করার পর; অতঃপর হুমকির মাধ্যমে ফাদাক আগ্রাসন সম্পন্ন ও অতর্কিত আক্রমণে ওয়াদি আল-কুরার জনপদবাসীদের পরাস্ত করার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তাঁর আদেশে উমর ইবনে আল-খাত্তাব এবং আবু বকর ইবনে কুহাফা তুরাবা ও নাজাদ অঞ্চলের নিরীহ জনপদের ওপর কীভাবে তাদের আগ্রাসী আক্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ তাঁর হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় থেকে (মার্চ, ৬২৮ সাল) তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (জুন, ৬৩২ সাল) সময়ের মধ্যে আরব, পারস্য, রোমান (বাইজানটাইন) ও অন্যান্য শাসনকর্তাদের উদ্দেশে চিঠি লিখেছিলেন ও সেই চিঠিগুলো পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি তাঁর কিছু অনুসারীকে নিযুক্ত করেছিলেন।

এ বিষয়ের যে বিস্তারিত বর্ণনা ইবনে ইশাক তাঁর 'সিরাত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ইবনে হিশাম সম্পাদিত ‘ইবনে ইশাকের সিরাত' ভার্সন, "সিরাত রাসুল আল্লাহ" গ্রন্থে অনুপস্থিত; কিন্তু আল-তাবারীর রেফারেন্সে A. GUILLAUME তা বর্ণনা করেছেন এই বইটির ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থে (পর্ব-৪৪)। আদি উৎসে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে ইবনে ইশাকের ছাত্র সালামাহ বিন ফাদল আল-আবরাশ আল-আনসারী হইতে প্রাপ্ত মুহাম্মদ ইবনে যারির আল-তাবারী সম্পাদিত ভার্সন “তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক” গ্রন্থে।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনা: [11] [12]

‘এই বছর [হিজরি ৬ সাল] আল্লাহর নবী পত্রবাহক প্রেরণ করেন। তিনি জিলহজ মাসে (যার শুরু হয়েছিল ১২ই এপ্রিল, ৬২৮ সাল) ছয়জন লোককে প্রেরণ করেন, যাদের তিনজন একসঙ্গে যাত্রা শুরু করে:

[১] তিনি লাখমের হাতিব বিন আবু বালতা-কে, যিনি ছিলেন বানু আসাদ বিন আবদ আল-উজ্জা গোত্রের সাথে জোটবদ্ধ, প্রেরণ করেন আল-মুকাওকিস এর কাছে (আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা);

[২] বদর যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী শুজা বিন ওহাব-কে, যিনি ছিলেন বানু আসাদ বিন খুযায়েমা গোত্রের হারব বিন উমাইয়ার সাথে জোটবদ্ধ, তিনি প্রেরণ করেন আল-হারিথ বিন আবি শিমর আল-ঘাসানির কাছে (‘ঘাসানিদরা ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় যারা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধীন বানটা ঘাসান নামের এক আরব উপজাতীয় রাজ্য শাসন করতেন, যার রাজধানী ছিল সিরিয়ার বসরায়’) [13]; ও

[৩] দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি-কে তিনি প্রেরণ করেন সিজারের কাছে (বাইজানটাইন সম্রাট)।

[৪] তিনি সালিল বিন আমর আল-আমিরি (আমি বিন লুয়াভি গোত্রের) কে প্রেরণ করেন হাওদা বিন আলি আল-হানাফি এর কাছে (যিনি ছিলেন বানু বকর বিন ওয়ায়িল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত 'বানু হানিফা বিন লুজায়েম গোত্রের প্রধান, যাদের অবস্থান ছিল আল-ইয়ামামা [মধ্য আরব] নামক স্থানে। স্পষ্টতই হাওদা ছিলেন খ্রিষ্টান, পারস্য শাসকদের সাথে জোটবদ্ধ ও তাদের জন্য তিনি করতেন কাফেলা বৃত্তি' [14]);

[৫] আবদুল্লাহ বিন হুদাফা আল-সাহমি কে প্রেরণ করেন, 'কিসরা' এর কাছে ('কিসরা' ["খসরু"] হলো আরবদের ভূষিত সাসানিয়া [পারস্য] শাসন কর্তাদের উপাধি।); ও

[৬] আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি কে প্রেরণ করেন 'নিগাস' এর কাছে (আরবদের ভূষিত ইথিওপিয়ার শাসনকর্তা, আল-নাদজাসি)।

ইবনে ইশাক যা বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই যে, (ইবনে ইশাক হইতে > সালামা হইতে > ইবনে হুমায়েদ হইতে বর্ণিত): আল্লাহর নবী হুদাইবিয়ার (চুক্তি স্বাক্ষর) সময় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর কিছু অনুসারীকে বিভিন্ন আরব ও বিদেশী শাসনকর্তাদের কাছে প্রেরণ করেন, উদ্দেশ্য - তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান।

ইবনে ইশাকের মতে: আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে ন্যস্ত করেন। তিনি সালিত বিন আমর বিন আবদ শামস বিন আবদ উদ্দ (বানু আমির বিন লুয়াভি গোত্রের এক লোক) কে আল-ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওদাহ বিন আলি এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি আল-আলা বিন আল-হাদরামি কে প্রেরণ করেন আল-বাহরাইনের শাসনকর্তা আল-মুনধির বিন সাওয়া (বানু আবদ-কায়েস গোত্রের এক লোক, যিনি ছিলেন দারিম বিন তামিম উপজাতীয় গোত্রের প্রধান, পারস্য শাসকদের সাথে যার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ করতেন হাজার [বর্তমান আল-হাসা] ও

বাহরাইন এর বাজার) [15]; এবং আমর বিন আল-আস কে প্রেরণ করেন ওমানের শাসনকর্তা জাফর বিন জুলানদা আল-আযদি ও আববাদ বিন জুলানদা আল-আযদি এর কাছে।

তিনি হাতিব বিন আবু বালতা- কে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিসের কাছে প্রেরণ করেন। হাতিব তার কাছে আল্লাহর নবীর চিঠিটি হস্তান্তর করেন; আর আল-মুকাওকিস আল্লাহর নবীকে দান করেন চার জন ক্রীতদাসী, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আল্লাহর নবীর পুত্র ইবরাহিমের মাতা মারিয়া [পর্ব-১০৮]।

আল্লাহর নবী দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি কে (ও আল-খাযরাজি; আল কালব গোত্রটি আল-খাযরাজ গোত্রেরই এক শাখা) প্রেরণ করেন রোমান শাসনকর্তা সিজারের কাছে, যার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস (বাইজানটাইন সম্রাট, শাসনকাল ৬১০-৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ)। যখন দিহায়া তার কাছে আল্লাহর নবীর চিঠিটি হস্তান্তর করেন, তিনি সেটির দিকে তাকান ও অতঃপর তা তিনি তার দুই উরু ও পাঁজরের মাঝখানে রাখেন।'

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [16]

সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ৩, হাদিস নম্বর ০৬৫:

'আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত: এক সময় আল্লাহর নবী চিঠি লিখেছিলেন বা চিঠি লিখার জন্য মনস্থির করেছিলেন। আল্লাহর নবীকে বলা হয়েছিল যে, তারা (শাসকরা) কোনো চিঠি পড়বে না, যদি তার ওপর কোনো সীল-মোহর না থাকে। তাই আল্লাহর নবী একটি সিলভারের আংটি তৈরি করান, যার ওপর খোদাই করা ছিল **"আল্লাহর নবী মুহাম্মদ"**। আল্লাহর নবীর হাতের সেই সাদা চিকচিক ঝলক যেন আমি এই মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি।'

ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) এর বর্ণনা: [17]

সহি মুসলিম: বই নম্বর ০২৪, হাদিস নম্বর ৫২১৭:

'আনাস যা বর্ণনা করেছেন, তা হলো, যখন আল্লাহর নবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অনারবদের (অর্থাৎ, পারস্য ও বাইজানটাইন সম্রাট) কাছে (চিঠি) লেখার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকে জানানো হয় যে অনারবরা চিঠি গ্রহণ করতে রাজি হবে না, যদি তার ওপর কোনো 'সীল-মোহর' না থাকে; তাই তিনি (নবী সাঃ) একটি সিলভারের আংটি তৈরি করান।----'

অনুরূপ বর্ণনা: সুন্নাহ আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল) - বই নম্বর ২৯, হাদিস নম্বর ৪২০২

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কী লেখা ছিল মুহাম্মদের সেই চিঠিগুলোতে?

সেই চিঠিগুলোতে কি লেখা ছিলো মক্কা ও হিজরত পরবর্তী প্রাথমিক মদিনা সময়ের তাঁর আপাত শান্তিপ্রিয় 'মক্কায় মুহাম্মদ (পর্ব-২৬)' -এর বাণীসদৃশ্য বক্তব্য? যেমন:

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই (২:২৫৬); আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন (৬:১০৭); তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য? (১০:৯৯); তুমি তো শুধু সতর্ককারী মাত্র (১১:১২); আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন (৫০:৪৫); যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক (৭৪:৫৫); আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন (৮৮:২১-২২); তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে (১০৯:৬)" - ইত্যাদি? ইত্যাদি? ইত্যাদি?

নাকি তাতে লিখা ছিলো,

বানু কুরাইজার নৃশংস গণহত্যার (পর্ব: ৮৭-৯৫) পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সময়ে বিভিন্ন অবিশ্বাসী জনপদের ওপর তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংসতার ফসল

উপর্যুপরি একের পর এক সফলতায় উজ্জীবিত 'মদিনায় মুহাম্মদ (পর্ব-২৭)' এর ত্রাস ও হুমকি সাদৃশ্য আগ্রাসী আহ্বান? যেমন:

"আমিই নবী! বশ্যতা স্বীকার করো ও পুরস্কৃত হও, নতুবা পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকো!"

ইসলাম নামক মতবাদটিকে জানতে হলে স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (সেইবাহ) ইবনে হাশিম (উমর) ইবনে আবদ মানাফ (আল-মুগিরা) ইবনে কু'সে (যায়েদ) ইবনে কিলাব (হাকিম) ইবনে মুররাহ কে "জানতেই হবে!" এর কোনো বিকল্প নেই!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[11] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা (Leiden) ৯৮-৯৯

[12] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫২-৬৫৩

[13] [14] [15] – Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪২২, ৪২৫ ও ৪৩০

[16] সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ৩, হাদিস নম্বর ০৬৫:

‘Narated By Anas bin Malik: Once the Prophet wrote a letter or had an idea of writing a letter. The Prophet was told that they (rulers) would not read letters unless they were sealed. So the Prophet got a silver ring made with "Muhammad Allah's Apostle" engraved on it. As if I were just observing its white glitter in the hand of the Prophet.’

[17] সহি মুসলিম: বই নম্বর ০২৪, হাদিস নম্বর ৫২১৭:

‘Anas reported that when Allah's Apostle (may peace be upon him) decided to write (letters) to non-Arabs (i.e. Persian and Byzantine Emperors) it was said to him that the non-Arabs would not accept a letter but that having a seal over it; so he (the Holy Prophet) got a silver ring made. He (Anas) said: I perceive as if I am looking at its brightness in his hand.’

১৬২: চিঠি-হুমকি - ১: দামেস্ক ও পারস্যের শাসনকর্তার কাছে!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ছত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করার পর (পর্ব: ১১১-১২৯) প্রায় চার বছর জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর ঘটনাবহুল নবী-জীবনের শেষের এই চারটি বছর (মার্চ, ৬২৮ সাল - জুন, ৬৩২ সাল) আরব, পারস্য, বাইজানটাইন (রোমান) ও ইথিওপিয়ার কিছু শাসকদের কাছে যে-চিঠিগুলো লিখেছিলেন, সেগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর কোন কোন অনুসারীদের পত্রবাহক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন ছিল:

মুহাম্মদের সেই চিঠিগুলোর ভাষা কি আপাত সহনশীল 'মক্কায় মুহাম্মদ (পর্ব-২৬)' এর বাণী-সদৃশ ছিলো? যেমন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই (২:২৫৬); তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য? (১০:৯৯); তুমি তো শুধু সতর্ককারী মাত্র (১১:১২); আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন (৫০:৪৫); যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক (৭৪:৫৫); তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে (১০৯:৬)” - ইত্যাদি? নাকি তা ছিলো বানু কুরাইজার নৃশংস গণহত্যার (পর্ব: ৮৭-৯৫) পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল

অবধি বিভিন্ন অবিশ্বাসী জনপদের ওপর তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতায় অর্জিত একের পর এক উপর্যুপরি সফলতায় উজ্জীবিত 'মদিনায় মুহাম্মদ (পর্ব-২৭)' এর ত্রাস ও প্রত্যক্ষ হুমকি-সদৃশ? যেমন, "আমিই নবী, আমার বশ্যতা স্বীকার করো নতুবা পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকো" - এরূপ?

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [18] [19]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৬১) পর:

দামেস্কের শাসনকর্তার কাছে চিঠি:

'ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী বানু আসাদ বিন খুযায়েমা গোত্রের শুজা বিন ওহাব নামের এক সদস্যকে দামেস্কের শাসনকর্তা আল মুনধির বিন আল-হারিথ বিন আবি শিমর আল-ঘাসানির কাছে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি [৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ] হইতে বর্ণিত: তিনি তার কাছে লেখা যে চিঠিটি শুজার মাধ্যমে পাঠান তা হলো এই,

"যে সৎ পথ অনুসরণ করে ও তা বিশ্বাস করে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে একমাত্র আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করি, যার কোনো শরীক নাই, তাহলে আপনার রাজত্ব আপনারই থাকবে।"

শুজা বিন ওহাব তার কাছে চিঠিটি নিয়ে আসেন ও তাদেরকে তা পড়ে শুনান। আল-মুনধির বলেন, "কে আছে এমন, যে আমার রাজত্ব জোরপূর্বক আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে? আমি সেই লোক, যে তার বিরুদ্ধে যাবে।"

আল্লাহর নবী বলেন, "তাঁর রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে।"
('সম্ভাব্য অন্য অনুবাদ, "তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস হোক!"' ----) [20]

পারস্যের শাসনকর্তার ('কিসরা/খসরু') কাছে চিঠি:

'এই বছর, আল্লাহর নবী 'কিসরার' কাছে লেখা তাঁর যে চিঠিটি আবদুল্লাহ বিন হুদাফা আল-সাহমি মাধ্যমে পাঠান, তা হলো এই:

“পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে।
আল্লাহর নবী মুহাম্মদের নিকট থেকে পারস্য অধিপতি 'কিসরার' প্রতি।

যে সৎ পথ অনুসরণ করে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ ও তার রসুলকে এবং সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই ও সমস্ত মানবজাতির জন্য আমিই আল্লাহর রসূল, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল জীবিত লোকদের (কুরান-৩৬:৭০) সতর্ক করার নিমিত্তে। বশ্যতা স্বীকার করো, তাহলে তুমি হবে নিরাপদ। যদি তুমি তা প্রত্যাখ্যান করো, অগ্নিপূজার পাপ তোমার ওপরই বর্তাবে।"

'কিসরা' আল্লাহর নবীর চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেন।

আল্লাহর নবী বলেন, "তার রাজত্ব উৎপাটিত হয়েছে!”
(‘বিকল্প অনুবাদ, "তার রাজত্ব যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়!"’) [21]

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < **ইয়াযিদ বিন আবি হাবিব** হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন: তিনি আবদুল্লাহ বিন হুদাফা বিন কায়েস বিন আদি বিন সায়িদ বিন সাহমি-কে পারস্যের অধিপতি হুরমুয পুত্র কিসরার কাছে যে চিঠি সহকারে প্রেরণ করেন, তা হলো: ----- [ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ]।

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < আবদুল্লাহ বিন আবি বকর < আল-যুহরি < আবু সালামা বিন আবদুর রহমান বিন আউফ (মৃত্যু ৭১২-৭১৩ সাল) হইতে বর্ণিত: [22]

'আবদুল্লাহ বিন হুদাফা আল্লাহর নবীর চিঠিটি কিসরার কাছে হস্তান্তর করে। পরের জন চিঠিটি পড়া শেষ করার পর তা দু' ভাগ করে ছিঁড়ে ফেলে। যখন আল্লাহর নবী শুনতে পান যে, সে তাঁর চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেছে, তিনি বলেন,

"তার রাজত্ব উৎপাটিত হয়েছে!"

(বিকল্প অনুবাদ, "তার রাজত্ব যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়!")

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [23]

সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ৩, হাদিস নম্বর ০৬৫:

'অবদুল্লাহ বিন আব্বাস হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী 'খসরুর' কাছে চিঠি লেখেন ও তাঁর পত্রবাহক-কে বলেন যে সে যেন এটি প্রথমে **বাহরাইনের শাসনকর্তা**-কে দেয় ও তাকে বলে যে সে যেন এটি খসরুর কাছে পৌঁছে দেয়। খসরু তা পড়ার পর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। (আল-যুহরি যা বলেছেন তা হলো: আমার মনে হয় আল-মুসায়েব যা বলেছেন তা হলো, "আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেন যে সে যেন তাদের-কে (খসরু ও তার অনুসারীদের) টুকরো টুকরো করে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়।"'

ইমাম তিরমিজীর (৮২৪ - ৮৯২ সাল) বর্ণনা: [24]

সুনান আল-তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭):

---- [ইমাম তিরমিজীর বর্ণনা আল-তাবারী ও ইমাম বুখারীর বর্ণনারই অনুরূপ।]

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, দামেস্কের শাসনকর্তা আল মুনধির বিন আল-হারিথ আল-ঘাসানি কিংবা পারস্যের শাসনকর্তা "কিসরা", এদের কেউই মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করতে আসেননি। ইতিপূর্বে তাঁরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনোরূপ জোর জবরদস্তি বা অসম্মান করেছিলেন, এমন তথ্য কোথাও বর্ণিত হয়নি! এমনকি নিদেনপক্ষে তাঁরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর অনুসারীদের ধর্ম পালন, প্রচার ও প্রসারে কখনো কোনোরূপ বিধি-নিষেধ অথবা বাধা প্রদান করেছিলেন, এমন ইতিহাস কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

তা সত্ত্বেও,

"বিনা উস্কানিতে যে-দলটি অবিশ্বাসী গোষ্ঠীর এই শাসকদের ওপর আগ্রাসী হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, তারা হলেন, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীরা! বরাবরের মতই!"

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে যখন এই দুই শাসনকর্তা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁদেরকে যথারীতি অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন! মুহাম্মদ তাঁর "আল্লাহ নামের মুখোশ"-এর আড়ালে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে কী পরিমাণ অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে 'কুরান' নামের তাঁরই স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনী গ্রন্থটি! এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'অভিশাপ তত্ত্ব (পর্ব-১১)' পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয়

চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The detailed Narratives of Al-Tabari (838-923 AD): [18]

According to Ibn Ishaq: The Messenger of God sent Shuja' b. Wahb, a member of the Banu Asad b. Khuzaymah, to al-Mundhir b. al-Harith b. Abi Shimr al-Ghassani, **the ruler of Damascus.**

According to Muhammad b. 'Umar al-Waqidi: He wrote to him via Shuja':
Peace be with whoever follows right guidance and believes in it. I call you to believe in God alone, Who has no partner, and your kingdom shall remain yours. Shuja' b. Wahb brought the letter to him, and he read it to them. Al-Mundhir said: "Who can wrest my kingdom from me? It is I who will go against him!" The Prophet said, "His kingdom has perished." -------

--- In this year, the Messenger of God sent the following letter **to Kisra** via 'AbdallAh b. Hudhafah al-Sahmi: In the name of God, the Merciful and Compassionate. From Muhammad, the Messenger of God, to Kisra, the ruler of Persia. Peace be with whoever follows right guidance, believes in God and His Messenger, and testifies that there is no god but God and that I am the Messenger of God to all mankind, to warn whoever is alive. Submit yourself, and you shall be safe. If you refuse, the sin of the Magians shall be upon you. Kisra tore up the letter of the Messenger of God. The Messenger of God said, "His kingdom has been torn up." -------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[18] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা ১০৭-১১২

[19] অনুরূপ বর্ণনা (বিস্তারিত বর্ণনা অনুপস্থিত) - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৭-৬৫৮

[20] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫৭:

'Another possible translation, "May his kingdom perish!"'

[21] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৭১:

'Alternative translation: "May his kingdom be torn up!"'

[22] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৭৩: 'আবু সালামা বিন আবদুর রহমান বিন আউফ ছিলেন মুহাজির আবদুর রহমান বিন আউফের পুত্র।'

[23] সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ৩, হাদিস নম্বর ০৬৫:

'Narrated By 'Abdullah bin 'Abbas : Allah's Apostle sent a letter to Khosrau and told his messenger to give it first to the ruler of Bahrain, and tell him to deliver it to Khosrau. When Khosrau had read it, he tore it into pieces. (Az-Zuhri said: I think Ibn Al-Musaiyab said, "Allah's Apostle invoked Allah to tear them (Khosrau and his followers) into pieces."'

[24] সুনান আল-তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭):

অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ: '------Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam sent a letter to Kisra with Sayyidina Abdullah bin Hudhaa-fah Radiyallahu 'Anhu. Kisra tore the letter of Sayyidina Rasulullah Sallallahu-'Alayhi Wasallam to pieces. When Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam heard this he said. 'May Allah tear his kingdom to pieces', and so did it happen. ------

-------- Accept Islaam so that you may live in peace. If you reject then the sin of all the fire-worshippers will be upon you, for they will be led astray by following you. Sayyidina 'Abdullah bin Hudhaa-fah Radiyallahu 'Anhu was given this letter and instructed to give it to a governor of Kisra who was living in Bahrain. The letter was to be sent to Kisra through him. It was then delivered to Kisra with the governor's assistance. Kisra had this letter read out to him where after he tore it to pieces and threw it away. When Sayyidina Rasulullah Sallallahu'Alayhi Wasallam was informed of this he cursed Kisra.' ----

১৬৩: চিঠি হুমকি-২: খসরু পারভেজ-এর প্রতিক্রিয়া ও নির্দেশ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত সাঁইত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দামেস্কের শাসনকর্তা আল মুনধির বিন আল-হারিথ ও পারস্যের শাসনকর্তা 'কিসরার' কাছে যে চিঠি-হুমকি প্রেরণ করেছিলেন, তার ভাষা কেমন ছিলো, সেই চিঠিগুলো পড়ার পর এই শাসকরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তা জানার পর মুহাম্মদ তাঁদেরকে কীভাবে অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো,

"বিনা উস্কানিতে যদি কোনো ব্যক্তি শাসকদের কাছে চিঠি লিখে ঘোষণা দেন যে 'আমার বশ্যতা স্বীকার করো, তাহলে তুমি হবে নিরাপদ', অতঃপর তাঁরা যখন সেই হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন, তখন সেই ব্যক্তিটি তাঁদের কে করেন অভিসম্পাত, তবে এই শাসকদের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে?"

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [25] [26]

পূর্ব প্রকাশিতের পর:

'ইয়াযিদ বিন আবি হাবিব হইতে প্রাপ্ত [ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক <ইয়াযিদ বিন আবি হাবিব (পর্ব-১৬২)] তথ্যের ভিত্তিতে (মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের) অব্যাহত বর্ণনা, তিনি বলেছেন:

---- কিসরা তা পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলেন ও বলেন, "আমার গোলাম হয়ে সে আমাকে এভাবে লেখে!" অতঃপর কিসরা ইয়ামেনের গভর্নর বাধান (Badhan) এর কাছে এক চিঠি লেখেন, নির্দেশ,

"তোমার লোকজনদের মধ্য থেকে দুই শক্তিশালী ব্যক্তিকে হিজাজের এই লোকটির কাছে পাঠাও ও তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।"

অতঃপর বাধান পারস্য অধিপতির আদেশপত্রটি সহ খোররাখুসরাহ (Khurrakhusrah) নামের এক পারস্যবাসীর সাথে বাদাওয়াহ (Babawayh) নামের তার এক পেশাদার কেরানী ও হিসাবরক্ষককে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের মারফত আল্লাহর নবীর কাছে এক চিঠি পাঠান, যেখানে তার আদেশ ছিলো এই যে, তিনি যেন এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে কিসরার কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বাদাওয়াহ-কে বলেন, "এই লোকটির এলাকায় যাও, তার সাথে কথা বলো ও তার সম্বন্ধে আমার কাছে রিপোর্ট পেশ করো।"

অতঃপর এ দুই ব্যক্তি যাত্রা শুরু করে। আল-তায়েফে পৌঁছার পর তারা নাখিব অঞ্চলে কিছু লোকের সাক্ষাৎ পায় যারা ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত; তারা তাদেরকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তারা বলে যে, তিনি মদিনায়। কুরাইশরা এ দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়ে পুলকিত ও আনন্দিত হয়; তারা একে অপরকে বলে, "আনন্দ করো! রাজার রাজা কিসরা এখন তার শত্রু হয়ে গিয়েছে। তোমরা এই মানুষটির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছো।" [27] [28]

এ দুই ব্যক্তি যাত্রা করে ও আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাদাওয়াহ তাঁকে সম্বোধন করে, বলে: "সম্রাটের সম্রাট ও নৃপতির নৃপতি কিসরা চিঠি মারফত রাজা বাধান-কে এই আদেশ করেছেন যে, তিনি যেন তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কোনো লোককে পাঠিয়ে দেন। বাধান আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো। যদি তুমি তাই করো, তিনি তোমার সপক্ষে নৃপতির নৃপতি কিসরার কাছে লিখবেন ও তোমাকে তার কাছ থেকে রক্ষা করবেন। যদি তুমি তা অগ্রাহ্য করো, তুমি জানো যে, তিনি কে! তিনি তোমাকে ধ্বংস করবেন, তোমার লোকদের ধ্বংস করবেন ও তোমার এলাকাগুলো ছারখার করে দেবেন।"

যখন এ দুই ব্যক্তি আল্লাহর নবীর সম্মুখে আসেন, তাদের ছিলো গোঁফ কিন্তু দাড়িগুলো ছিলো কামানো, যে কারণে আল্লাহর নবী তাদের দিকে তাকানো অপছন্দ করেন। তিনি তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ান ও বলেন, "আহা, কারা তোমাদের এই কাজটি করতে আদেশ করেছে?" তারা বলে, "আমাদের প্রভু?" -যার মানে হলো কিসরা "আমাদেরকে এই আদেশটি করেছেন।" আল্লাহর নবী বলেন, "কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন দাড়ি রাখতে ও গোঁফের চুলগুলো ছাঁটতে।" অতঃপর তিনি তাদেরকে বলেন, "চলে যাও, আগামীকাল আমার কাছে এসো।"

অতঃপর স্বর্গ থেকে আল্লাহর নবীর কাছে যে খবরটি আসে, তা হলো - আল্লাহ কিসরার বিরুদ্ধে তার পুত্র শিরাওয়াহ (Shirawayh) কে উসকে দিয়েছে। সে তাকে হত্যা করেছে এই এই মাসের, এই এই রাত্রিকালের এই মাসে, এই এই ক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরের মুহূর্তে। আল্লাহ তার পুত্র শিরাওয়াহ-কে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে, অতঃপর সে তাকে হত্যা করেছে।

(Then a message from heaven came to the Messenger of God that God had incited against Kisra his son Shirawayh. He had killed him in such, and such a

month, on such and such - a night of the month, after such and such hours of the night had passed. God incited his son Shirawayh against him, and he killed him. ---)

আল-ওয়াকিদির [৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ] বর্ণনা মতে:
শিরাওয়াহ তার পিতা কিসরা-কে হত্যা করে হিজরি ৭ সালের জমাদিউল আওয়াল মাসের এক মঙ্গলবার দিন, রাত্রি ছয় ঘটিকায় (১৫ই সেপ্টেম্বর, ৬২৮ সাল)।' [*]

([*] 'আল-ওয়াকিদির বর্ণিত এই তারিখটির সঙ্গে আল-তাবারীর বর্ণিত তারিখের মত পার্থক্য আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ কিসরার [অর্থাৎ **দ্বিতীয় খসরু, পারভেজ;** শাসনকাল ৫৯১-৬২৮ সাল] মৃত্যু সংবাদটি জানতে পারেন "হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির দিনটিতে" - অর্থাৎ, হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসের [যার শুরু হয়েছিল মার্চ ১৩, ৬২৮ সাল] কোনো এক সময়ে। এটি ৬২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় খসরু-কে ক্যু-এর মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত করার তারিখটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, যা সংঘটিত করেছিলেন **তার পুত্র দ্বিতীয় কাবাদ শেরোয়া** (দ্বিতীয় কুবাদ শিরাওয়াহ)। এর কারণ ছিলো এই যে, বাইজানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে বেশ কিছু যুদ্ধে সামরিক পরাজয় হওয়ার পরেও খসরু তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করায় তার ওপর তার সেনাধ্যক্ষরা ছিলেন ক্রোধান্বিত। খসরুর মৃত্যুর সঠিক তারিখটি অজ্ঞাত। শেরোয়া/শিরাওয়াহর (Sheroe/Shirawayh) শাসনের স্থায়িত্বকাল ছিলো খুবই স্বল্প সময়ের (৬ কিংবা ৮ মাস) জন্য, তিনি ৬২৮ সালের শরৎকালের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন'।) [29]

'ইয়াযিদ বিন আবি হাবিব হইতে > মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পুনরারম্ভ:
তিনি এ দুই ব্যক্তিকে তলব করেন ও তাদেরকে খবরটি শোনান। তারা বলে, "তুমি কী জানো যে, তুমি কী বলছো? তোমাকে আমরা যে-কারণে দোষারোপ করছি, তার পরিণাম এর চেয়ে কম। আমরা কি তোমার উদ্ধৃতি দিয়ে এই খবরটি রাজার

(ইয়ামেনের গভর্নর, আরবিতে যার খেতাব ছিল 'মালিক [রাজা']) কাছে লিখে জানাবো?"

তিনি বলেন,
"হ্যাঁ। আমার পক্ষ থেকে এই সংবাদটি তার কাছে জানাও ও তাকে বলো যে, আমার ধর্ম ও রাজত্ব যতদূর পর্যন্ত কিসরার রাজত্বের সীমানা ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তা প্রসারিত হবে উটের পা ও ঘোড়ার খুরের পরম নাগাল যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত। তাকে বলো, 'যদি তুমি নিজে বশ্যতা স্বীকার করো (অথবা, 'যদি তুমি মুসলমান হও'), তবে তোমার যা কিছু আছে, তা তোমারই থাকবে ও আমি তোমাকে তোমার লোকদের, 'আবনা'' জনগণের, রাজা রূপে নিযুক্ত করবো (If you submit yourself, I will give you what you possess and make you king over your people, the Abna)।'" [30] [31]

অতঃপর তিনি খোররাখুসরাহ-কে স্বর্ণ- ও রৌপ্যখচিত একটি বেল্ট প্রদান করেন, যেটি তাঁকে দান করেছিলেন এক রাজা।

এই দুই ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে চলে আসে। তারা বাধানের কাছে আসে ও তাকে খবরটি জানায়। তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, এটি কোনো রাজার ভাষা নয়। আমি মনে করি যে, এই লোকটি হলো একজন নবী, যা সে বলছে। এসো, যে ঘটনাটি সে বলেছে, আমরা তার জন্য অপেক্ষা করি। যদি তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক থাকে না, তা হলো এই যে, সে প্রকৃতপক্ষেই একজন নবী, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তা সত্য বলে প্রমাণিত না হয়, তার ব্যাপারে কী করা হবে, সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো।"

অনতিবিলম্বে বাধান শিরাওয়াহর চিঠি পান, যেখানে বলা হয়েছে:

‘জানানো যাচ্ছে: "আমি কিসরা-কে হত্যা করেছি। আমি তাকে হত্যা করেছি শুধু এই কারণে যে, পারস্যের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা; তার সিদ্ধান্তের কারণে তার পরিষদবর্গ হয়েছে নিহত ও তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে সীমান্তে। যখন তুমি আমার এই চিঠিটি পাবে, যে লোকগুলো তোমার সাথে আছে, আমার প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করবে। যে লোকটির ব্যাপারে কিসরা তোমার কাছে চিঠি লিখেছে তাকে তুমি দেখে রাখবে, আর তার ব্যাপারে আমার নির্দেশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে তুমি ঘাঁটাবে না।"’

যখন শিরাওয়াহর চিঠিটি বাধানের কাছে এসে পৌঁছে, তিনি বলেন, **"এই লোকটি প্রকৃতপক্ষেই একজন নবী", অতঃপর তিনি মুসলমান হয়ে যান;** আর 'আবনা' - পারস্যের যে লোকগুলো ইয়ামেনে ছিলো, তারাও তার সাথে মুসলমান হয়ে যায়।

(**হিমায়ের** (Himyar) এর জনগণ খোররাখুসরাহ-কে ধু আল-মি'জাযাহ নামে ডাকতেন, এর কারণ হলো এই যে আল্লাহর নবী তাকে বেল্টটি প্রদান করেছিলেন। হিমেয়ের ভাষায় বেল্ট-কে বলা হয় 'মিজাযাহ'। তার সন্তানরা আজ সেখান থেকেই তাদের 'পদবি নাম (surname)' গ্রহণ করেছে, “খোররাখুসরাহ ধু আল-মি'জাযাহ [এর সন্তানরা]।") [32]

বাদাওয়াহ বাধান-কে বলে, "আমি এই লোকটির চেয়ে বেশি অসাধারণ কোনো লোকের সাথে কখনোই কথা বলিনি।" বাধান বলেন, "সে কি তার সেনাদের জড়ো করেছিল?" জবাবে সে বলে, "না।"

আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে: এই বছর তিনি মিশরের খ্রিষ্টান শাসক আল-মুকাওকিস-এর কাছে চিঠি লিখে তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি (পর্ব-১০৮)।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, পারস্যের শাসনকর্তা খসরু পারভেজ (খসরু দুই) মুহাম্মদের এই চিঠি-হুমকির প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে হত্যা, শারীরিক আঘাত, মৌখিক হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন কিংবা কোন গালমন্দ করার আদেশ জারী করেননি। একজন শাসক হিসাবে তিনি তাঁর অধঃস্তন ব্যক্তিদের এই নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, তারা যেন এই 'চিঠি-হুমকি' প্রদানকারী ব্যক্তিটিকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসেন। তাঁর এই প্রতিক্রিয়াকে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়ে যে সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত 'কিসরার' বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন:

"ঘটনাটি যদি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হতো, তাহলে মুহাম্মদ 'কিসরার' বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন?"

এই প্রশ্নের সঠিক জবাব আমরা নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করতে পারি। মুহাম্মদ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি যে কীরূপ অমানুষিক নৃশংস আচরণের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' এর গত একশত ছত্রিশটি পর্বে করা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, সামান্য কবিতা লেখার অপরাধে কীরূপ অমানুষিক নৃশংসতায় গুপ্ত-ঘাতক পাঠিয়ে মুহাম্মদ হত্যা করেছিলেন নিরস্ত্র অতিবৃদ্ধ আবু আফাক-কে (পর্ব-৪৬), ও আসমা-বিনতে মারওয়ান-কে (পর্ব-৪৭), ও ক্বাব বিন আল-আশরাফ-কে (পর্ব-৪৮), ও আবু রাফি-কে (পর্ব-৫০)।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় মুহাম্মদের সংঘটিত এক **মোজেজার (অলৌকিক ঘটনা)** বর্ণনা দেওয়া হয়েছে:

“অতঃপর স্বর্গ থেকে আল্লাহর নবীর কাছে যে-খবরটি আসে, তা হলো, আল্লাহ কিসরার বিরুদ্ধে তার পুত্র শিরাওয়াহ-কে উসকে দিয়েছে। সে তাকে হত্যা করেছে!”

বর্ণিত হয়েছে এই অলৌকিক ঘটনাটির "সত্যতার প্রমাণ" জানতে পেরে ইয়ামেনের গভর্নর বাধান ও তাঁর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রাপ্তিসাধ্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো মুহাম্মদ স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান। সেই কুরানেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানি যে, "মুহাম্মদের আল্লাহ" মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করেন, যা মুহাম্মদ বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ের যার বিস্তারিত আলোচনা "অবিশ্বাসী পরহেযগার ও স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচার তত্ত্ব (পর্ব-২০)” পর্বে করা হয়েছে। সেই কুরানেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, অবিশ্বাসীদের বারংবার অনুরোধ ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী-জীবনে "একটি মোজেজাও প্রদর্শন করতে পারেননি,” যার বিস্তারিত আলোচনা "মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৩-২৫)" পর্বে করা হয়েছে। সুতরাং, মুহাম্মদের যাবতীয় মোজেজার কিসসা যে মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের তাঁর অতি ভক্ত ও অতি উৎসাহী অনুসারীদের মস্তিষ্ক নিঃসৃত চিন্তাধারার ফসল, তা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। বাধান ও তাঁর লোকদের 'মুসলমানিত্ব বরণ' মুহাম্মদের প্রদর্শিত কোনো অলৌকিক ঘটনার কারণে সংঘটিত হয়নি।

প্রশ্ন হলো,

"কী কারণে তাঁরা 'মুসলমানিত্ব বরণ' করেছিলেন?"

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনার আলোকে সম্ভাব্য কারণগুলো হলো:

(১) তাঁর উচ্চতর কর্তৃপক্ষ 'কিসরার প্রতি মুহাম্মদের হুমকি, *"বশ্যতা স্বীকার করো, তাহলে তুমি হবে নিরাপদ!"*

(২) তাঁকে প্রতিশ্রুত মুহাম্মদের প্রলোভন, *"যদি তুমি নিজে বশ্যতা স্বীকার করো তবে তোমার যা কিছু আছে তা তোমারই থাকবে ও আমি তোমাকে তোমার লোকদের ('আবনা'' জনগণের) রাজা রূপে নিযুক্ত করবো।"*

(৩) নিজ পিতা খসরু পারভেজ-কে নৃশংসভাবে খুন করার পর ক্ষমতার মসনদে আসীন খুনি-পুত্র শিরাওয়াহর চিঠি, *"যে লোকটির ব্যাপারে কিসরা তোমার কাছে চিঠি লিখেছে তাকে তুমি দেখে রাখবে, আর তার ব্যাপারে আমার নির্দেশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে তুমি ঘাঁটাবে না।"*

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[25] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা ১১১-১১৫

[26] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৮-৬৫৯

[27] 'আল-তায়েফ' - পাহাড় পরিবেষ্টিত আল-তায়েফ শহর-টি মক্কা থেকে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত'।

[28] 'নাখিব' - আল-তায়েফ এর একটি উপত্যকা'।

[29] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৮০

[30] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৮২: 'Or, "if you become a Muslim."'

[31 Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৮৩:

"'আবনা' জনগণরা ছিলেন পারস্যের অধিবাসী, যারা অবস্থান করতেন ইয়ামেনে। তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পার্সিয়ান, বলা হয় যে তারা এসেছিলেন সায়িফ বিন ধি ইয়াযান (Sayf b. Dhi Yazan) এর সঙ্গে। তাদের কে 'আবনি আল-আহরার ("স্বাধীন সন্তান [Sons of the Free]" নামেও ডাকা হতো।"

[32] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৮৪:

'হিমায়ের গোত্র' - যাদের অবস্থান ছিল দক্ষিণ আরবে, যাদের রাজত্ব উদিত হয়েছিল ইসলামের আগেই। এখানে তা সাধারণভাবে ইয়ামেন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে'।

১৬৪: চিঠি-হুমকি-৩: সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর প্রতি - প্রেক্ষাপট!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত আটত্রিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

পারস্য সম্রাট খসরু কিংবা তাঁর কোন পরিষদবর্গ স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে কোনোরূপ তর্ক-বিতর্কে, বাদ-প্রতিবাদে বা বিবাদ-বিসংবাদে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ধর্ম প্রচার ও প্রসারে কোনোরূপ বিরূপ প্ররোচনা বা বাধা-নিষেধ প্রয়োগ না করা সত্ত্বেও মুহাম্মদ তার কাছে যে চিঠি-হুমকি প্রেরণ করেছিলেন (পর্ব-১৬২), তারই প্রতিক্রিয়ায় সম্রাট খসরু তার অধীনস্থ ইয়ামেনের গভর্নর বাধানের কাছে যে-নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, তা কার্যকর করার আগেই কীভাবে কে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন; অতঃপর বাধান কীভাবে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদের পরবর্তী চিঠি-হুমকিটি ছিলো বাইজেনটাইন (পূর্ব রোমান) সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর কাছে। মুহাম্মদের এই চিঠিটির বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত উপাখ্যান মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল), ইমাম তিরমিজী (৮২৪ -৮৯২ সাল) প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম বিশ্বাসীদের কাছে মুহাম্মদের এই চিঠিটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য যে কত বিশাল, তা আমরা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি যখন আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা তাদের বিভিন্ন সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ওয়াজ-মাহফিল ও বক্তৃতা বিবৃতিতে, ইন্টারনেটে আর্টিকেল ও ব্লগগুলোতে, খবরের কাগজে, স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তকে, রেডিও-টেলিভিশনে ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান, টক শো ও ক্যাসেট-ভিডিও-ইউটিউব - ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমেগুলোতে মুহাম্মদের এই চিঠির বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্ধৃত করে যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তা হলো,

"মুহাম্মদ যে সত্যই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী তা খ্রিষ্টান বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস (ও আবিসিনিয়ায় সম্রাট নাজ্জাসী) স্বয়ং নিশ্চিত করেছেন ----!"

সুতরাং, নিঃসন্দেহে ইসলাম বিশ্বাসীদের কাছে হিরাক্লিয়াস-কে লেখা মুহাম্মদের এই চিঠিটি ইসলামের ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে কারণেই আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা আগামী কয়েকটি পর্বে করা হবে।

"মহাকালের পরিক্রমায় এক নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের ইতিহাস হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পারিপার্শ্বিক অসংখ্য ধারাবাহিক ঘটনাপরম্পরা ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। ঘটনাপরম্পরার এই ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে কোনো বিশেষ সময়ের ইতিহাসের স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়! বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ (পর্ব-১১১)"।

সে কারণেই ইসলামের ইতিহাসের মুহাম্মদের এই সব চিঠি-হুমকি বিষয়ের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শুরু করার পূর্বে

মুহাম্মদের সমসাময়িক পৃথিবীর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) ঘটনা প্রবাহের আলোচনা আবশ্যক। The Devil is in the Detail (পর্ব-১১৩)! অতি সংক্ষেপে: [33]

হুদাইবিয়া সন্ধির সময়কালে মুহাম্মদ যে পারস্য (সাসানিদ) সম্রাটের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি ছিলেন সম্রাট প্রথম খসরুর (শাসনকাল ৫৩১-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) নাতি দ্বিতীয় খসরু, নাম পারভেজ (শাসনকাল ৫৯০-৬২৮ সাল)।

৫৯০ সাল:

দ্বিতীয় খসরুর (খসরু পারভেজ) পিতা ছিলেন পারস্য সম্রাট চতুর্থ হরমুজিদ (Hormizd IV), শাসনকাল ৫৭৯-৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ। পিতা চতুর্থ হরমুজিদের খুন হওয়ার পর বাইজেনটাইন সম্রাট মরিস (শাসনকাল ৫৮২-৬০২ সাল) এর সাহায্যে খসরু পারভেজ সাসানিদ (পারস্য) সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে। অতঃপর, সম্রাট মরিসের শাসনের পরিসমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বাইজেনটাইনদের সঙ্গে সাসানিদদের সম্পর্ক ছিলো বন্ধুত্বপূর্ণ।

৬০২ সাল:

এক সামরিক ক্যু'র মাধ্যমে সম্রাট মরিস-কে (৫৩৯-৬০২ সাল) হত্যা করে ৬০২ সালে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের শাসনভার দখল করেন সম্রাট 'ফোকাস (Phocas)'। এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে ফোকাসের বিরুদ্ধে সম্রাট খসরু পারভেজ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নতুন করে শুরু হয় বাইজেনটাইন সম্রাটদের সঙ্গে সাসানিদদের একের পর এক যুদ্ধবিগ্রহ, যা ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৬১০ সাল:

সম্রাট 'ফোকাস'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাকে হত্যা করে হিরাক্লিয়াস ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের শাসনভার দখল করেন। ক্ষমতা দখলের পর হিরাক্লিয়াস

সাসানিদদের সঙ্গে যুদ্ধ-বন্ধ ও সন্ধির উদ্দেশ্যে সম্রাট খসরুর দরবারে তার কিছু প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্তু খসরু তার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও বলেন,

"ঐ সাম্রাজ্যের মালিক হলাম আমি, আমি মরিস পুত্র থিওডোসিয়াস-কে (Theodosius) তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাবো। সে (হিরাক্লিয়াস) আমাদের হুকুম ছাড়া ক্ষমতা দখল করে এখন আমাদেরকে আমাদেরই সম্পদ উপহার দিতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি তাকে আমার নাগালের কাছে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থামবো না।"

অতঃপর খসরু হিরাক্লিয়াসের পাঠানো প্রতিনিধিদের হত্যা করেন।

৬১৩ সাল:

৬০৮ থেকে ৬১৩ সাল সময়ের মধ্যে সাসানিদরা একের পর এক দখল করে নেন বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দারা (Dara), আমিদা (Amida), এডিসা (Edesa), হিরাপোলিস (Hierapolis), আলেপ্পো (Aleppo), আপামিয়া (Apamea), সিসারিয়া (Caesarea), দামেস্ক (Damascus) ও আশেপাশের অন্যান্য সমস্ত শহরগুলো।

৬১৪ সাল:

সম্রাট খসরু তার শারবারায (Shahrbaraz) নামের এক জেনারেলের নেতৃত্বে দামেস্ক ও জেরুজালেম অবরোধ ও দখল করেন। অতঃপর তিনি সেখানকার খ্রিষ্টানদের ওপর চালান হত্যা যজ্ঞ, তাদের গির্জাগুলো দেন পুড়িয়ে, ভূলুণ্ঠিত করেন তাদের ধর্মীয় প্রতীক বিশুদ্ধ-ক্রস (True Cross) ও তা নিয়ে আসেন পারস্যে।

৬১৬ সাল:

সাসানিদরা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন ৬১৬ সালে ও ৬১৯ সালের মধ্যে তারা সমগ্র মিশর (ইথিওপিয়ার সীমানা পর্যন্ত) দখল করে নেন।

৬২২-৬২৩ সাল:

সাসানিদরা রোদিস (Rhodes) দ্বীপ ও পূর্ব এজিয়ান সমুদ্রে (Aegean Sea) অবস্থিত অন্যান্য দ্বীপগুলো দখল করে নেন ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শহরের (বর্তমান ইস্তাম্বুল) ওপর হামলার হুমকি প্রদান করেন। হিরাক্লিয়াস এর অবস্থা এতটায় বেগতিক হয়ে ওঠে যে তিনি তার শাসন কার্যালয় গুলো কনস্টান্টিনোপল থেকে সড়িয়ে আফ্রিকার কার্থেজ ('Carthage'- যার অবস্থান ছিলো বর্তমান তিউনিসিয়ার লেক তিউনিস এর পূর্ব প্রান্তে) শহরে স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা করেন।

এতকিছুর পরও সাসানিদরা বাইজেনটাইনদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে পারেননি। সম্রাট 'ফোকাস'-কে হত্যা করে ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ার দশ বছর পর সম্রাট হিরাক্লিয়াস (শাসনকাল ৬১০-৬৪১ সাল) নতুন করে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন ও সামরিক শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হন। যদিও ৬২২ সালে সাসানিদরা এজিয়ান সমুদ্র ও তার দ্বীপগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো, তাদেরকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে হিরাক্লিয়াস এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৬২৪ সাল:

৬২৪ সালে হিরাক্লিয়াস পারস্যের উত্তর আদুরবাদাগান (Adurbadagan) প্রদেশ (বর্তমান ইরানের আজারবাইজান প্রদেশ) অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানে তিনি খসরু শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ফারুক হুরমুযিদ (Farrukh Hormizd) ও রুস্তম ফারুকযাদ (Rostam Farrokhzad) এর দ্বারা আমন্ত্রিত হন। হিরাক্লিয়াস সেখানকার বেশ কিছু শহর ও মন্দির দখল করেন।

এই একই বছর তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী সমুদ্রপথে কৃষ্ণ সাগরের (black sea) ভেতর দিয়ে যাত্রা করান, তারা আরমানিয়ান অঞ্চলে অবতরণ করে। অতঃপর তারা পেছন দিক থেকে পারস্যের ওপর হামলা চালান, ইতিহাসে যা **'বাইজেনটাইনের ক্রুসেড** (Byzantine Crusade)' নামে আখ্যায়িত। সাসানিদ সেনাবাহিনীর সদস্যরা

যেহেতু এনাটোলিয়া (বর্তমান তুরস্ক) থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিলো, এই অপ্রত্যাশিত হামলা মোকাবিলা করার প্রস্তুতি তাদের ছিলো না। হিরাক্লিয়াসের এই হামলাটি সাসানিদদের বিরুদ্ধে তার সামরিক বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে।

৬২৬ সাল:

পরিশেষে সাসানিদরা ৬২৬ সালে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) শহরটি অবরোধ করে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্লাভ ('Slav' -মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অধিবাসী) ও আভার ('Avar'- কাসপিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের [ককেশিয়ান] অধিবাসী) সৈন্যরা। তাদের এই অবরোধ' প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়।

৬২৭ সাল- ৬২৮ সাল:

৬২৭ সালের তৃতীয় পারস্য-তুর্কী যুদ্ধের (Perso-Turkic War) পর, হিরাক্লিয়াস 'নিনেভা যুদ্ধে (Battle of Nineveh)' সাসানিদদের পরাজিত করেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাদের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ (counterattack) শুরু করেন ও একের পর এক খসরু পারভেজের অধিকৃত অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করেন। তিনি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের (Eastern Mediterranean) বিস্তীর্ণ এলাকাগুলো ('Levant'), এনাটোলিয়ার ('Anatolia' - বর্তমান তুরস্ক) অধিকাংশ অঞ্চল, কৃষ্ণ সাগর ও কাসপিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ('Caucasus") ও মিশর বিজয় সমাপ্ত করেন।

হিরাক্লিয়াস পরাস্ত করেন আরমেনিয়া (সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী 'ককেশিয়া' [Caucasus] অঞ্চল) অঞ্চলের খসরু সেনাবাহিনীদের, আর অন্যদিকে তার ভাই থিওডোরাস (Theodorus) পরাস্ত করেন পশ্চিম অঞ্চলে খসরুর দ্বিতীয় সেনাবাহিনীদের। সাসানিদ, স্লাভ ও আভার সম্মিলিত বাহিনীর **'কনস্ট্যান্টিনোপোল অবরোধ'** প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়।

পরাজিত সাসানিদরা ৬২৮ সালের শেষ দিকে এনাটোলিয়া থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেন।

পরিশেষে হিরাক্লিয়াস টাইগ্রিস নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সাসানিদ সাম্রাজ্যের রাজধানী টেসিফোন শহর আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ('Ctesiphon' - যার অবস্থান ছিল বর্তমান বাগদাদ শহর থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে)। সম্রাট খসরু পারভেজ তাকে কোনোরূপ বাধা প্রদানের চেষ্টা ছাড়াই টেসিফোনের নিকটবর্তী তার প্রিয় দাস্তাগার্ড (Dastagird) রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান। হিরাক্লিয়াস দাস্তাগার্ড দখল ও লুট করেন। তিনি তাদের ধর্মীয় প্রতীক 'বিশুদ্ধ ক্রস' (True Cross) পুনরুদ্ধার করেন। যেহেতু খসরু জেরুজালেম অপবিত্র করেছিলেন, তাই তিনি তাদের পবিত্র ভূমি ক্লোরামিয়া (Clorumia), জরথুষ্ট্রের জন্মস্থান, ধ্বংস করেন ও সেখানে অবস্থিত তাদের পবিত্র অগ্নিশিখা নির্বাপিত করেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস কর্তৃক দাস্তাগার্ড দখল হওয়ার পর, ৬২৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় খসরু পুত্র দ্বিতীয় কাবাদ (Kavadh II) তার পিতাকে বন্দী করেন ও নিজেকে সাসানিদ সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসক হিসাবে ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি তার পিতার অতি আদরের সন্তান মদনশাহ (Mardanshah) সহ তার সকল ভাই ও সৎ ভাইদের হত্যা করার জন্য পিরোজ খসরু (Piruz Khosrow) নামের এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন। এই ঘটনার তিন দিন পর কাবাদ তার পিতাকে হত্যা করার জন্য মিহির হরমুজিদ (Mihr Hormozd) নামের এক লোককে আদেশ করেন (পর্ব-১৬৩)। কোনো কোনো সূত্রে বলা হয় যে, তিনি তার পিতাকে তীরবিদ্ধ করে তিলে তিলে হত্যা করেছিলেন।

অতঃপর কাবাদ পারস্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাইজেনটাইনরা পুনরুদ্ধার করে তাদের সকল অঞ্চল, মুক্ত করে তাদের সকল বন্দী সেনাদের, আদায়

করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও পুনরুদ্ধার করে তাদের ধর্মীয় 'বিশুদ্ধ ক্রস' ও অন্যান্য পবিত্র স্মরণ-চিহ্ন, যা তারা ৬১৪ সালে হারিয়েছিল জেরুজালেমে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন কনস্টান্টিনোপল। আর অন্যদিকে সাসানিদ সাম্রাজ্যের যে মহিমা ও অর্জন দশ বছর আগে পৌঁছেছিল, তা তলিয়ে যায় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায়।

এটিই ছিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য (৩৩০-১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) ও সাসানিদ সাম্রাজ্যের (২২৪-৬৫১ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ। তাদের মধ্যে এতগুলো বছরের বহুসংখ্যক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অসংখ্য হতাহতের বিনিময়ে কোনো পক্ষই লাভবান হতে পারেনি। যুদ্ধে উভয় পক্ষই এতটায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, ভবিষ্যতের আগ্রাসী আরব শক্তির মোকাবিলা করার সামর্থ্য তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

অন্যদিকে, মুহাম্মদের নেতৃত্বে "আগ্রাসী আরব শক্তির" দ্রুত উত্থান:

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মদিনায় হিজরত করেন সেপ্টেম্বর ২৪, ৬২২ সালে (পর্ব-২৮)। অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারীদের সহায়তায় "ধর্মের নামে" এক শক্তিশালী আগ্রাসী বাহিনী গঠন করেন। তাদের সেই আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' শিরোনামে গত একশত সাঁইত্রিশটি পর্বে করা হয়েছে। ৬২২ সাল থেকে ৬২৮ সাল পর্যন্ত যখন বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ একে অপরের বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর লড়াইয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে চলেছেন, মুহাম্মদের নেতৃত্বে 'আগ্রাসী আরব শক্তির' শক্তিমত্তা গত ছয়টি বছরে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মুহাম্মদ এখন এই দুই সাম্রাজ্যের অধিপতিদের ও 'চিঠি-হুমকি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন!

প্রশ্ন হলো,

"ধর্মের নামে" মুহাম্মদের এই যে সামরিক শক্তির উত্থান, সে বিষয়ে কী বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) শাসক নাদজাসি (নাজ্জাসী), আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিস

- অর্থাৎ মুহাম্মদ তাঁর সমসাময়িক ও চারিপাশের অবিশ্বাসী শাসকদের কাছে যে সমস্ত চিঠি-হুমকি পাঠিয়েছিলেন (পর্ব-১৬১), তাদের কেউই মুহাম্মদের নেতৃত্বে এই নব্য আগ্রাসী আরব সামরিক শক্তির উত্থান বিষয়ে কোনোকিছুই জানতেন না, এমন সম্ভাবনা কতটুকু?

মক্কা-মদিনা থেকে সামান্য দূরে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী বর্তমান ইস্তাম্বুলে বসবাসকারী সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও তার সামরিক জান্তা ও উপদেষ্টারা, বাগদাদের অতি নিকটে সাসানিদ সাম্রাজ্যের রাজধানী 'টেসিফোন' শহরে বসবাসকারী সম্রাট খসরু পারভেজ ও তার সামরিক জান্তা ও উপদেষ্টারা, পাশেই মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বসবাসকারী আল-মুকাওকিস ও তার পরিষদবর্গ, একটু দুরেই বর্তমান ইথিওপিয়ায় বসবাসকারী রাজা নাজ্জাসী এদের কেউই গত ছয়টি বছরে (৬২২-৬২৮) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত বদর যুদ্ধ ও তার ফলাফল (পর্ব: ৩০-৪৩), ও ওহুদ যুদ্ধ (পর্ব: ৫৪-৭১), ও খন্দক যুদ্ধ (পর্ব: ৭৭-৮৬), অতঃপর বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যা (পর্ব: ৮৭- ৯৫), কিংবা খায়বার যুদ্ধ ও তার ফলাফল (পর্ব: ১৩০-১৫২), অতঃপর ফাদাক আগ্রাসন (পর্ব: ১৫৩- ১৫৮); ইত্যাদি লড়াই ও সংঘর্ষের বিষয়ে তারা কোনো খোঁজ খবরই রাখতেন না, এমন যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য? হিরাক্লিয়াস, খসরু, নাদজাসি, আল-মুকাওকিস প্রমুখ শাসকদের এতটা 'গবেট' ভাবার কোন কারণ আছে কি?

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[33] কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ইন্টারনেট আর্টিক্যাল:

Sassanids vs Byzantines

http://www.allempires.com/article/index.php?q=sassanids_byzantines

Chronology of Iranian History Part

http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1

Timeline of the Sasanian Empire

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Sasanian_Empire

Khosrow II https://en.wikipedia.org/wiki/Khosrow_II

১৬৫: চিঠি-হুমকি-৪: হিরাক্লিয়াস এর স্বপ্ন-দর্শন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ঊনচল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ঘটনাবহুল নবী জীবনের যে-সময়টিতে পারস্য সম্রাট (কিসরা/খসরু) পারভেজ, বাইজেনটাইন সম্রাট (সিজার) হিরাক্লিয়াস, আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাসী ও অন্যান্য আরব শাসনকর্তাদের কাছে চিঠি-হুমকি প্রেরণ করেছিলেন, সেই সময়টিতে সম্রাট পারভেজ ও হিরাক্লিয়াসের মধ্যে যে প্রাণান্তকর লড়াই অব্যাহত ছিলো, তার সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছিলো; এই যুদ্ধের ফলাফল কী ও কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল; নিজ সন্তান দ্বিতীয় কাবাদ শেরোয়ার মাধ্যমে খসরু পারভেজ ও তার অন্যান্য সন্তানরা কী ভয়াবহ করুণ পরিণতির শিকার হয়েছিলেন; বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট পারভেজ যখন একে অপরের বিরুদ্ধে বহু বছরব্যাপী (৬১০-৬২৮ সাল) প্রাণান্তকর লড়াইয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে চলেছেন, তখন মুহাম্মদের নেতৃত্বে **'ধর্মের নামে আগ্রাসী আরব শক্তির'** শক্তিমত্তা কীরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিলো - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [34] [35]

পূর্ব প্রকাশিতের পর:

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < ইবনে শিহাব আল-যুহরি < উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ < আবদুল্লাহ বিন আব্বাস < **আবু সুফিয়ান বিন হারব হইতে বর্ণিত**, তিনি বলেছেন:

'আমরা ছিলাম বণিক সম্প্রদায়ের লোকজন। আমাদের ও আল্লাহর নবীর মধ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে আমাদের বাণিজ্য-যাত্রা হয়েছিল ব্যাহত [পর্ব-২৯], যার ফলে আমাদের সম্পদ হয়েছিলো নিঃশেষিত। আমাদের ও আল্লাহর নবীর মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর [পর্ব-১২২], আমাদের আশঙ্কা ছিলো এই যে, হয়তো আর আমাদের নিরাপত্তা মিলবে না ('After the truce between us and the Messenger of God, we feared that we might not encounter security'- এই বাক্যের যৌক্তিক অর্থ হলো, আবু সুফিয়ান আশঙ্কা করেছিলেন যে সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হবে)। [36]

আমি একদল কুরাইশ বণিকদের সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানটি ছিল 'গাজা (Gaza)', আর হিরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে পারসিকরা ছিলো, তাদের বিরুদ্ধে তার বিজয় অর্জনের সময়টিতে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। তিনি তাদেরকে বিতাড়িত করেন ও যে 'বিশুদ্ধ-ক্রস (Great Cross)' টি তারা অপহরণ করে এনেছিলো, তিনি তাদের কাছ থেকে তা পুনরুদ্ধার করেন [পর্ব-১৬৪]। [37]

তাদের বিরুদ্ধে তার এই বিজয় অর্জন সম্পন্ন করার পর ও তাদের কাছ থেকে এই 'বিশুদ্ধ ক্রস-টির (True Cross)' পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার পর (তিনি **'হিমস** এ অবস্থান করছিলেন), তিনি তা পুনরুদ্ধারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাকে প্রার্থনা করার নিমিত্তে তিনি জেরুজালেমের ('বায়তুল মুকাদ্দাস') উদ্দেশে পদব্রজে রওনা হোন। তার জন্য বিছানো হয় গালিচা ও তাতে ছড়ানো হয় সুগন্ধি। [38]

জেরুজালেমে পৌঁছা ও সেখানে তার প্রার্থনা কর্ম সম্পন্ন করার পর একদা প্রত্যুষে তিনি অস্থির অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে ওঠেন, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন - তখন তার সঙ্গে ছিল তার সামরিক কমান্ডাররা ও রোমানদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তার সামরিক কমান্ডাররা তাকে বলেন, "ঈশ্বরের কসম, হে মহারাজ, আজ সকালে আপনি অস্থির অবস্থায় ঘুম থেকে জেগেছেন।" তিনি জবাবে বলেন, "হ্যাঁ, গত রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন (খৎনা) প্রথা পালনকারী রাজ্য হবে বিজয়ী (I was shown in a dream last night that the kingdom of the circumcision will be victorious)।"

তারা তাকে বলে, "মহারাজ, ইহুদিরা ছাড়া এমন কোন রাজ্যের খবর আমরা জানি না, যারা খৎনা (circumcision) প্রথা পালন করে, আর তারা আপনার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের অধীন। আপনার সাম্রাজ্যের ভেতরে আপনার অধীনস্থ সকল শাসকের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে, তারা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল ইহুদিদের হত্যা করে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।"

আল্লাহর কসম, যে মুহূর্তে তারা এই প্রস্তাবটি নিয়ে বিতর্ক করছিলো, বসরার শাসনকর্তার [পর্ব-১৬১] পাঠানো বার্তাবাহক এক 'আরব' কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হয় [39] - রাজারা একে অপরের কাছে এ ভাবেই তাদের খবর আদান প্রদান করতেন - ও বলে,

"মহারাজ, এই লোকটি হলো এক 'আরব', ভেড়া ও উটের দেশের লোক, সে তার এলাকার এক বিস্ময়কর ঘটনার বিষয়ে আপনার কাছে এক বিবরণী পেশ করবে। আপনি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন।"

বসরার শাসনকর্তার বার্তাবাহকটি যখন ঐ লোকটিকে হিরাক্লিয়াসের কাছে হাজির করে, পরের জন তার দোভাষীকে বলে, "তার এলাকায় কী ঘটনা ঘটেছে, তা তাকে জিজ্ঞাসা করো।" অতঃপর সে তাকে তা জিজ্ঞাসা করে, আর লোকটি বলে,

"আমাদের মধ্যে এক লোক আবির্ভূত হয়েছে, যে নিজেকে নবী বলে দাবী করছে। কিছু লোক তাকে অনুসরণ করছে ও তাকে বিশ্বাস করছে; অন্যরা তার বিরোধিতা করছে, আর তাদের মধ্যে বহু স্থানে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই ছিল তাদের অবস্থা যখন আমি তাদের কাছ থেকে চলে আসি।"

সে তার বিবরণীটি হিরাক্লিয়াসের কাছে পেশ করার পর, পরের জন বলেন, *"তাকে উলঙ্গ করো!" তারা তাকে উলঙ্গ করে ও দেখে যে, তার খৎনা করা হয়েছে। হিরাক্লিয়াস বলেন,"ঈশ্বরের কসম, এটিই, যা আমাকে দেখানো হয়েছে (স্বপ্নে); সেটি নয় যা তুমি আমাকে বলেছ! তাকে তার পোশাকগুলো দিয়ে দাও ও তাকে যেতে দাও!"--------*

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [40]
সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ৬

[এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ]
'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত: আবু সুফিয়ান ইবনে হারব আমাকে জানিয়েছেন যে যখন তিনি কুরাইশদের এক কাফেলার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন তখন হিরাক্লিয়াস তার কাছে এক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলেন। তারা ছিলেন বণিক ও তারা শাম দেশে (সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লেবানন ও জর্ডান) বাণিজ্য করছিলেন, সময়টি ছিল তখন, যখন আল্লাহর নবী এবং আবু সুফিয়ান ও কাফের কুরাইশদের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। ----

উপকথক (Sub narrator) যা যোগ করেছেন তা হলো: "ইবনে আন-নাতুর ছিলেন ইলাইয়া (জেরুজালেম) এর গভর্নর ও হিরাক্লিয়াস ছিলেন শাম দেশের খ্রিষ্টান শাসক। ইবনে আন-নাতুর হইতে বর্ণিত আছে যে একদা যখন হিরাক্লিয়াস ইলাইয়া ('ilya') পরিদর্শন করছিলেন, তিনি বিষণ্ণ চিত্তে প্রত্যূষে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তাঁর কিছু পুরোহিত তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে, কী কারণে তার এমন মেজাজ?

হিরাক্লিয়াস ছিলেন একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষী। তিনি জবাবে বলেন, 'রাত্রিকালে যখন আমি আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছিলাম, আমি দেখলাম যে, যারা খৎনা প্রথা পালন করে, তাদের প্রধানের আগমন ঘটেছে (যে হবে বিজয়ী)। কোন সেই লোকেরা যারা খৎনা প্রথা পালন করে?'

লোকেরা জবাবে বলে, 'ইহুদিরা ছাড়া আর কেউই খৎনা প্রথা পালন করে না, সুতরাং তাদের (ইহুদিদের) কাছ থেকে আপনার ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনি কেবল এই হুকুমটি জারি করুন যে, রাজ্যের সকল ইহুদিকে যেন হত্যা করা হয়।'

যখন তারা এই আলোচনাটি করছিল, ঘাসানিদ শাসনকর্তার প্রেরিত বার্তাবাহক কে ভিতরে নিয়ে আসা হয়, যাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর নবীর চিঠিটি হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। খবরটি শোনার পর, তিনি (হিরাক্লিয়াস) তাঁর লোকদের এই আদেশ করেন যে, তারা যেন ঘাসানিদ শাসকের প্রেরিত বার্তাবাহকটিকে পরীক্ষা করে দেখে যে, তার খৎনা করা হয়েছে কি না। তাকে পরীক্ষা করার পর লোকেরা হিরাক্লিয়াস-কে বলে যে, তার খৎনা করা হয়েছে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাকে আরবদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। বার্তাবাহক জবাবে বলে, 'আরবরাও খৎনা প্রথা পালন করে।' ---

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির প্রাক্কালেই আবু সুফিয়ান ধারণা করেছিলেন যে, মুহাম্মদ তাঁর এই চুক্তি ভঙ্গ করবেন, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, মুহাম্মদ তাঁদেরকে আর কখনো নিরাপদে থাকতে দেবেন না। তাঁর এই আশংকা যে মিথ্যা ছিলো না, তা মুহাম্মদের স্বরচিত 'কুরান' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার (মার্চ, ৬২৮ সাল) পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত (মার্চ, ৬৩০ সাল) এই দুই বছর সময়ে মুহাম্মদ কম পক্ষে পাঁচবার হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা 'হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ (১২৫-১২৯)' পর্বে করা হয়েছে।

গত পর্বের আলোচনা শেষে প্রশ্ন ছিল:

"গত ছয়টি বছরে (৬২২-৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) ধর্মের নামে মুহাম্মদের নেতৃত্বে এই নব্য আগ্রাসী আরব শক্তির উত্থান ও তাদের সংঘটিত বদর যুদ্ধ ও তার ফলাফল, ও ওহুদ যুদ্ধ, ও খন্দক যুদ্ধ, ও বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যা, ও খায়বার যুদ্ধ ও তার ফলাফল, অতঃপর ফাদাক আগ্রাসন - *ইত্যাদি সংঘর্ষের বিষয়ে ইস্তাম্বুলে বসবাসকারী সম্রাট হিরাক্লিয়াস কোন খোঁজ খবরই রাখতেন না এমন যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?"*

>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যা স্পষ্ট, তা হলো এই যে, রোমান (বাইজেনটাইন) সম্রাট হিরাক্লিয়াস কিংবা তার কোনো পরিষদবর্গ গত ছয়টি বছরে (৬২২-৬২৮ সাল) মুহাম্মদের নেতৃত্বে ধর্মের নামে আগ্রাসী নব্য আরব শক্তির উত্থান ও তাদের নৃশংস কর্মকাণ্ডের কোনো খবরাখবর রাখতেন, এমন আভাস কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। শুধু তাইই নয়, তাঁদের এই বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, হিরাক্লিয়াস ও তাঁর পরিষদবর্গ ও তাঁর পুরোহিতদের কেউই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত গত ছয়টি বছরের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ!

কিন্তু,

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করার পর, মক্কার কুরাইশ ও মুহাম্মদের মধ্যে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার (মার্চ, ৬২৮ সাল) পর, সম্রাট হিরাক্লিয়াস তা "অলৌকিকভাবে জানতে পেরেছিলেন হঠাৎ এক রাত্রিকালে!

কীভাবে?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে স্বপ্ন-দর্শন, আর ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে, আকাশের তারা গণনার মাধ্যমে সম্রাট হিরাক্লিয়াস জানতে পেরেছিলেন যে 'লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন (খৎনা) প্রথা পালনকারী জাতিই হবে 'ভবিষ্যতের বিজয়ী!"

কিন্তু,

তখন পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস কিংবা তার কোনো পরিষদবর্গ কিংবা তার পুরোহিতদের কেউই জানতেন না যে, একমাত্র ইহুদিরা ছাড়া 'লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন (খৎনা) প্রথা পালনকারী' আর কোনো জাতি পৃথিবীতে আছে নাকি নেই!

অতঃপর,

হিরাক্লিয়াস তা 'সুনির্দিষ্টভাবে' জানতে পেরেছিলেন বসরার শাসনকর্তার পাঠানো বার্তাবাহক মারফত তার দরবারে নিয়ে আসা "এক 'আরব' লোকের খৎনা-করা যৌনাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করার পর!"

অন্যদিকে,

ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) ও ইমাম তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল) তাঁদের হাদিস গ্রন্থে আবু-সুফিয়ানের এই উপাখ্যানের বর্ণনায় [সহি মুসলিম: বই ০১৯, হাদিস ৪৩৮০ ও সহি তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭)] হিরাক্লিয়াসের এই অলৌকিক স্বপ্নদর্শন বা আকাশের তারা গণনার মাধ্যমে 'লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন-প্রথা পালনকারী জাতির ভবিষ্যতের বিজয়ী হওয়া বিষয়টির ব্যাপারে কোনোকিছুই উল্লেখ করেননি!

কী কারণে তাঁরা তা উল্লেখ করেননি, তা নিশ্চিতভাবে জানা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু, আজ একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই স্বর্ণযুগে যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো 'স্বপ্ন দর্শন কিংবা আকাশের তারা গণনার মাধ্যমে 'লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন (খৎনা) প্রথা পালনকারী জাতির বিজয়ী হওয়ার সংবাদ জানা যায়, এমন দাবি একেবারেই উদ্ভট ও হাস্যকর!' সে কারণেই, বোধ করি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজী তাঁদের হাদিস গ্রন্থে এই উদ্ভট ও হাস্যকর বিষয়ের কোনো উল্লেখই করেননি!

কী কারণে ইসলামের সকল ইতিহাস ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট, একপেশে ও মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ, তার আলোচনা 'সিরাত রাসুল আল্লাহ ও ইবনে ইশাক (পর্ব: ৪৪)' পর্বে করা হয়েছে। এই পক্ষপাতদুষ্ট ও একপেশে ইতিহাস থেকে সত্যকে আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ, গবেষণাধর্মী ও সময়সাপেক্ষ প্রচেষ্টা, কিন্তু কী কারণে তা কখনোই অর্থহীন নয়, তার আলোচনাও 'নবী গৌরব ধূলিসাৎ (পর্ব-৬৯)!' পর্বে করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[34] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৯৯-১০২

[35] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৪

[36] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৩৫:

"---The sense of this passage and of the similarly worded one at page 103, is that Abu Sufyan feared a possible violation of the truce."

[37] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৩৬:

"-----৬২৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই হিরাক্লিয়াস তার বিজয় অর্জন সম্পন্ন করেন, কিন্তু ৬২৯ সালের জুন মাসের আগে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের এলাকাগুলো থেকে পারস্য সৈন্য প্রত্যাহার সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয় না। ৬২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিরাক্লিয়াস বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপল [বর্তমান ইস্তাম্বুল] শহরে প্রবেশ করেন, আর ৬৩০ সালের মার্চ মাসে তিনি জেরুজালেমে 'বিশুদ্ধ ক্রস' পুনরায় স্থাপন করেন।"

[38] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৩৭:

"Hims/Emesa - দামেস্ক ও আলেপ্পোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সিরিয়ায় একটি স্থান।"

[39] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৪০ (৪২৩):

“--তার নাম ছিল শামির (Shamir), বানু ঘাসান (Ghassan) গোত্রের শাসক। ঘাসানিদরা ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সম্প্রদায় যারা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধীন বানটা ঘাসান নামের এক আরব উপজাতীয় রাজ্য শাসন করতেন, যার রাজধানী ছিল সিরিয়ার বসরায়’ (পর্ব-১৬১)।"

[40] সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ৬: এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

‘Narated By 'Abdullah bin 'Abbas: Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraish. They were merchants doing business in Sham (Syria, Palestine, Lebanon and Jordan), at the time when Allah's Apostle had truce with Abu Sufyan and Quraish infidels.

------The sub narrator adds, "Ibn An-Natur was the Governor of llya' (Jerusalem) and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn An-Natur narrates that once while Heraclius was visiting ilya' (Jerusalem), he got up in the morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that mood? Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, 'At night when I looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared (become the conqueror). Who are they who practice circumcision?' The people replied, 'Except the Jews nobody practices circumcision, so you should not be afraid of them (Jews).' Just Issue orders to kill every Jew present in the country.' While they were discussing it, a messenger sent by the king of Ghassan to convey the news of Allah's Apostle to Heraclius was brought in. Having heard the news, he (Heraclius) ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the Arabs. The messenger replied, 'Arabs also practice circumcision.' (After hearing that) Heraclius remarked that sovereignty of the 'Arabs had appeared.’-----

১৬৬: চিঠি-হুমকি-৫: শঙ্কিত হিরাক্লিয়াস!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত চল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মদিনায় স্বেচ্ছানির্বাসন-পরবর্তী ছয়টি বছরে (৬২২-৬২৮ সাল) যে "ধর্মের নামে আগ্রাসী আরব শক্তির উত্থান" ঘটিয়েছিলেন, তা কী উপায়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস জানতে পেরেছিলেন বলে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তার বিস্তারিত আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [41] [42]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৬৫) পর:

'অতঃপর হিরাক্লিয়াস তার পুলিশ-প্রধানকে ডেকে পাঠান ও তাকে বলেন, "আমার জন্য তুমি সিরিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকো, যতক্ষণে না তুমি এই লোকটির এলাকার কোনো লোককে আমার কাছে হাজির করতে পারো (Turn Syria upside down for me, until you bring me someone from the people of this man)" - অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নবীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

আল্লাহর কসম, আমরা তখন গাজায়, তার পুলিশ-প্রধান আমাদের ওপর চড়াও হয় ও বলে, "তোমরা কি হিজাজের এই লোকটির এলাকার লোকদের কেউ?" আমরা

বলি, "হ্যাঁ।" সে বলে, "আমাদের সাথে সম্রাটের কাছে চলো!" তাই, আমারা তার সাথে যাত্রা শুরু করি। যখন আমরা সম্রাটের কাছে এসে হাজির হই, তিনি বলেন, "তোমরা কি এই লোকটির স্বজাতীয়দের কেউ?" আমরা বলি, "হ্যাঁ।"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের মধ্যে কে এই লোকটির সাথে আত্মীয়তা সূত্রে সবচেয়ে বেশী নিকটস্থ?" বললাম, "আমি।" আল্লাহর কসম, আমি কখনোই এর আগে এমন কোনো বিধর্মী (খৎনাবিহীন) লোককে দেখিনি, যাকে আমি এই লোকটির চেয়ে বেশী বিচক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করতে পারি - অর্থাৎ, হিরাক্লিয়াস।

তিনি বলেন, "তাকে আমার নিকটে নিয়ে এসো।" তিনি আমাকে তাঁর সম্মুখে বসান, আর আমার সহচরদের বসান আমার পিছনে; অতঃপর তিনি বলেন: "আমি তাকে প্রশ্ন করবো। যদি সে মিথ্যা বলে, তাকে খণ্ডন করবে।"

আল্লাহর কসম, যদি আমি মিথ্যাও বলতাম, তারা আমাকে খণ্ডন করতো না; তথাপি, আমি ছিলাম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এতই উচ্চবংশজাত যে, মিথ্যা বলা আমার সাজে না। এ ছাড়াও আমি জানতাম যে, যদি আমি মিথ্যা বলি, অন্ততপক্ষে ব্যাপারটি যা হবে, তা হলো এই যে, আমার সম্বন্ধে এই বিষয়ে তারা আমার বিপক্ষে বলাবলি করবে; তাই আমি তাকে মিথ্যা বলিনি।

হিরাক্লিয়াস বলেন, "আমাকে এই লোকটি সম্পর্কে বলো, যে তোমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়ে দাবিগুলো করছে।" আমি তার কাছে তার গুরুত্ব কমিয়ে বলা ও তাকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলা শুরু করি। আমি বলি, "হে সম্রাট, "তার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করবেন না। তাঁর গুরুত্ব এত কম যে, তার প্রভাব আপনার ওপর বর্তাবে না।" আমার এই কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বলেন, "তার সম্পর্কে আমি যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, তুমি তার জবাব দেবে।" আমি বলি, "জিজ্ঞাসা করুন, যা আপনার ইচ্ছা।"

তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে কী তার **বংশ পরিচয়**?" আমি বলি, "বিশুদ্ধ - আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "বলো, তার বংশের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, সে যা বলছে সেরূপ আগে কখনো তা বলেছে, যাতে এমন হতে পারে যে সে তা অনুকরণ করছে?" আমি বলি, "না।"

তিনি বলেন, "তোমাদের ওপর তার কি কোনো **কর্তৃত্ব** করার অধিকার ছিল, যে কারণে তোমরা পরে তাকে বেইজ্জতি করেছো, আর সে কারণেই সে এই বক্তৃতাগুলো শুরু করেছে এই অভিপ্রায়ে যে, তোমরা তাকে তার কর্তৃত্বের অধিকার ফিরিয়ে দেবে?" আমি বলি, "না।"

তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে লোকগুলো **তার অনুসারী**, তাদের সম্পর্কে বলো; তারা কারা?" আমি বলি, "দুর্বল, দরিদ্র, তরুণ ছেলে ও নারীরা। যে লোকগুলো বহু বছর যাবত সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, তাদের কেউই তার অনুসারী নন।" তিনি বলেন, "যে লোকগুলো তার অনুসারী, তাদের সম্পর্কে বলো: তারা কি তাকে ভালবাসে ও তার ওপর অবিচল থাকে, নাকি তারা তার সাথে কলহ করে ও তাকে পরিত্যাগ করে?" আমি বলি, "এমন কোনো লোক নেই যে তাকে অনুসরণ করেছে, অতঃপর তাকে পরিত্যাগ করেছে।"

তিনি বলেন, "তোমাদের ও তার মধ্যের যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সে সম্পর্কে বলো।" আমি বলি, "বিভিন্ন প্রকার - কখনও কখনও আমাদের বিরুদ্ধে সে জয়ী হয়, আর কখনও কখনও তার বিরুদ্ধে আমরা হই জয়ী।"

তিনি বলেন, "আমাকে বলো, সে কি বিশ্বাসঘাতকতা করে?" (এই বিষয়টি ছাড়া তিনি আমাকে তার সম্বন্ধে আর যা যা জিজ্ঞাসা করেছেন, সে ব্যাপারে আমি তার [মুহাম্মদের] চরিত্র সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত বিরূপ মন্তব্য প্রকাশের কারণ খুঁজে পাইনি।)

আমি বলি, "**না**; তার সঙ্গে আমরা এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ, (আর) আমরা শঙ্কিত এই ভেবে যে, সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।"

আল্লাহর কসম, আমি কী বলেছি, সে বিষয়ে হিরাক্লিয়াস কোনো মনোযোগ না দিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, "আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে কী তার বংশ পরিচয়, তুমি বলেছিলে যে তা বিশুদ্ধ, তোমাদের শ্রেষ্ঠ বংশজাতদের একটি; ঈশ্বর যখন কাউকে নবী হিসাবে মনোনীত করতে চায়, সে শুধু শ্রেষ্ঠ বংশজাতদের মধ্যে থেকে এভাবেই তাকে মনোনীত করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তার বংশে এমন কি কেউ আছে যে, সে যা বলছে সেরূপ আগে কখনো বলেছে, যাতে এমন হতে পারে যে সে তা অনুকরণ করছে; আর তুমি বলেছিলে যে, না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমাদের ওপর তার কি কোনো কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল, যে কারণে তোমরা পরে তাকে বেইজ্জতি করেছো, আর সে কারণেই সে এই বক্তৃতাগুলো শুরু করেছে এই অভিপ্রায়ে যে, তোমরা তাকে তার কর্তৃত্বের অধিকার ফিরিয়ে দেবে; আর তুমি বলেছিলে যে, না। আমি তোমাকে তার অনুসারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর তুমি বলেছিলে যে, তারা হলো দুর্বল, দরিদ্র, তরুণ ও নারীরা; প্রত্যেক যুগে যুগে নবীদের অনুসারীরা এমনটিই হয়ে এসেছে। আমি তোমাকে তার অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার অনুসারীরা কি তাকে ভালবাসে ও তার ওপর অবিচল থাকে, নাকি তারা তার সাথে কলহ করে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়; তুমি বলেছিলে যে, এমন কোনো লোক নেই, যে তাকে অনুসরণ করেছে অতঃপর তাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে; আর এ রূপটিই হলো বিশ্বাসের মাধুরী। এটি অন্তরে এ জন্য প্রবেশ করে না যে, পরে তা সেখান থেকে বিদায় নেবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে কি না, তুমি বলেছিলে যে, না।

এজন্যই, তুমি যদি আমাকে তার সম্পর্কে সত্য বলে থাকো, সে নিশ্চিতই আমার পায়ের তলার এই মাটি জোরপূর্বক আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। যদি আমি তার সঙ্গে থাকতাম, তবে হয়তো আমি তার পা ধুয়ে দিতাম! তুমি তোমার ব্যবসার কাজে ফিরে যাও।" তাই, আমি তার ওখান থেকে দুই হাতে একত্রে তালি বাজাতে বাজাতে চলে আসি, আর বলি, "হে ঈশ্বর উপাসক, **'আবু কাবশাহ পুত্র'**-এর ব্যাপারটি এতই সংকটজনক হয়ে উঠেছে। এখন তার ভয়ে গ্রীক সম্রাটরা তাদের রাজ্যের সিরিয়া এলাকায় ভীত-সন্ত্রস্ত।"' ---- [43]

(---- And so, if you have told me the truth about him he shall surely wrest from me this very ground under my feet. Would that I were with him that I might wash his feet! Depart to your business!" So, I left his presence, clapping my hands together and saying, "0 worshipers of God, the affair of the son of Abu Kabshah has become serious. Now the kings of the Greeks fear him in their domain in Syria!"----)

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) ও ইমাম তিরমিজীর (৮২৪-৮৯২ সাল) বর্ণনা: [44] [45] [46]

আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে 'আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের বর্ণনার ভিত্তিতে এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ৬), ও ইমাম মুসলিম (সহি মুসলিম: বই ০১৯, হাদিস ৪৩৮০) ও ইমাম তিরমিজী (সহি তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ [০৮৭]) তাঁদের নিজ নিজ হাদিস গ্রন্থে এই উপাখ্যানের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ওপরে বর্ণিত আল-তাবারী <ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক <ইবনে শিহাব আল-যুহরি < উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ < আবদুল্লাহ বিন আব্বাস < আবু সুফিয়ান বিন হারব হইতে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ।

পার্থক্য এই যে:

(১) ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজী তাঁদের বর্ণনায় যা উল্লেখ করেছেন, তা হলো এই যে, হিরাক্লিয়াস তার দরবারে আবু সুফিয়ান-কে তলব করেছিলেন দিহায়া বিন কালবি > বসরার শাসনকর্তা > বসরার শাসনকর্তার বার্তাবাহক মারফত মুহাম্মদের 'চিঠি-হুমকি'-টি হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছানো ও তা পাঠ করার পর। অন্যদিকে, ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে, হিরাক্লিয়াস তার দরবারে আবু সুফিয়ান-কে তলব করেছিলেন মুহাম্মদের 'চিঠি-হুমকি'-টি পাওয়ার আগে, মুহাম্মদ সম্পর্কে তার হঠাৎ অলৌকিক 'স্বপ্ন দর্শন' ঘটনার পর; অতঃপর তিনি পেয়েছিলেন মুহাম্মদের চিঠি-হুমকিটি!

(২) ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে (ইমাম মুসলিমের বর্ণনা ইমাম বুখারীর বর্ণনারই অনুরূপ) মুহাম্মদের চিঠি-হুমকিটি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ান-কে তার দরবারে হাজির করে এক দোভাষীর মারফত মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তখন সেই দরবারে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার সকল প্রবীণ বিশিষ্টজনেরা। অতঃপর আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথন ও ভাষণ শেষে যখন তিনি মুহাম্মদের সেই চিঠিটি তার দরবারের লোকদের পড়ে শোনান, তখন সেখানে ভীষণ চিৎকার ও শোরগোল শুরু হয়ে যায়; যে কারণে আবু সুফিয়ান ও তাঁর সহচরদের নিয়ে রাজদরবার ত্যাগ করেন ও তাঁর সঙ্গীদের বলেন, "--- 'ইবনে আবু কাবশাহ (আল্লাহর নবী মুহাম্মদ)' এর ব্যাপারটি এতই প্রকট হয়ে উঠেছে যে বানু আসফার (বাইজেনটাইন) সম্রাট পর্যন্ত তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"

(--- "When Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the Royal Court. So we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn-Abi-Kabsha) (the Prophet Muhammad) has become so prominent that even the King of Bani Al-Asfar (Byzantine) is afraid of him." ----)

>>> রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস "মুহাম্মদের চিঠি হুমকিটি পাওয়ার আগেই" আবু সুফিয়ান বিন হারব-কে তার দরবারে হাজির করান (ইবনে ইশাকের বর্ণনা), কিংবা তিনি তাঁকে "মুহাম্মদের চিঠি হুমকিটি পাওয়ার পর" তার দরবারে হাজির করান (ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজীর বর্ণনা); আদি উৎসের 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয় গুলো অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

(ক) হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান-কে যে মূখ্য উদ্দেশ্যে তার দরবারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা হলো, "মুহাম্মদের ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা!"

(খ) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর হিরাক্লিয়াসের ভাষণ ও বিবৃতির পর, দরবারে উপস্থিত তার পরিষদবর্গরা শুরু করেছিলেন শোরগোল ও চেঁচামেচি (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা)। এই শোরগোল ও চেঁচামেচি প্রত্যক্ষ করার পর আবু সুফিয়ানের উক্তি, "ইবনে আবু কাবশাহর ব্যাপারটি এতই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, বাইজেনটাইন সম্রাট পর্যন্ত তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।" ----

(গ) আবু সুফিয়ানের সঙ্গে ঐ অল্প সময়ের কথোপকথন ও কয়েকটি প্রশ্নের জবাব জানার মাধ্যমে "হিরাক্লিয়াস নিশ্চিতরূপে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তাকে 'চিঠি হুমকি প্রদানকারী' মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ একজন সত্য নবী!"

>>> আবু সুফিয়ান বিন হারব তাঁর সঙ্গীদের উপস্থিতিতে (যে সঙ্গীরা যদি তিনি মিথ্যাও বলেন তথাপি তাঁর বক্তব্যকে খণ্ডন করবেন না) হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নের যে জবাবগুলো দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানের প্রদত্ত সেই তথ্য-উপাত্তের সত্যতার যাচাই কখনো করেছিলেন, এমন তথ্য জানা যায় না। কিন্তু যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো - মুহাম্মদের মৃত্যুর পর নিরবচ্ছিন্ন মুহাম্মদ-

অনুসারী মুসলিম শাসন আমলের প্রায় ১১০-২০০ বছরের ও অধিক পরে (পর্ব-৪৪) সিরাত ও হাদিস গ্রন্থকারদের বর্ণিত এই উপাখ্যানে:

আবু-সুফিয়ানের বেশ কিছু জবাব, "মুহাম্মদের জবানবন্দির (কুরান)" সম্পূর্ণ বিপরীত!

উদাহরণ:

"তারা কি তাকে ভালবাসে ও তার ওপর অবিচল থাকে, নাকি তারা তার সাথে কলহ করে ও তাকে পরিত্যাগ করে?" আমি বলি, "এমন কোনো লোক নেই, যে তাকে অনুসরণ করেছে, অতঃপর তাকে পরিত্যাগ করেছে।"

>> মুহাম্মদের সকল অনুসারী যে তাঁর আদেশের ওপর অবিচল ছিলেন না, সে বিষয়ে আল্লাহর নামে "মুহাম্মদের জবানবন্দি" অত্যন্ত স্পষ্ট।

এ বিষয়ের আলোচনা "'তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা ছিলাম অসহায় (পর্ব-৪১)' - যেখানে আমরা জানতে পেরেছি যে মুহাম্মদের অনেক অনুসারী তাঁর আদেশ 'হিজরত' অমান্য করেছিলেন; 'বনি কেইনুকা গোত্র উচ্ছেদ (পর্ব-৫১), ও বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ (পর্ব-৫২)' - যেখানে আবদুল্লাহ বিন উবাই মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে এই দুই গোত্রের লোকদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন; 'ওহুদ যুদ্ধ: নবীর যুদ্ধযাত্রা (পর্ব: ৫৫)' - যেখানে আবদুল্লাহ বিন উবাই মুহাম্মদের আদেশ অমান্য করে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পথিমধ্যে থেকে তাঁর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য সহ মদিনায় ফিরে আসেন; 'ওহুদ যুদ্ধ: বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে কলা-কৌশল (পর্ব-৭০)'- যেখানে মুহাম্মদ এই যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের জন্য তাঁর অনুসারীদের দায়ী করেন; 'বানু আল-মুসতালিক হামলা (পর্ব: ৯৭-৯৮)' - যেখানে আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তাঁর সমর্থকদের বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে মদিনা প্রত্যাবর্তন-কালে সূরা মুনাফিকুন (সুরা নম্বর ৬৩) নামের এক সম্পূর্ণ সুরা রচনা করেন" - ইত্যাদি পর্বে করা হয়েছে।

এ ছাড়াও,

৩:৯০- "যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিণকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না। আর তারা হলো গোমরাহ।"

৯:৬৪-৬৬ - "মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (৬৬) ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।"

৯:৭৩-৭৪ - "হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল

১৬:১০৬ -"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।"

উদাহরণ:

"আমাকে বলো, সে কি বিশ্বাসঘাতকতা করে?" আমি বলি, "না।"

>> অবিশ্বাসীরা যে মুহাম্মদকে বিশ্বাসী মনে করতেন না, তাঁরা তাঁকে জানতেন এক "মিথ্যাবাদী, উন্মাদ ও যাদুগ্রস্ত" ব্যক্তিরূপে, তার সাক্ষ্য হয়ে আছে মুহাম্মদের স্বরচিত জবানবন্দী 'কুরান'।

এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই (পর্ব-১৮)" পর্বে করা হয়েছে। হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি বিষয়ে আবু সুফিয়ানের আশংকা ছিল সে কারণেই। তাঁর আশংকা যে অমূলক ছিল না তা মুহাম্মদ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ (১২৫-১২৯)" পর্বে করা হয়েছে।

সুতরাং,

*"তারা তাকে ভালবাসে ও তার ওপর অবিচল থাকে, তারা তার সাথে কলহ করে না ও তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায় না; কিংবা, এমন কোন লোক নাই যে তাকে অনুসরণ করেছে, অতঃপর তাকে পরিত্যাগ করেছে; কিংবা, '**অবিশ্বাসীদের সঙ্গে**' মুহাম্মদ কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই",* ইত্যাদি দাবি সত্য হলে তা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (আল্লাহ)-কেই 'মিথ্যাবাদী' প্রমাণ করে!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[41] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১০২-১০৪

[42] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৫

[43] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৪১:

'আবু কাবশাহ পুত্র - অর্থাৎ, মুহাম্মদ। মক্কার পৌত্তলিকরা কেন মুহাম্মদের ডাক নাম "আবু কাবশাহ পুত্র" রেখেছিল তার ব্যাখ্যায় সূত্র-ভেদে বিভিন্নতা আছে। বলা হয়ে থাকে যে, আবু কাবশাহ ছিলেন বানু খোজা গোত্রের এক ব্যক্তি, যিনি কুরাইশদের মূর্তি পূজার পদ্ধতি পরিহার করেন ও তার পরিবর্তে তিনি 'সূর্য সাইরাস (star Sirius)' এর পূজা করতেন। পৌত্তলিকরা মুহাম্মদ-কে "আবু কাবশাহ

পুত্র" নামে সম্বোধন করতেন এই কারণে যে মুহাম্মদ ও আবু কাবশাহর মত তাদের পূজার পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন। অন্যরা বলে যে, আবু কাবশাহ ছিল মুহাম্মদের নানা (ওহাব ইবনে আবেদ মানাফ) কিংবা তাঁর ধাত্রী-মা এর স্বামীর ডাক নাম।'

[44] সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ৬ -এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'Narated By 'Abdullah bin 'Abbas: Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraish. They were merchants doing business in Sham (Syria, Palestine, Lebanon and Jordan), at the time when Allah's Apostle had truce with Abu Sufyan and Quraish infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Heraclius at Ilya (Jerusalem). Heraclius called them in the court and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator who, translating Heraclius's question said to them, "Who amongst you is closely related to that man who claims to be a Prophet?" Abu Sufyan replied, "I am the nearest relative to him (amongst the group)."

Heraclius said, "Bring him (Abu Sufyan) close to me and make his companions stand behind him." Abu Sufyan added, Heraclius told his translator to tell my companions that he wanted to put some questions to me regarding that man (The Prophet) and that if I told a lie they (my companions) should contradict me." Abu Sufyan added, "By Allah! Had I not been afraid of my companions labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the Prophet. The first question he asked me about him was: 'What is his family status amongst you?' I replied, 'He belongs to a good (noble) family amongst us.' Heraclius further asked, 'Has anybody amongst you ever claimed the same (i.e. to be a Prophet) before him?'I replied, 'No.'He said, 'Was anybody amongst his ancestors a king? 'I replied, 'No.'Heraclius asked, 'Do the nobles or the poor follow him?' I replied, 'It is the poor who follow him.'He said, 'Are his followers increasing decreasing (day by day)?' I replied, 'They are increasing.' He then asked, 'Does anybody amongst those who embrace his religion become displeased and renounce the religion afterwards?' I replied, 'No.'

Heraclius said, 'Have you ever accused him of telling lies before his claim (to be a Prophet)?' I replied, 'No. 'Heraclius said, 'Does he break his promises?' I replied, 'No. We are at truce with him but we do not know what he will do in it.' I could not find opportunity to say anything against him except that. Heraclius asked, 'Have you ever had a war with him?'I replied, 'Yes.' Then he said, 'What was the outcome of the battles?'I replied, 'Sometimes he was victorious and sometimes we.' Heraclius said, 'What does he order you to do?' I said, 'He tells us to worship Allah and Allah alone and not to worship anything along with Him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us to pray, to speak the truth, to be chaste and to keep good relations with our Kith and kin.' --

------- If what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet and I knew it (from the scriptures) that he was going to appear but I did not know that he would be from you, and if I could reach him definitely, I would go immediately to meet him and if I were with him, I would certainly wash his feet.' ------- Abu Sufyan then added, "When Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the Royal Court. So we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn-Abi-Kabsha) (the Prophet Muhammad) has become so prominent that even the King of Bani Al-Asfar (Byzantine) is afraid of him. Then I started to become sure that he (the Prophet) would be the conqueror in the near future till I embraced Islam (i.e. Allah guided me to it)." -------

[45] সহি মুসলিম: বই ০১৯, হাদিস ৪৩৮০

'------ Accordingly, we left, (Addressing my companions) while we were coming out (of the place). I said: Ibn Abu Kabsha (referring sarcastically to the Holy Prophet) has come to wield a great power. Lo! (even) the king of the Romans is afraid of him.' ----

[46] সহি তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭)

১৬৭: চিঠি-হুমকি - ৬: সংকটে হিরাক্লিয়াস - ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত একচল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর যে চিঠিটি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি নামের তাঁর এক অনুসারীকে বসরার শাসনকর্তা ঘাসানিদ গোত্র প্রধান শামির (Shamir) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেই চিঠিটি বসরার শাসনকর্তার এক পত্রবাহক মারফত সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছার সময়টিতে সম্রাট হিরাক্লিয়াস কী উদ্দেশ্যে বাণিজ্য-কর্মে তখন সিরিয়ায় অবস্থিত কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও তাঁর সঙ্গীদের তার দরবারে ধরে নিয়ে এসেছিলেন; সেই দরবারে উপস্থিত সকল প্রবীণ সভাসদদের উপস্থিতিতে হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান-কে কী কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অতঃপর তিনি সেখানে কী অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন; অতঃপর তিনি যখন মুহাম্মদের চিঠিটি তার দরবারে উপস্থিত প্রবীণ বিশিষ্টজনদের পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, তখন সেখানে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো; সেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শেষে আবু সুফিয়ান ফিরে আসার প্রাক্কালে কী উক্তিটি করেছিলেন; হিরাক্লিয়াসের দরবারে প্রদত্ত আবু-সুফিয়ানের বেশ কিছু জবাব সত্য হলে তা কীভাবে নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [47] [48]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৬৬) পর:
'দিহায়া আল-কালবি মারফত হিরাক্লিয়াসের কাছে আল্লাহর নবীর চিঠিটি ছিল এই:

দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।
আল্লাহর নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি:

যে সঠিক পথের অনুসরণ করে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। জানানো যাইতেছে: "বশ্যতা স্বীকার করো, তাহলে তুমি হবে নিরাপদ [49]'। যদি তুমি বশ্যতা স্বীকার করো, তবে আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবে। কিন্তু যদি তুমি তা প্রত্যাখ্যান করো, ***চাষীদের পাপ*** *('অর্থাৎ, তোমার প্রজাদের') তোমার উপর বর্তাইবে।"' [50] [51]* ------

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < **ইবনে শিহাব আল-যুহরি** হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন:

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান [উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম পুত্র (পর্ব- পর্ব-১৫৮)] এর শাসন আমলে [৬৮৫-৭০৫ সাল] এক খ্রিষ্টান যাজকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি আমাকে বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর নবী ও হিরাক্লিয়াসের মধ্যে যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, সে ব্যাপারে অবগত আছেন।

সেই যাজকের বর্ণনা মতে:
যখন হিরাক্লিয়াস আল্লাহর নবীর চিঠিটি দিহায়া বিন খালিফা মারফত প্রাপ্ত হন, তিনি তা গ্রহণ করেন ও তা তার দুই উরু ও পাঁজরের মাঝখানে রাখেন [পর্ব-১৬১]। অতঃপর তিনি লোকটির কার্যকলাপ, তার বর্ণনা ও তার কাছ থেকে তিনি যে পত্রটি পেয়েছেন, সে বিষয়গুলো জানিয়ে রোমের (Rome) এক লোকের কাছে চিঠি

লেখেন, লোকটি হিব্রু ভাষায় তারা যে জ্ঞানার্জন করতেন, সে বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। প্রতি উত্তরে রোম সম্রাট তাকে লিখে জানান: "সে হলো সত্যিই সেই নবী, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। এই ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। তুমি তাকে অনুসরণ করো ও তাকে বিশ্বাস করো।"

অতঃপর হিরাক্লিয়াস তার পক্ষ থেকে এই আদেশ জারি করেন যে, রোমান কমান্ডারদের যেন তার প্রাসাদোপম ভবনে সমবেত করা হয়, অতঃপর তার দরজাগুলো যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। তিনি তার ওপরের চেম্বার থেকে নিচে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন – তিনি তাদের ভয়ে ছিলেন ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত - ও বলেন:

"হে রোমান জনগণ, কিছু ভাল কাজের জন্য আমি তোমাদের একত্রিত করেছি। আমি এই লোকটির চিঠি পেয়েছি, সে আমাকে তার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আল্লাহর কসম, সত্যিই সে হলো সেই নবী, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি ও যাকে আমরা খুঁজে পাই আমাদের গ্রন্থে। এসো, আমরা তাকে অনুসরণ করি ও তাকে বিশ্বাস করি, যাতে আমরা পৃথিবীর ইহকাল ও পরকালের জীবনের নিরাপত্তা পেতে পারি।"

কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়া, তাদের প্রত্যেকে রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে ভবনটি থেকে প্রস্থান করার জন্য দ্রুতবেগে দরজাগুলোর দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু তারা দেখতে পায় যে, তারা তালাবন্ধ অবস্থায় আছে।

হিরাক্লিয়াস বলেন, "তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো" - তিনি তাদের ভয়ে ছিলেন ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত - অতঃপর বলেন, "হে রোমান জনগণ, আমি তোমাদের কাছে যে ভাষণটি দিয়েছি, তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি দেখতে চেয়েছিলাম, এই ব্যাপারটির পর তোমরা তোমাদের ধর্মে কী পরিমাণ একনিষ্ঠ। এখন যা দেখলাম, তাতে আমি তোমাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট।"

তারা তার সম্মানে তার কাছে নত হয়; তিনি ভবনের দরজাগুলো খুলে দেওয়ার আদেশ দেন ও তারা প্রস্থান করে।'

'ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < এক জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে বর্ণিত: যখন দিহায়া বিন খালিফা আল্লাহর নবীর চিঠিটি হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছান, তিনি দিহায়া-কে বলেন:

"হায়, ঈশ্বরের কসম, আমি জানি যে, তোমাদের নেতা হলো একজন নবী, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে, সে হলো সেই যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম ও আমাদের গ্রন্থে যার বিষয়ে উল্লেখ আছে; কিন্তু রোমানদের ভয়ে আমি ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত; তা না হলে আমি তার অনুসরণ করতাম। তুমি যাজক দাঘাতির (Daghatir) এর কাছে যাও ও তাকে তোমাদের নেতার বিষয়ে বলো; কারণ, ঈশ্বরের কসম, রোমানদের কাছে তার মর্যাদা ও বক্তব্য আমার মর্যাদা ও বক্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি। দেখো, সে তোমাকে কী বলে।"

তাই দিহায়া দাঘাতিরের কাছে গমন করেন ও তিনি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে হিরাক্লিয়াসের কাছে কী জিনিসটি নিয়ে এসেছেন ও তাতে তিনি কী সমন জারী করেছেন, তা তাকে অবহিত করান। দাঘাতির বলেন,

"ঈশ্বরের কসম, তোমাদের নেতা হলো একজন নবী, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা তাকে জানি তার বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে ও আমরা তার নাম খুঁজে পাই আমাদের গ্রন্থে।"

অতঃপর দাঘাতির ভিতরে প্রবেশ করেন, যে কালো লম্বা পোশাকটি তিনি পরিধান করে ছিলেন তা পরিত্যাগ করেন, সাদা পোশাক পরিধান করেন, তার জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নেন, অতঃপর রোমানরা যখন তাদের চার্চে অবস্থান করছিল, তখন তিনি তাদের সম্মুখে এসে হাজির হন। তিনি বলেন,

*"হে রোমান জনগণ, **'আহমদ'** এর কাছ থেকে একটি চিঠি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সে আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই **ও 'আহমদ' হলো তার বান্দা ও রসূল**।" [52]*

তারা একত্রে লাফিয়ে ওঠে তাকে আক্রমণ করে ও তাকে পিটিয়ে হত্যা করে।

দিহায়া যখন হিরাক্লিয়াসের কাছে ফিরে আসে ও তাকে খবরটি জানায়, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেন, "আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমরা তাদের ভয়ে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত - আর, ঈশ্বরের কসম, দাঘাতিরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও তার কথার প্রতি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আমার কথার চেয়ে ছিল অনেক বেশি!"'

ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল), ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) ও ইমাম তিরমিজীর (৮২৪-৮৯২ সাল) বর্ণনা: [53] [54] [55]

[ইমাম বুখারী (১:১:৬), ইমাম মুসলিম (১৯:৪৩৮০) ও ইমাম তিরমিজী (১১:০০৬) তাঁদের নিজ নিজ হাদিস গ্রন্থে হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি প্রসঙ্গে যে উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ। পার্থক্য এই যে: তাঁদের কেউই যাজক দাঘাতির-কে পিটিয়ে হত্যা করা ঘটনাটির কোনো উল্লেখই করেননি! ইমাম বুখারী তাঁর বর্ণনায় শুধু **কমান্ডারদের তালাবন্ধ করা** ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন; অন্যদিকে, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজী তাঁদের বর্ণনায় এই ঘটনারও কোনো উল্লেখ করেননি।]

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় বাইজেনটাইন কমান্ডারদের তালাবন্ধ করা ঘটনাটি হলো এই:

পূর্ব প্রকাশিতের পর (পর্ব-১৬৫):

'-------অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাকে আরবদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। বার্তাবাহক জবাবে বলে, 'আরবরাও খৎনা প্রথা পালন করে।'

(এ কথা শোনার পর) হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, আরবদের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়েছে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস রোমে তার এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখেন, যিনি ছিলেন হিরাক্লিয়াসের মতই জ্ঞানী। অতঃপর হিরাক্লিয়াস **হিমস** (সিরিয়ার একটি শহর) এ ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হন, তিনি সেখানেই অবস্থান করেন যতদিনে না তার চিঠিটির জবাব বন্ধুটির কাছ থেকে তার কাছে এসে পৌঁছে; বন্ধুটি তার অভিমতের সাথে একমত হয়ে জানায় যে, নবীর আগমন ঘটেছে ও সত্য হলো এই ব্যক্তিটিই হলো সেই নবী। এর পরিপ্রেক্ষিতে হিরক্লিয়াস বাইজেনটাইনের সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের হিমসে অবস্থিত তার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। যখন তারা সেখানে একত্রিত হয়, তিনি আদেশ করেন যে, তার প্রাসাদের সকল দরজাগুলো যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি বাহিরে আসেন ও বলেন,

"হে বাইজেনটাইনরা, যদি সফলতায় তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, যদি তোমরা সঠিক পথের সন্ধান অন্বেষণ করো ও তোমাদের সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে চাও তবে তোমরা এই নবীর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করো (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করো)।"

(হিরাক্লিয়াসের এই অভিমতটি শোনার পর) লোকরা **অনাগারের** ['Onager' - সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন স্তন্যপায়ী পশু, ঘণ্টায় যার গতিবেগ ৪০-৪৩ মাইল] মত দ্রুতবেগে প্রাসাদের দরজার দিকে দৌড়াতে থাকে, কিন্তু তারা দেখতে পায় যে দরজাগুলো হলো বন্ধ। ইসলামের প্রতি তাদের ঘৃণার বিষয়টি হিরাক্লিয়াস উপলব্ধি করতে পারেন; যখন তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা ছেড়ে দেন, তিনি আদেশ জারি করেন যে, তাদেরকে যেন ফিরিয়ে আনা হয়।

(যখন তারা ফিরে আসে) তিনি বলেন, "যা কিছু তোমাদের আগে বলা হয়েছে, তার কারণ ছিল এই যে, তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা; আর আমি তা দেখেছি।"

লোকেরা তার সম্মুখে নত হয়ে প্রণাম করে ও তার প্রতি হয় প্রসন্ন, আর এটিই ছিলো হেরাক্লিয়াসের (বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত) উপাখ্যানের সমাপ্তি।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও গত পর্বের আলোচনার বিশদ পর্যালোচনায় আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলো খুঁজে পাই:

আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথন শেষে যখন হিরাক্লিয়াস তার দরবারে উপস্থিত গণ্যমান্য পরিষদদের উপস্থিতিতে তার **"অভিমত"** *("--সে নিশ্চিতই আমার পায়ের তলার মাটি জোরপূর্বক কেড়ে নেবে; সে হলো সত্যিই সেই নবী যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি ও যাকে আমরা খুঁজে পাই আমাদের গ্রন্থে'--")* ব্যক্ত করেছিলেন ও মুহাম্মদের চিঠিটি তার পরিষদদের পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন সেখানে ভীষণ চিৎকার ও শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই ভীষণ চিৎকার ও শোরগোল প্রত্যক্ষ করার পর আবু সুফিয়ানের উক্তি ছিল, *"ইবনে আবু কাবশাহর (মুহাম্মদ) ব্যাপারটি এতই প্রকট হয়ে উঠেছে যে বাইজেনটাইন সম্রাট পর্যন্ত এখন তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"* আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, হিরাক্লিয়াসের সেই অভিমতের সাথে তার পরিষদবর্গের কেউই একমত পোষণ করেননি, রাজ দরবার অভ্যন্তরের ভীষণ চিৎকার ও শোরগোল ছিল সেই কারণেই! হিরাক্লিয়াস যে কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, তা হলো মুহাম্মদের সেই চিঠি-হুমকি, যার প্রমাণ হলো, পরবর্তীতে তার সকল উচ্চপদস্থ পরিষদবর্গের উদ্দেশ্যে হিরাক্লিয়াসের ঘোষণা:

"হে বাইজেনটাইনরা, যদি সফলতায় তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, যদি তোমরা সঠিক পথের সন্ধান অন্বেষণ করো ও তোমাদের সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে চাও, তবে তোমরা এই নবীর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করো [বুখারী: ১:১:৬]।"

অতঃপর, সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোমে বসবাসকারী তার বন্ধুর কাছ থেকে তার চিঠির জবাব পাওয়ার পর যখন বাইজেনটাইনের সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের 'হিমসে' অবস্থিত তার রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে আবারও তার সেই অভিমত প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তার এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ভয়ে ছিলেন ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত! তিনি তাদের ভয়ে এতটায় ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন যে, তিনি তাদের একত্রিত করে প্রাসাদের সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাদের সম্মুখে না এসে ওপরের চেম্বার থেকে মুহাম্মদ প্রসঙ্গে তার সেই অভিমত আবার ও প্রকাশ করে ঐ লোকদের-কে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার সেই ভাষণের পর যখন তার সকল পরিষদবর্গ রাগে-দুঃখে তার প্রাসাদ থেকে দ্রুতবেগে পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তার পরিষদবর্গের কেউই তার এই অভিমতের সাথে একমত নন, তিনি তাদেরকে আবার তার দরবারে ডেকে নিয়ে গিয়ে যে মিথ্যাভাষণের মাধ্যমে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন, তা হলো:

"যা কিছু তোমাদের আগে বলা হয়েছে, তার কারণ ছিল এই যে, তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা!"

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আর যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, হিরাক্লিয়াস শুধু যে তার এই অভিমত বাইজেনটাইনের সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্মুখে প্রকাশ করার ব্যাপারেই ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন তাইই নয়, তিনি তার প্রজাদের সম্মুখেও তার এই অভিমত প্রকাশ করার বিষয়ে এতটায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, তিনি দিহায়া বিন খালিফা-কে পাঠিয়েছিলেন যাজক দাঘাতিরের কাছে; এই কারণে যে রোমানদের কাছে দাঘাতিরের মর্যাদা ও বক্তব্য ছিলো তার মর্যাদা ও বক্তব্যের চেয়ে অনেক বেশী।

তথাপি, যখন দাঘাতির সেখানকার জনগণদের সম্মুখে হিরাক্লয়াসের সেই অভিমতেরই হুবহু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "দাঘাতির গণপিটুনির শিকার হয়ে খুন হয়েছিলেন!"

প্রশ্ন হলো,

"বাইজেনটাইন জনগণ সম্মুখে হিরাক্লিয়াসের অভিমতের হুবহু অভিমত প্রকাশ করার কারণে যেখানে হিরাক্লিয়াসের চেয়েও উচ্চ-মর্যাদাশালী দাঘাতির নামের এক যাজক-কে বাইজেনটাইন জনগণ গণপিটুনিতে হত্যা করেছিলেন, তথাপি কী কারণে ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা হিরাক্লিয়াসের এই উপাখ্যানটি সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলমান ও অমুসলমানদের উদ্দেশ্যে বয়ান করে 'মুহাম্মদের নবুয়তের সত্যতা' প্রমাণের চেষ্টা করেন?"

জবাব হলো,

"আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদের এক 'উদ্ভট দাবির' সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা।"

মুহাম্মদের ভাষায় সেই দাবীটি হলো,

৬১:৬ - *"স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।"*

>> মুহাম্মদ দাবি করেছেন যে, তিনিই হলেন সেই 'আহমদ'। বাইবেল মুহাম্মদের এই দাবি সমর্থন করে কি না, সে বিতর্কে না গিয়েও যা আমরা নিশ্চিত জানি, তা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব পুত্রের নাম হলো "মুহাম্মদ", আহমদ নয়।

'আহমদ' নামটি অবশ্যই **'মুহাম্মদ'** নামটির মতই এক ব্যক্তিনাম (proper name)। ব্যুৎপত্তিগতভাবে, এ দু'টি শব্দই আদি শব্দ 'হামদ' এর বিশেষণ; উভয় শব্দেরই মানে হলো **"অত্যন্ত প্রশংসিত।"** বিশেষণে মিল থাকার কারণেও যে কারণে আবদুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ নিজেকে "আহমদ" রূপে দাবি করতে পারেন না, তা হলো, তাঁর নিজেরই রচিত জবানবন্দি 'কুরান'! তাঁর রচিত কুরান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অবিশ্বাসীরা তাঁকে জানতেন এক "মিথ্যাবাদী, উন্মাদ ও যাদুগ্রস্ত" ব্যক্তি হিসেবে (পর্ব-১৮), "অত্যন্ত প্রশংসিত" ব্যক্তি হিসাবে নয়। সে ক্ষেত্রেও তাঁর এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়! সে কারণেই, বোধ করি, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও যাজক দাঘাতিরের "সার্টিফিকেট সমৃদ্ধ" এই উপাখ্যানটি ইসলাম বিশ্বাসী-পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর প্রাসঙ্গিক মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি:

The relevnat narratives of Al-Tabari (838-923 AD):

'----According to the bishop: When Heraclius received the letter of the Messenger of God via Dihyah b. Khalifah, he took it and put it between his thighs and flanks. Then he wrote to a man in Rome who used to read from the Hebrew what they used to read, mentioning the affair of the man, describing him, and informing him of what he had received from him. The ruler of Rome wrote back to him: ***"He is indeed the prophet we have been awaiting. There is no doubt about it. Follow him, and believe him."*** Heraclius then gave orders to gather the commanders of the Romans for him in a palatial building, and he ordered its doors to be closed on them. He looked down on them from an upper

chamber of his - he was mortally afraid of them - and said: *"People of the Romans, I have assembled you for something good. I have received this man's letter calling me to his religion. By God, he is indeed the prophet whom we have been awaiting and whom we find in our books. Come, let us follow him and believe him, that our life in this world and the next may be secure."* Without exception they snorted angrily and hastened to the doors of the building to leave it, but they found that they had been locked. Heraclius said, "Bring them back to me" - he was mortally afraid of them - and he said: "People of the Romans, I spoke to you the speech I spoke to see how steadfast you are in your religion because of this affair that has occurred. Now I have seen what gladdens me on your part." They fell down in obeisance to him; he ordered the doors of the building to be opened, and they departed.

According to Ibn Humayd-Salamah-Muhammad b. Ishaq - a learned person: Heraclius said to Dihyah b. Khalifah when the latter brought him the letter of the Messenger of God: *"Alas, by God, I know that your master is a prophet who has been sent and that he is the one whom we have been awaiting and whom we find in our book, but I am mortally afraid of the Romans; but for that, I would follow him. Go to Daghatir the bishop, and tell him of the affair of your master, for he, by God, is greater among the Romans than I, and his word has more authority with them. See what he says to you."* So Dihyah went to Daghatir and told him what he had brought to Heraclius from the Messenger of God and to what he was summoning him. Daghatir said: *"Your master, by God, is a prophet who has been sent. We know him by his description, and we find him by name in our books."* Daghatir then went inside, laid off the black robes he was wearing, put on white ones, took his staff, and came out before the Romans while they were in the church. "People of the Romans," he said, *"a letter has come to us from Ahmad, summoning us to God. I bear witness that there is no god but God and that Ahmad is his servant and messenger."* As one man they leaped up, attacked him, and beat him to death. When Dihyah returned to

Heraclius and told him the news, Heraclius said to him, *"I told you that we are in mortal fear of them – and Daghatir, by God, was greater in their estimation, and his word more authoritative than mine!"'*

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[47] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬

[48] অনুরূপ বর্ণনা - ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৫-৬৫৬

[49] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৪৩:

"'আসলিম তাসলিম'- আরবি এই শব্দের সাধারণ অর্থ হলো, 'মুসলমান হও [অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করো] তাহলে তুমি হবে নিরাপদ।"

[50] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৪৪:

চাষীদের পাপ - 'আরবি মূল গন্থে এই অংশে যে 'পাদটীকা' উল্লেখ আছে তা হলো: "অর্থাৎ, এই আচরণের জন্য (the bearing of it)।" A. Guillaume মতে (ibid ইবনে ইশাক - পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৬৫৫), 'চাষীদের পাপ অর্থে এখানে সম্ভবত: বাইবেলের Matthew 21:33-41 অংশের দুর্নীতিপরায়ণ চাষীদের দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।---

[51] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ১৮৭

'Narated By 'Abdullah bin Abbas: Allah's Apostle wrote a letter to Caesar saying, "If you reject Islam, you will be responsible for the sins of the peasants (i.e. your people)."'

[52] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫২:

'আহমদ' নামটি অবশ্যই মুহাম্মদ নামটির মতই 'ব্যক্তিনাম' হিসাবে ধরা উচিত। ব্যুৎপত্তিগতভাবে এই দুটি শব্দই হলো আদি শব্দ 'হামদ' এর বিশেষণ ও উভয় শব্দেরই মানে হলো "অত্যন্ত প্রশংসিত।" দাঘাতিরের আচরণে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আশা করেছিলেন যে উপস্থিত জনতা 'আহমদ' নামটি চিনতে পারবে, যা কুরানে (৬১:৬) উল্লেখ আছে, যেখানে উল্লেখ আছে যে যিশু ইহুদিদের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, "আমার পরে এমন একজন নবী আসবে, যার নাম হবে আহমদ"; যার অনুবাদ কেউ এ ভাবেও করতে পারেন, "যার নাম হবে আরো প্রশংসনীয়।"

[53] সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ১, হাদিস নম্বর ৬: এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'----(After hearing that) Heraclius remarked that sovereignty of the 'Arabs had appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome who was as good as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs. (a town in Syrian and

stayed there till he received the reply of his letter from his friend who agreed with him in his opinion about the emergence of the Prophet and the fact that he was a Prophet. On that Heraclius invited all the heads of the Byzantines to assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace be closed. Then he came out and said, 'O Byzantines! If success is your desire and if you seek right guidance and want your empire to remain then give a pledge of allegiance to this Prophet (i.e. embrace Islam).' (On hearing the views of Heraclius) the people ran towards the gates of the palace like onagers but found the doors closed. Heraclius realized their hatred towards Islam and when he lost the hope of their embracing Islam, he ordered that they should be brought back in audience. (When they returned) he said, 'What already said was just to test the strength of your conviction and I have seen it.' The people prostrated before him and became pleased with him, and this was the end of Heraclius's story (in connection with his faith).

[54] সহি মুসলিম: বই ০১৯, হাদিস ৪৩৮০

[55] সহি তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭)

১৬৮: চিঠি-হুমকি-৭: হিরাক্লিয়াসের শেষ প্রস্তাব!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত বিয়াল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চিঠি-হুমকিটি পাওয়ার পর বাণিজ্য-কর্মে সিরিয়ায় অবস্থানকারী কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান বিন হারব ও তাঁর সঙ্গীদের রাজদরবারে ডেকে নিয়ে এসে অতি অল্প সংখ্যক প্রশ্নের জবাব জানার পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুহাম্মদ সম্বন্ধে যে "অভিমত" ব্যক্ত করেছিলেন, তার প্রতিবাদে দরবারে উপস্থিত তার সকল পরিষদবর্গ কীরূপ প্রচণ্ড চিৎকার ও শোরগোল শুরু করেছিলেন; পরবর্তীতে যখন হিরাক্লিয়াস তার সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দরবারে হাজির করে তার সেই অভিমতটি আবারও প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের ভয়ে কীরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন; যখন তিনি তার সেই অভিমতটি তাদের জানিয়েছিলেন, তখন একটিও ব্যতিক্রম ছাড়া তার সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ কীরূপ আচরণ করেছিলেন, তিনি তাদের কীভাবে শান্ত করেছিলেন; হিরাক্লিয়াসের চেয়েও উচ্চ-মর্যাদাশালী দাঘাতির নামের এক খ্রিষ্টান যাজক যখন জনগণদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হিরাক্লিয়াসের অভিমতেরই হুবহু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তখন দাঘাতিরের কী পরিণতি হয়েছিলো; ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

"হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি" উপাখ্যানের গত চারটি পর্বের বর্ণনায় যে বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো: সম্রাট হিরাক্লিয়াস, রোমে অবস্থানকারী তার বন্ধু, কিংবা যাজক দাঘাতির - এদের কেউই "'আহমদ' নামটি ও এই নামের কোনো ভবিষ্যৎ নবীর আকার-আকৃতি-চরিত্র-বংশমর্যাদা-অনুসারী বৃত্তান্ত (পর্ব: ১৬৬)", ইত্যাদি বিষয়গুলো বাইবেলের কোথায় (কোন-শ্লোকে) উল্লেখিত আছে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ হাজির করেননি। হিরাক্লিয়াসের কোনো পরিষদবর্গ, উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা জনগণের কেউই শুধু যে তাদের এই অভিমতের সাথে একমত হননি, তাইই নয়, তারা তাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন।

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) অব্যাহত বিস্তারিত বর্ণনা: [56] [57]
পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৬৭) পর:

ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < খালিদ বিন ইয়াসার < এক অত্যন্ত প্রবীণ সিরিয়া-বাসী হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন:

সিরিয়া ভূখণ্ড থেকে কনস্টান্টিনোপল [বর্তমান ইস্তাম্বুল] অভিমুখে যাওয়ার জন্য যখন হিরাক্লিয়াস প্রায় প্রস্তুত, আল্লাহর নবী সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রোমানদের সমবেত করেন ও বলেন:

"হে রোমান জনগণ, আমি আপনাদের কাছে কিছু বিষয় উপস্থাপন করবো। আমি যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছি, তা আপনারা বিবেচনা করুন।" তারা জিজ্ঞাসা করে, "সেগুলো কী?"

তিনি বলেন, *"ঈশ্বরের কসম, আপনারা জানেন যে, এই ব্যক্তিটি হলো একজন নবী, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে আমরা খুঁজে পাই আমাদের গ্রন্থে। আমরা তাকে জানি তার বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে, যার বিবরণ আমাদের বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন*

আমরা তাকে অনুসরণ করি, যাতে আমরা ইহকাল ও পরকালের জীবনে নিরাপত্তা পেতে পারি।"

তারা বলে, "যেখানে আমাদের আছে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজত্ব, অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠ ভূখণ্ড, সেখানে **আমরা কি আরবদের অধীনে থাকবো?"**

তিনি বলেন, *"তাহলে আপনারা আমাকে এই অনুমোদন দিন যে, আমি যেন প্রতি বছর তার কাছে রাজস্ব ('জিযিয়া') পৌঁছে দিই, যাতে তাকে দেয়া আমার এই অর্থের বিনিময়ে আমি তার আক্রমণের প্রচণ্ডতা ব্যাহত করে দুঃশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার পথ পেতে পারি।"*

তারা বলে, "মানবজাতির সর্বাধিক সংখ্যক জাতিগোষ্ঠী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য ও সবচেয়ে দুর্জয় ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়ার পর ও আমরা কি আরবদেরকে (আমাদের নিজেদের) ট্যাক্স প্রদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের অপমান ও অবমাননা স্বীকার করে নিতে পারি? ঈশ্বরের কসম, **আমরা তা কখনোই করবো না।"**

তিনি বলেন, "*তাহলে আপনারা আমাকে এই অনুমোদন দিন যে, আমি যেন তার সাথে শান্তিচুক্তি করতে পারি এই শর্তে যে, আমি আমার সিরিয়া ভূখণ্ডটি তাকে দিয়ে দিই, আর সে আমাকে 'আল-শাম' আমার অধিকারে ছেড়ে দেবে।"*

(প্রাচীন সিরিয়া ভূখণ্ড-টি ছিল প্যালেস্টাইন, জর্ডান, দামেস্ক, হিমস ও সিরিয়ার আর যে সমস্ত ভূখণ্ড আল-দারব (al-Darb) পর্যন্ত অবস্থিত অঞ্চলগুলো; আর আল-দারবের ওপারের সমস্ত অঞ্চলগুলোকে আল-শাম এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো)। [58]

তারা তাকে বলে, "সিরিয়া ভূখণ্ডটি আল-শামের কেন্দ্রবিন্দু জানা সত্ত্বেও কি আমরা তাকে তা দিয়ে দেবো? ঈশ্বরের কসম, **আমরা তা কখনোই করবো না।"**

তাদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি বলেন,

"ঈশ্বরের কসম, আপনারা দেখতে পাবেন যে, যদি আপনারা তার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন, তবে আপনারা আপনাদের নিজেদের শহরেই পরাজিত হবেন।"

অতঃপর তিনি তার এক খচ্চরের পিঠে সওয়ার হন ও প্রস্থান করেন। যখন তিনি আল-দারব এলাকায় আসেন, তিনি আল-শাম ভূখণ্ডের দিকে ফিরে তাকান ও বলেন, "হে সিরিয়া ভূখণ্ড, তোর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!" - বিদায়, অতঃপর তিনি দ্রুতবেগে কনস্টান্টিনোপল প্রত্যাবর্তন করেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের চিঠি হুমকিটি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস ছিলেন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত! তিনি তাঁর ভয়ে এতটায় ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, তিনি যে কোনো উপায়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, এমনকি তা যদি হয় প্রতিবছর 'জিযিয়া' কর পরিশোধ কিংবা সিরিয়া ভূখণ্ডটির সম্পূর্ণই মুহাম্মদের কাছে হস্তান্তর করার বিনিময়েও! উদ্দেশ্য, তবুও যেন তিনি মুহাম্মদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন, দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেন।

"সম্রাট হিরাক্লিয়াস যদি মুহাম্মদের নেতৃত্বে নব্য এই আরব শক্তির ব্যাপারে কোন পূর্বধারণা না রাখতেন, তবে কেন তিনি মুহাম্মদের ভয়ে ছিলেন এতো ভীত-সন্ত্রস্ত?"

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর প্রাসঙ্গিক মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি:

The narratives of Al-Tabari (838-923 AD):

'According to Ibn Humayd – Salamah - Muhammad b. Ishaq - Khalid b. Yasar -a very old Syrian, who said: When Heraclius was about to leave the land of Syria for Constantinople because of the report he had received about the Messenger of God, he assembled the Romans and said: "People of the Romans, I shall present certain matters to you. Consider what I have decided." "What are they?" they asked. He said: "You know, by God, that this man is a prophet who has been sent. We find him in our book. We know him by the description whereby he has been described to us. Let us follow him, that our life in this world and the next may be secure." They said, "Shall we be under the hands of the Arabs, when we are mankind's greatest kingdom, most numerous nation, and best land?" He said, "Then let me give him tribute each year, so that I can avert his vehemence from me and find rest from his warfare by means of money that I give to him." They said: "Shall we concede to the Arabs [our own] humiliation and abasement by a tax that they take from us, when we are mankind's most numerous nation, greatest kingdom, and most impregnable land? By God, we will never do it!" He said, "Then let me make peace with him on condition that I give him the land of Syria and that he leave me with the land of al-Sha'm." [The land of Syria was the land of Palestine, Jordan, Damascus, Hims, and whatever of the land of Syria was on this side of al-Darb, while they considered whatever was beyond al-Darb to be al-Sha'm.] They said to him: "Shall we give him the land of Syria, when you know that it is the navel of al-Sha'm? By God, we will never do it!" They having refused him, he said, "By God, you shall see that, if you hold back from him, you will be defeated in your

own city." Then he mounted a mule of his and departed. When he came in sight of al-Darb, he turned toward the land of al-Sha'm and said, "Peace be with you, land of Syria!" - a farewell salutation - and galloped back to Constantinople.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[56] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: ১০৬-১০৭

[57] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৫৬-৬৫৭

[58] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৫৫:

'প্রাচীন 'আল-দারব' শহরটির অবস্থান ছিল সিলিসিয়ান গেটের অদূরে, আনাটোলিয়া ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী প্রধান গিরিপথ।'

১৬৯: চিঠি-হুমকি-৮: হিরাক্লিয়াসের আকুতি ও বানু কুরাইজার আর্তনাদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত তেতাল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) চিঠি হুমকিটি পাওয়ার পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুহাম্মদকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য তার সকল সামরিক জেনারেল, উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও জনগণদের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা কীভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল; পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের সঙ্গে সুদীর্ঘ ১৮ বছর ব্যাপী (৬১০-৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয় অর্জন শেষে সিরিয়া ভূখণ্ড থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে কী কারণে তিনি তার প্রজাদের সমবেত করেছিলেন; সেখানে তিনি তাদের কোন তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন; উপস্থিত জনতা তার সবগুলো প্রস্তাবই কী কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন ছিলো,

"সম্রাট হিরাক্লিয়াস যদি মুহাম্মদের নেতৃত্বে নব্য এই আগ্রাসী ও নৃশংস আরব শক্তির শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কোন পূর্বধারণা না রাখতেন, তবে কেন তিনি মুহাম্মদের ভয়ে ছিলেন এতো ভীত-সন্ত্রস্ত?"

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব আমরা খুঁজে পাই বানু কুরাইজা গণহত্যার সময় থেকে শুরু করে মুহাম্মদের এইসব চিঠি-হুমকির সময়কাল পর্যন্ত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত অমানুষিক নৃশংস আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত ও সমসাময়িক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলের প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায়। The Devil is in the Detail!

>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, মুহাম্মদের নৃশংসতা ও আগ্রাসনের প্রথম চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বদর যুদ্ধের সময়টিতে (পর্ব-৩০-৪৩)! এই যুদ্ধে মুহাম্মদের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা ৭০জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে করে খুন (পর্ব-৩২), অতঃপর সেই লাশগুলোকে চরম অবমাননায় তারা বদরের এক নোংরা গর্তে একে একে করে নিক্ষেপ (পর্ব-৩৩); ৭০ জন কুরাইশকে করে বন্দী, যাদের দু'জনকে মুহাম্মদের আদেশে বন্দী অবস্থাতেই পথিমধ্যেই করে খুন (পর্ব-৩৫); ৬৮ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় মদিনায়, অতঃপর তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁদের দেয়া হয় মুক্তি (পর্ব-৩৭)।

যাদেরকে খুন ও বন্দী করা হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর কোনো না কোনো অনুসারীর একান্ত নিকট-আত্মীয়, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব!

খন্দক যুদ্ধের পর মুহাম্মদের নৃশংসতা ও আগ্রাসন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে:

>> খন্দক যুদ্ধের পর, বানু কুরাইজা গণহত্যার (পর্ব: ৮৭-৯৫) সময় থেকে খায়বারের জনগণের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতা (পর্ব: ১৩০-১৫২) ও ফাদাক আগ্রাসন (পর্ব ১৫৩-১৫৮) শেষে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত (মার্চ, ৬২৭ - জুলাই, ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সময়ের ঘটনা ও সমসাময়িক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলের দুই পরাক্রমশালী সম্রাট খসরু পারভেজ ও হিরাক্লিয়াসের আঠার বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী

হানাহানির ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দৃশ্যপটের কালানুক্রমিক পর্যালোচনায় (পর্ব-১৬৪) আমরা নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলো খুঁজে পাই:

মার্চ-এপ্রিল, ৬২৭ সাল (জিলকদ, হিজরি ৫ সাল):

বনি কুরাইজা গণহত্যা (পর্ব: ৮৭-৯৫)! 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ৬২৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক এক করে গলা কেটে করা হয় খুন। তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ভাগাভাগি করে করা হয় যৌনদাসীতে রূপান্তর ও ধর্ষণ। তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের করা হয় দাসে পরিবর্তন ও ভাগাভাগি। তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করা হয় লুণ্ঠন এবং পরবর্তীতে এই দাসীদের অনেককে নাজাদ অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে করা হয় বিক্রি ও সেই উপার্জিত অর্থে ক্রয় করা হয় যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়া (পর্ব: ৯৩)'।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে তথ্যটি আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, তা হলো, বানু কুরাইজা গণহত্যার সময়টিতে তাঁদের গোত্র-নেতা **কাব বিন আসাদ** অবরুদ্ধ অবস্থায় যখন নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করেছিলেন যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরকে শেষ না করে ফিরে যাবেন না, তখন তিনি তাদের হাত থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টায় তাঁর লোকদের যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তা হলো: (পর্ব-৮৮):

"আমরা এই লোকটিকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করবো, কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনিই হলেন সেই নবী, যিনি প্রেরিত হয়েছেন, ও তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যার বিষয় তোমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; তাহলেই তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানরা রক্ষা পাবে; অথবা এসো, আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করি, যাতে আমাদের কোনো পিছুটান না থাকে, তারপর আমরা পুরুষরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, যতক্ষণে না আল্লাহ আমাদের ও মুহাম্মদের

মধ্যে ফয়সালা করেন; অথবা, নেমে এসো নিচে, সম্ভবত, আমরা মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে পরাস্ত করতে পারবো।"

অতঃপর, এই গণহত্যার চার মাস পর থেকে হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী সাত মাস সময়ে (জুলাই, ৬২৭ সাল – মার্চ, ৬২৮ সাল [রবিউল আওয়াল – শাওয়াল, হিজরি ৬ সাল]) মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কমপক্ষে চোদ্দটি আগ্রাসী হামলা চালান (পর্ব-১০৯)!

মুহাম্মদের চিঠি-হুমকিটি পাওয়ার পর আবু সুফিয়ানের সাথে কথাবার্তা সম্পন্ন করার পর হিরাক্লিয়াসের আকুতি ও প্রস্তাব ছিলো:

"এই ব্যক্তিটি হলো একজন নবী, তাকে আমরা খুঁজে পাই আমাদের গ্রন্থে;--আসুন আমরা মুহাম্মদ-কে অনুসরণ করি, যাতে আমরা নিরাপত্তা পেতে পারি; অথবা প্রতি বছর তার কাছে 'জিযিয়া' কর পৌঁছে দিয়ে, অথবা সম্পূর্ণ সিরিয়া ভূখণ্ড তার কাছে হস্তান্তর করে শান্তি-চুক্তি স্থাপন করি (পর্ব-১৬৮)!"

অর্থাৎ,

বানু কুরাইজা গোত্র-নেতা কাব বিন আসাদ তাঁদের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টায় তাঁর জনগণদের উদ্দেশ্যে যে আহ্বান ও প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, হিরাক্লিয়াসের এই আহ্বান ও প্রস্তাব ছিল তারই অনুরূপ।

আদি উৎসের এই দু'টি বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের করাল গ্রাসে আক্রান্ত হওয়ার পর বনি কুরাইজা গোত্র নেতা মুহাম্মদ সম্বন্ধে যে অভিমত, আহ্বান ও প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, মুহাম্মদের চিঠি-হুমকি পাওয়ার পর মুহাম্মদ সম্বন্ধে হিরাক্লিয়াসের অভিমত, আহ্বান ও প্রস্তাব ছিল ঠিক তেমনই।

তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অনাগত আগ্রাসী নৃশংস আক্রমণের বিভীষিকা থেকে তাঁদের জনগণদের বাঁচানোর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা আদি উৎসের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট!

ডিসেম্বর, ৬২৭ – জানুয়ারি ৬২৮ সাল (শাবান, হিজরি ৬ সাল):

বানু কুরাইজার গণহত্যার পর কোনোরূপ প্রত্যক্ষ হামলা-আক্রমণে অংশগ্রহণ না করে মুহাম্মদ ছয় মাস কাল মদিনায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি অবিশ্বাসী জনপদের ওপর আবারও হামলা শুরু করেন, বানু লিহায়েন গোত্রের ওপর হামলার পর বানু আল-মুসতালিক হামলা (পর্ব: ৯৭-১০১)!

"অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করার হুকুম জারি করেন। তারা একযোগে আক্রমণ করে ও তাদের একজন লোকও পালিয়ে যেতে পারে না। তাদের দশ জন লোককে হত্যা করা হয় ও অবশিষ্টদের করা হয় বন্দী। আল্লাহর নবী তাদের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের ধরে ফেলেন। গবাদি পশু এবং ভেড়াগুলো করা হয় লুট। মুসলমানদের মধ্যে মাত্র একজন মারা যায়। তাদের সিংহনাদ (war cry) ছিল, "ইয়া মানসুর, হত্যা কর, হত্যা করো!" [59]

'আল্লাহ আল্লাহর নবীকে লুণ্ঠন সামগ্রী রূপে তাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের অধিকারী করে পর্ব-৯৭।' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন, এক-পঞ্চমাংশ মুহাম্মদের ও বাকিটুকু হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের (পর্ব-১৩৫)!

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল (রমজান, হিজরি ৬ সাল):

আয়েশার প্রতি অপবাদ (পর্ব: ১০২-১০৭)

বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর এই আগ্রাসী নৃশংস হামলাটি (ডিসেম্বর, ৬২৭ – জানুয়ারি ৬২৮ সাল) সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অজ্ঞাতেই নবী-পত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকর মূল সেনাবাহিনী থেকে একটি রাতের কিয়দংশ থেকে পর দিন দুপুর নাগাদ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ, যাদের হোতা ছিলেন মিসতাহ বিন উথাথা, হাসান বিন থাবিত ও হামনা বিনতে জাহাশ। প্রায় এক মাস যাবত এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার পর মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ওহী নাযিল করে (সূরা নূর, চ্যাপ্টার ২৪) আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল)! **আর,** মুখ্য অপবাদকারী হাসান বিন থাবিত- কে দান করেন বারাহ নামক স্থানে বেইরাহ নামের এক ফাঁকা জমি ও শিরিন নামের এক মিশরীয় খ্রিষ্টান দাসী (পর্ব- ১০৭)!

এই সেই শিরিন, মুহাম্মদের চিঠি-হুমকিটি পাওয়ার পর যাকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিস মুহাম্মদের কাছে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন!

আল-তাবারীর বর্ণনামতে মুহাম্মদ আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা **আল-মুকাওকিস**, বসরার শাসনকর্তা আল-হারিথ বিন আবি শিমর আল-ঘাসানি, বাইজানটাইন সম্রাট (সিজার) হিরাক্লিয়াস, সাসানিদ (পারস্য) সম্রাট খসরু পারভেজ ও ইথিওপিয়ার শাসনকর্তা, আল-নাদজাসির কাছে চিঠি লিখেছিলেন এপ্রিল-মে, ৬২৮ সালে (হিজরি ৬ সালের জিলহজ মাস), যা প্রেরণ করা হয়েছিল "ছয়জন পত্রবাহকের মাধ্যমে, যাদের তিনজন একসঙ্গে যাত্রা শুরু করে (পর্ব-১৬১)।"

আল-তাবারীর এই বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে মুহাম্মদ কীভাবে আল-মুকাওকিসের কাছে তাঁর চিঠি পাঠানোর তিন মাস আগে, ৬২৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে (রমজান, হিজরি ৬ সাল) আয়েশার প্রতি অপবাদকারীকে শিরিন নামের এই যৌনদাসী প্রদান করবেন?

তবে কি মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় পত্নীর বিরুদ্ধে মুখ্য মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী হাসান বিন থাবিত-কে জমি ও যৌনদাসী প্রদানে পুরস্কৃত করেছিলেন আয়েশার ঘটনাটি নিষ্পত্তি হওয়ার অনেক পরে? কখন? কোথায়?

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[59] আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৪০৭; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৯৯

১৭০: চিঠি হুমকি-৯: হুদাইবিয়ার আগে বনাম পরে - সময় অসঙ্গতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত চুয়াল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চিঠি হুমকি-টি পাওয়ার পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা কী কারণে মুহাম্মদের আগ্রাসনে আক্রান্ত বানু কুরাইজা গোত্রের গোত্র নেতা কাব বিন আসাদের প্রতিক্রিয়ারই অনুরূপ তার **আংশিক আলোচনা** আগের পর্বে করা হয়েছে। এই পর্বের আলোচনা আগের পর্বেরই ধারাবাহিকতা।

(খন্দক যুদ্ধের পর, বানু কুরাইজা গণহত্যার সময় থেকে খায়বারের নৃশংসতা ও ফাদাক আগ্রাসন শেষে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত [মার্চ, ৬২৭-জুলাই, ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ] সময়ের ঘটনা ও সমসাময়িক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলের দুই পরাক্রমশালী সম্রাট খসরু পারভেজ ও হিরাক্লিয়াসের আঠার বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী হানাহানির ৬২৭ সাল - ৬২৮ সালের শেষ দৃশ্যপটের কালানুক্রমিক পর্যালোচনায় আমরা নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলো খুঁজে পাই:)

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব-১৬৯) পর:

৬২৮ সালের জানুয়ারি মাস (রমজান, হিজরি ৬ সাল):

বানু আল-মুসতালিক হামলার প্রায় এক মাস পর মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ওহী নাজিলের মাধ্যমে প্রিয় পত্নী 'আয়েশার ওপর অপবাদ আরোপ' বিষয়ক তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধান করেন (পর্ব-১০৪)!

৬২৮ সালের এপ্রিল-মে মাস (জিলকদ-যিলহজ, হিজরি ৬ সাল):

৬২৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে (জিলকদ, হিজরি ৬ সাল) মুহাম্মদ তাঁর দলবল নিয়ে যাত্রা করেন হুদাইবিয়া (পর্ব: ১১১-১২৯)। কুরাইশদের সঙ্গে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি শেষে তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন ৬২৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে (জিলহজ, হিজরি ৬ সাল)।

৬২৮ সালের জুন মাস (মহরমের শেষার্ধ, হিজরি ৭ সাল):

মুহাম্মদের "সুস্পষ্ট বিজয় (পর্ব-১২৩)" প্রতিজ্ঞা পালনের মিশন, শুধু তাঁর সঙ্গে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের পুরস্কৃত করতে নৃশংস আগ্রাসী খায়বার আক্রমণ, লুটের মাল ও যৌন-দাসী ভাগাভাগি (পর্ব: ১৩০-১৫২) ও ফাদাক আগ্রাসন (পর্ব: ১৫৩-১৫৮)!

৬২৮ সালের জুলাই মাস (সফর, হিজরি ৭ সাল):

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসন (পর্ব-১৫৯) শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন ।

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা আল-মুকাওকিসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি পাঠানোর যে তারিখটি লিপিবদ্ধ করেছেন (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল) তা কী কারণে আয়েশার প্রতি মুখ্য অপবাদকারী হাসান বিন থাবিত-কে মুহাম্মদ প্রদত্ত 'শিরিন' নামের যৌন-দাসী প্রদানের তারিখ-টির সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার আংশিক আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। একইভাবে পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ ও আবিসিনিয়ার শাসক আল-নাদজাসির কছে মুহাম্মদের চিঠি-হুমকির

বর্ণিত সময়কাল, তাঁদেরই বর্ণিত ঘটনা প্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

"কেন তা অসঙ্গতিপূর্ণ? এমন কী কোন পন্থা আছে যার মাধ্যমে মুহাম্মদের এই চিঠি-হুমকির সম্ভাব্য সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা যায়?"

আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা আল-মুকাওকিসের কাছে চিঠি-হুমকি:

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো, সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তালের সঙ্গে আয়েশার ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ ঘটনায় মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ওহী নাজিল করে আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন; অতঃপর তিনি মুখ্য অপবাদ রটনাকারী মিসতাহ বিন উথাথা (আবু-বকরের খালাতো ভাই, আয়েশার চাচা), **হাসান বিন থাবিত (**মুহাম্মদের সবচেয়ে প্রিয় অনুসারীদের একজন) ও হামনা বিনতে জাহাশ (মুহাম্মদের ফুফাতো বোন)-কে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করার আদেশ জারী করেন। সাফওয়ান যখন জানতে পারেন যে হাসান বিন থাবিত তাঁকে ও আয়েশা-কে নিয়ে অপবাদ রটনা করেছিলেন, তখন তিনি তরবারি হাতে একদা হাসানের সম্মুখীন হোন ও তার সেই তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। এই ঘটনাটি যখন মুহাম্মদ-কে অবহিত করানো হয়, তখন মুহাম্মদ হাসান ও সাফওয়ান-কে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান; অতঃপর তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ হাসান-কে এক খণ্ড জমি ও মিশরের শাসনকর্তা আল-মুকাওকিসের কাছ থেকে উপঢৌকন প্রাপ্ত 'শিরিন' নামের এক যৌন-দাসী প্রদান করেন। হাসানের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনায় হাসান-কে খুশী করার নিমিত্তেই 'আয়েশা-সাফওয়ান' অপবাদ রটনার সময়টিতেই' মুহাম্মদ হাসান-কে যে এই জমি ও যৌন-দাসী প্রদান করেছিলেন, তা আদি উৎসের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট (পর্ব-১০৭)। এই ঘটনার তিন মাস পর মুহাম্মদের হুদাইবিয়া-চুক্তি, অতঃপর খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসন শেষে তাঁর মদিনা প্রত্যাবর্তন ছিল এই ঘটনার ছয় মাস পরে। ঘটনার **ছয় মাস পর** মুহাম্মদ হাসান-কে

জমি ও যৌন-দাসী প্রদানে পুরস্কৃত করেছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসের কোথাও বর্ণিত হয় নাই।

যেহেতু আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ ঘটনা-টি নিষ্পত্তির সময় (জানুয়ারি, ৬২৮ সাল) আল-মুকাওকিসের পাঠানো উপঢৌকন-টি মুহাম্মদের কাছে মজুদ ছিল, তার কাছে মুহাম্মদের চিঠি লেখার সময়কাল ছিলো এই ঘটনার বেশ কিছু সময় পূর্বে।

কত সময় পূর্বে?

আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো, মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে আল-মুকাওকিসের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। অতঃপর সেই চিঠি-টি তিনি পত্রবাহক মারফত মদিনা থেকে মিশরে আল-মুকাওকিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে আমলে না ছিলো উড়োজাহাজ, না ছিলো ট্রেন, বাস, স্টিমার কিংবা লঞ্চ। সে কালের সড়ক ব্যবস্থা আজকের তুলনায় নিশ্চিতরূপেই ভাল ছিলো না। আধুনিক যুগের GPS ও Google map এর মাধ্যমে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, স্থলপথে মদিনা থেকে মিশরের দূরত্ব হলো প্রায় **১০২৫ মাইল**। আধুনিক যোগাযোগের সুবিধা বঞ্চিত অবস্থায় সেই আমলে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল পদব্রজে (পায়ে হেঁটে) অথবা উটের পিঠে যাত্রা। ধরে নেয়া যাক, পত্রবাহক তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সর্বক্ষণই এই দু'টি মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন।

পিঠে কোন ভারী বোঝা না নিয়ে একটা উট খাদ্য-পানীয় ও বিশ্রাম শেষে প্রতি দিনে সর্বোচ্চ ৩০মাইল পথ (প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৩ মাইল বেগে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা যাত্রা) পাড়ি দিতে পারে বলে জানা যায়, যা একজন মানুষের পদব্রজে যাত্রাকালের সমপরিমাণ। পিঠে ভারী বোঝা বহনকারী কাফেলা (Caravan) উটের গতি প্রতিদিনে ১৮-২৫মাইলের বেশী নয়। যাত্রা পথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে, প্রতি দিন ৩০ মাইল বেগে মদিনা থেকে মিশরের এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পত্রবাহকের

সময় লাগবে কমপক্ষে ৩৫দিন ও সেখান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য আরও ৩৫ দিন = মোট ৭০ দিন (প্রায় আড়াই মাস)! পত্রবাহক মদিনা থেকে মিশর যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন পথের এই ৭০ দিন সময়ে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এবং/অথবা আল-মুকাওকিস মুহাম্মদের চিঠি পাওয়ার সময় থেকে পত্রবাহক-কে উপঢৌকন সহ মদিনা রওনা করানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এমন প্রস্তাব অবাস্তব। তারা যে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সময়টুকু ক্ষেপণ করেছিলেন, সেই সময়টুকু এই ৭০ দিন সময়ের সাথে যুক্ত করে আমরা মুহাম্মদের এই চিঠি প্রক্রিয়ার 'মোট সময়' নির্ধারণ করতে পারি। ধারণা করা কঠিন নয়, তা হতে পারে কমপক্ষে তিন মাস।

অর্থাৎ, *মুহাম্মদ আল-মুকাওকিসের কাছে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা ছিলো আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ নিষ্পত্তি ঘটনার (জানুয়ারি, ৬২৮ সাল) কমপক্ষে তিন মাস ও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সময়ের (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল)* ***কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে!***

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে চিঠি-হুমকি:

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা পারস্য সম্রাট খসরুর কাছে মুহাম্মদের চিঠি পাঠানোর যে সময়কাল লিপিবদ্ধ করেছেন (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল), তা সম্রাট খসরু পারভেজ ও হিরাক্লিয়াসের বহু বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী হানাহানির ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ - ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দৃশ্যপটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়! কারণ, *"সম্রাট হিরাক্লিয়াস কর্তৃক দাস্তাগার্ড দখল হওয়ার পর, ৬২৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় খসরু পুত্র দ্বিতীয় কাবাদ তার পিতাকে বন্দি করেন ও নিজেকে সাসানিদ সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসক হিসাবে ঘোষণা দেন।* এই ঘটনার তিন দিন পর কাবাদ তার পিতাকে হত্যা করে (১৬৪)।"

যেহেতু হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সময়ের (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল) দুই-তিন মাস আগেই (ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল) খসরু পারভেজ খুন হয়েছিলেন, সেহেতু হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর মৃত খসরু পারভেজ-কে মুহাম্মদের চিঠি পাঠানোর কোন প্রশ্নই আসে না! সুতরাং, যৌক্তিকভাবেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হলো: পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে মুহাম্মদ যে চিঠি-হুমকিটি পাঠিয়েছিলেন, তা ছিলো হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির বেশ কিছু সময় পূর্বে।

কত সময় পূর্বে?

ঠিক কত সময় পূর্বে তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে (পর্ব-১৬৩) এ বিষয়ের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে:

>> *"মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে পারস্যের (ইরান) শাসনকর্তা খসরু পারভেজের কাছে চিঠি লেখেন, অতঃপর সেই চিঠিটি মদিনা থেকে ইরানে খসরু পারভেজের কাছে পোঁছানো হয়।"*

মদিনা থেকে ইরানের স্থলপথে যাত্রার দূরত্ব হলো প্রায় **১৩৭০ মাইল**। যাত্রা পথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে প্রতি দিন ৩০ মাইল বেগে মদিনা থেকে ইরানের এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পত্রবাহকের সময় লাগবে কমপক্ষে ৪৬ দিন।

>> *"সেই চিঠিটি পাওয়ার পর খসরু পারভেজ তা ছিঁড়ে ফেলেন ও ইয়ামেনের গভর্নর বাধানের কাছে মুহাম্মদ-কে ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে চিঠি লেখেন, চিঠিটি ইরান থেকে ইয়ামেনের গভর্নর কাছে পোঁছানো হয়।"*

ইরান থেকে ইয়েমেনের স্থলপথে দূরত্ব হলো **১২১০ মাইল**। যাত্রা পথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে প্রতি দিন ৩০ মাইল বেগে ইরান থেকে ইয়েমেনের এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পত্রবাহকের সময় লাগবে কমপক্ষে আরও ৪১ দিন

>> "অতঃপর গভর্নর বাধান তার লোককে মুহাম্মদের কাছে ইয়ামেন থেকে মদিনায় মুহাম্মদের কাছে পাঠান।"

ইয়েমেন থেকে মদিনার স্থলপথে দূরত্ব হলো প্রায় **৮৭০ মাইল**। কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে প্রতি দিন ঐ বেগে ইয়েমেন থেকে মদিনার এই পথ পাড়ি দিতে তাদের সময় লাগবে কমপক্ষে আরও ২৯ দিন।

>> "তারা সেখানে পৌঁছার পর মুহাম্মদ তাদের-কে জানান যে খসরু পারভেজ-কে খুন করা হয়েছে, যা মুহাম্মদ অলৌকিকভাবে জানতে পেরেছেন!"

মুহাম্মদের যাবতীয় অলৌকিকত্বের কিসসা যে মুহাম্মদ পরবর্তী সময়ের নিবেদিতপ্রান অনুসারীদের অতি উর্বর মস্তিষ্কের ফসল, তার উজ্জ্বল সাক্ষী হলো মুহাম্মদ নিজেই (কুরান)। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্ব (পর্ব: ২৩-২৫)' পর্বে করা হয়েছে। সুতরাং যা বাস্তব তা হলো, কোন না কোন **'লৌকিক-ভাবেই'** মুহাম্মদ খসরু পারভেজের খুন হওয়ার সংবাদটি জেনেছিলেন! সেই সময়ের ইতিহাসের পর্যালোচনায় জানা যায়, খসরু পারভেজ খুন হয়েছিলেন ৬২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন এক সময়ে (সঠিক তারিখ অজ্ঞাত)। খসরু পারভেজের খুন হওয়ার ঐ দিনেই যদি মুহাম্মদের কোন গুপ্তচর ইরান থেকে মদিনায় এই খবর-টি পৌঁছে দেয়ার জন্য রওনা হোন, তবে মদিনা থেকে ইরানের এই ১৩৭০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে খবরটি মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিতে তার সময় লাগবে কমপক্ষে আরও ৪৬ দিন।

মোট সময় = (৪৬+৪১+২৯+৪৬ দিন) = কমপক্ষে ১৬২ দিন (প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস)!

সংবাদবাহক মদিনা থেকে ইরান, ইরান থেকে ইয়েমেন, ইয়েমেন থেকে মদিনা ও ইরান থেকে মদিনা যাত্রা পথের এই ১৬২ দিন সময়ে, খসরু পারভেজ মুহাম্মদের চিঠি পাওয়ার পর ইয়ামনের গভর্নর বাধানের কাছে চিঠি পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত ও

খসরু পারভেজের চিঠি পাওয়ার পর ইয়ামেনের গভর্নর তার লোকদের মদিনায় মুহাম্মদের কাছে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কোনরূপ অতিরিক্ত কাল ক্ষেপণ করেন নাই, এমন প্রস্তাব একেবারেই অবাস্তব। তারা যে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সময়টুকু ক্ষেপণ করেছিলেন, তা এই সময়ের সাথে যুক্ত করে আমরা খসরু পারভেজের কাছে মুহাম্মদের এই চিঠি প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য 'মোট সময়' নির্ধারণ করতে পারি। যৌক্তিকভাবেই তা তা হতে পারে কমপক্ষে সাত মাস।

অর্থাৎ, *খসরু পারভেজের কাছে মুহাম্মদ যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা ছিলো খসরু পারভেজের খুন হওয়ার (ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল) কমপক্ষে সাত মাস ও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সময়ের (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল) কমপক্ষে নয় -দশ মাস পূর্বে।*

আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) শাসনকর্তা আল-নাদজাসির কাছে চিঠি:

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের চিঠি হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা আল-নাদজাসি দু'টি জাহাজ যোগে মুহাম্মদের বেশ কিছু অনুসারীকে মদিনায় ফেরত পাঠান। এই সেই মুহাম্মদ অনুসারীরা যারা মুহাম্মদের আদেশে একদা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন (পর্ব-৪১)। এই অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদের চাচাতো ভাই **জাফর ইবনে আবু-তালিব**। আল-ওয়াকিদি, ইমাম বুখারী (৫:৫৯:৫৩৯) ও আল-তাবারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, খায়বার বিজয়ের ঐ সময়টিতে তারা মদিনায় পৌঁছেন ও জাফর খায়বারে এসে মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত হোন।

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা: [60] [61] [62]

'তারা বলেছেন: খায়বার বিজয়ের অল্প সময় পরে আল-নাদজাসির কাছ থেকে দু'টি জাহাজ যোগে লোকেরা এসে পৌঁছে। যখন আল্লাহর নবী জাফর-কে দেখতে পান, তিনি বলেন, "যখন আমি জাফর-কে দেখতে পাই, আমি বুঝতে পারি না এ দু'টির

কোনটি-তে আমার খুশী হওয়া উচিত; জাফরের প্রত্যাবর্তন, নাকি খায়বার বিজয়।" অতঃপর, আল্লাহর নবী তাকে আলিঙ্গন করেন ও তার দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করেন।'--

('They said: People from two ships arrived from the Negus soon after Khaybar was conquered. When the Prophet saw Jaʿfar he said, "When I saw Jaʿfar I did not know which of the two I should be happy about, the arrival of Jaʿfar or the conquest of Khaybar." Then the Messenger of God embraced him and kissed him between his eyes.')

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা আল-নাদজাসির কাছে মুহাম্মদের চিঠি পাঠানোর যে সময়কাল লিপিবদ্ধ করেছেন (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল), তা ওপরে বর্ণিত বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, মদিনা থেকে আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) স্থলপথের দূরত্ব হলো প্রায় ৩০০০ মাইল। যাত্রা পথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে প্রতি দিন ৩০ মাইল বেগে মদিনা থেকে আবিসিনিয়ার এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পত্রবাহকের সময় লাগবে কমপক্ষে ১০০ দিন ও সেখান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য আরও ১০০ দিন = মোট ২০০ দিন (প্রায় সাত মাস)! পত্রবাহক এই ৬০০০ মাইল পথ পরিক্রমায় কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, আল-নাদজাসি মুহাম্মদের চিঠি পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে ও মুহাম্মদ অনুসারীদের মদিনা প্রত্যাবর্তনের সাজ-সরঞ্জাম আয়োজন সমাপ্ত করতে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এমন প্রস্তাব অবাস্তব। তারা যে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সময়টুকু ক্ষেপণ করেছিলেন, তা এই সময়ের সাথে যুক্ত হবে। যৌক্তিকভাবেই তা হতে পারে কমপক্ষে আট মাসের অধিক।

অর্থাৎ, আল-নাদজাসির কাছে মুহাম্মদ যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা ছিলো মুহাম্মদের খায়বার বিজয়ের (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল) কমপক্ষে আট মাস ও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি সময়ের (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল) কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে।

>> 'বশ্যতা স্বীকার' করার আহ্বান সম্বলিত কোন চিঠি হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তি কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন তা বহুলাংশেই নির্ভর করে আহ্বানকারীর অতীত কর্ম-কাণ্ডের বিষয়ে ঐ ব্যক্তি কীরূপ ধারণা পোষণ করেন, আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়ায় তিনি কী পরিমাণ লাভবান হবেন, আর সাড়া না দিলে তিনি কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন - ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐ ব্যক্তিটির বিশ্বাস ও বিবেচনার ওপর। সে কারণেই আহ্বানকারীর কর্মকাণ্ডের অতীত ইতিহাস ও পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই মুহাম্মদের চিঠি-হুমকি গুলো কখন কোন শাসকের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল, তার ইতিবৃত্তের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখ ধারণা না থাকলে বিভিন্ন শাসকের কাছে মুহাম্মদের এ সকল চিঠি-হুমকির প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদের শক্তি বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী নৃশংসতার ভয়ে ভীত হয়েই অধিকাংশ অবিশ্বাসী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত 'বানু কুরাইজা গণহত্যা', বানু আল-মুসতালিক, খায়বার ও ফাদাক আগ্রাসন সম্পন্ন করার পরে প্রাপ্ত কোন চিঠি-হুমকির প্রতিক্রিয়া, এই সব আগ্রাসনের আগে প্রাপ্ত চিঠি-হুমকির প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ভিন্নরূপ হতে বাধ্য। বাস্তবে হয়েছিলো ও তাই! বানু কুরাইজা গণহত্যার পূর্বে মুহাম্মদের অনুসারীর সংখ্যা যা ছিলো, এই গণহত্যার পর তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে, খায়বারের অমানুষিক নৃশংসতা ও ফাদাক আগ্রাসনের পর তা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় (বিস্তারিত:'আল ফাতহ' বনাম আঠারটি হামলা [পর্ব-১২৪])!

আদি উৎসের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া, মুহাম্মদের চিঠি হুমকি প্রাপ্ত অন্যান্য শাসকদের প্রতিক্রিয়ার তুলনায় ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, এ কারণে যে হিরাক্লিয়াস যে কোন উপায়ে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার পক্ষে ছিলেন ভীষণ সোচ্চার (পর্ব-১৬৮)! অন্যদিকে, আল-

মুকাওকিসের প্রতিক্রিয়া ছিল মুহাম্মদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ (পর্ব-১৬১), খসরু পারভেজের প্রতিক্রিয়া ছিল রাগান্বিত ও অস্বীকার (পর্ব-১৬২), আর আল-নাদজাসির প্রতিক্রিয়া ছিলো বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাহায্যকারী!

কী কারণে তাদের প্রতিক্রিয়ার এই ভিন্নতা, তার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে আল-মুকাওকিস, খসরু পারভেজ ও আল-নাদজাসির কাছে মুহাম্মদের চিঠি হুমকির যে সময়কাল তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন, তাঁদেরই বর্ণিত মুহাম্মদের জীবন ইতিহাসের ('সিরাত') পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় তার সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ! তথ্য-উপাত্ত ও ঘটনার গভীর বিশ্লেষণে (In depth analysis) স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাদের কাছে প্রেরিত মুহাম্মদের চিঠি-হুমকির সময়কাল ছিলো হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির অনেক পূর্বে। তা ছিলো: "বানু কুরাইজা গনহত্যার পরে ও বানু আল-মুসতালিক আগ্রাসনের পূর্বে!"

সে কারণেই,

তাদের পক্ষে মুহাম্মদের 'বনি-কুরাইজা গণহত্যার' পরে সংঘটিত বানু আল-মুসতালিক, বানু ফাযারাহ [পর্ব-১১০], খায়বার, ফাদাক - ইত্যাদি আগ্রাসন ও নৃশংসতার ইতিবৃত্ত জানার সুযোগ ছিলো না। যদি তারা এই চিঠিগুলো 'বনি-কুরাইজা গণহত্যার' পরের এ সকল আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত ও মুহাম্মদের শক্তিমত্তার সর্বশেষ পরিচয় পাওয়ার পর প্রাপ্ত হতেন, তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতো তা জানা কখনোই সম্ভব নয়! কিন্তু যৌক্তিকভাবেই তা ভিন্নধর্মী না হওয়াটাই হতো অস্বাভাবিক।

অন্যদিকে,

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি হুমকি পাঠানোর সময় ও তার প্রতিক্রিয়ার সময়কাল ছিলো অনেক পরে। অন্যান্য শাসকদের তুলনায় হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া

কী কারণে ভিন্নতর, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই সময়কালের ধারণার মধ্যেই। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[60] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৮৩; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৩৬

[61] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৩৯ (বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ):

"Narrated By Abu Musa: ------We got on board a boat and our boat took us to Negus in Ethiopia. There we met Ja'far bin Abi Talib and stayed with him. Then we all came (to Medina) and met the Prophet at the time of the conquest of Khaibar."

[62] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৮ ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১১০

১৭১: চিঠি হুমকি-১০: হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঁয়তাল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা মিশরের সম্রাট আল-মুকাওকিস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ ও আবিসিনিয়ার শাসক আল-নাদজাসির কাছে মুহাম্মদের চিঠির যে সময়কাল উদ্ধৃত করেছেন, তা কী কারণে অসঙ্গতিপূর্ণ; এই চিঠিগুলোর সম্ভাব্য সময়কাল কী ছিলো; কী কারণে মুহাম্মদের এই চিঠিগুলো কখন কোন শাসকের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল তার ইতিবৃত্তের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কী কারণে তাদের পক্ষে 'বনি-কুরাইজা গণহত্যার' পরে সংঘটিত মুহাম্মদের আগ্রাসন ও নৃশংসতার ইতিবৃত্ত জানার সুযোগ ছিলো না - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসে বর্ণিত তথ্য-উপাত্ত ও ঘটনার গভীর বিশ্লেষণে যা স্পষ্ট তা হলো তাদের কাছে প্রেরিত মুহাম্মদের চিঠি-হুমকির সময়কাল ছিল বানু কুরাইজা গণহত্যার পরে ও বানু আল-মুসতালিক আগ্রাসনের পূর্বে। অন্যদিকে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি হুমকি ও তার প্রতিক্রিয়ার সময়কাল ছিলো অনেক পরে।

পূর্বে প্রকাশিতের (পর্ব-১৭০) পর:

হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি-হুমকি ও তার প্রতিক্রিয়ার সময়কাল:

সম্রাট খসরু পারভেজ ও হিরাক্লিয়াসের আঠার বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী হানাহানির ৬২৭ সাল - ৬২৮ সালের শেষ দৃশ্যপটের কালানুক্রমিক পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি:

*“সম্রাট হিরাক্লিয়াস কর্তৃক দাস্তাগার্ড দখল হওয়ার পর, **৬২৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি** দ্বিতীয় খসরু পুত্র দ্বিতীয় কাবাদ তার পিতাকে বন্দী করেন ও নিজেকে সাসানিদ সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসক হিসাবে ঘোষণা দেন। --অতঃপর কাবাদ পারস্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাইজেনটাইনরা পুনরুদ্ধার করে তাদের সকল অঞ্চল, মুক্ত করে তাদের সকল বন্দী সেনাদের, আদায় করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও পুনরুদ্ধার করে তাদের ধর্মীয় 'বিশুদ্ধ ক্রস'। ----পরাজিত সাসানিদরা ৬২৮ সালের শেষ দিকে এনাটোলিয়া থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেন (পর্ব-১৬৪)।"*

অন্যদিকে, আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি:

“হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর হিজরি ৬ সালের জিলহজ মাসে (যার শুরু হয়েছিল ১২ই এপ্রিল, ৬২৮ সাল) আল্লাহর নবী ছয়জন লোককে পত্রবাহক-রূপে প্রেরণ করেন। তিনি দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি কে প্রেরণ করেন সিজারের কাছে (পর্ব-১৬১)। ---পারস্যের বিরুদ্ধে এই বিজয় অর্জন ও তাদের কাছ থেকে 'বিশুদ্ধ ক্রস' পুনরুদ্ধার সম্পন্ন করার পর হিরাক্লিয়াস ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাকে প্রার্থনা করার নিমিত্তে জেরুজালেমের ('বায়তুল মুকাদ্দাস') উদ্দেশে পদব্রজে রওনা হোন; সেখানে পৌঁছা ও তার প্রার্থনা কর্ম সম্পন্ন করার পর একদা প্রত্যূষে তিনি অস্থির অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে ঘোষণা দেন যে তিনি গত রাতে এক স্বপ্ন দেখে জানতে পেরেছেন, লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন প্রথা পালনকারী রাজ্য হবে বিজয়ী (পর্ব-১৬৫)! প্রত্যূষে যখন তিনি তার পরিষদবর্গের সাথে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন, তখন তার কাছে পাঠানো মুহাম্মদের চিঠি-টি মদিনা থেকে বসরার শাসনকর্তার হাত ঘুরে জেরুজালেমে তার কাছে এসে পৌঁছে। অতঃপর তিনি আবু-সুফিয়ান-কে তার দরবারে তলব করেন

ও অল্প কিছু প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত হোন যে ***'এই মুহাম্মদই হলো তাদের গ্রন্থে বর্ণিত নবী';*** *তিনি তার সেই অভিমত দরবারে উপস্থিত লোকদের মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।* কিন্তু তারা তার প্রস্তাবে ভীষণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন (পর্ব: ১৬৬)।

অতঃপর তিনি তার সেই অভিমত জানিয়ে সিরিয়া থেকে রোমে তার এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখেন! বন্ধুটি তার চিঠি পাওয়ার পর তাকে লিখে জানান যে 'কথা সত্য!'; অতঃপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তার দরবারে ডেকে নিয়ে এসে যখন তার সেই অভিমত আবারও ব্যক্ত করেন, তখন তাদের প্রত্যেকে আবারও ভীষণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন (পর্ব-১৬৭)! ----"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই উপাখ্যানের বর্ণনায় যে তথ্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তার আলোকে এই উপাখ্যানের সকল ঘটনার সম্ভাব্য সময়কাল নির্ধারণ করা যায়:

বর্ণিত হয়েছে:
"হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর হিজরি ৬ সালের জিলহজ মাসে (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল) হিরাক্লিয়াসের কাছে লেখা চিঠিটি মুহাম্মদ তাঁর এক পত্রবাহক মারফত মদিনা থেকে বসরা শাসনকর্তার কাছে লিখে পাঠান। অতঃপর বসরার শাসনকর্তা এক পত্রবাহক মারফত সেই চিঠিটি বসরা থেকে জেরুজালেমে হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছে দেন।"

স্থলপথে মদিনা থেকে বসরার (ইরাক) দূরত্ব হলো প্রায় ৭৭০ মাইল। যাত্রা পথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে, প্রতি দিন গড়ে ৩০ মাইল বেগে পদব্রজে বা স্বল্প-ভারবাহী উটের পিঠে চেপে মদিনা থেকে বসরার এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পত্রবাহকের সময় লাগবে কমপক্ষে ২৬দিন। আর বসরা থেকে জেরুজালেমের স্থলপথ দূরত্ব হলো আরও ১০০০ মাইল। মরু পথের এই দূরত্ব পাড়ি দিতে

পত্রবাহকের সময় লাগবে কমপক্ষে আরও ৩৪ দিন। অর্থাৎ, যাত্রা পথের মোট সময় কমপক্ষে = ২৬ +৩৪ দিন = ৬০ দিন বা দুই মাস। পত্রবাহক মদিনা থেকে বসরা ও বসরা থেকে জেরুজালেমের এই দুই মাস যাত্রাপথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এবং/অথবা বসরার শাসনকর্তা মুহাম্মদের চিঠি পাওয়ার পর তা হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এমন প্রস্তাব বাস্তব সম্মত নয়। তারা যে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সময়টুকু ক্ষেপণ করেছিলেন, তা এই ৬০ দিন সময়ের সাথে যুক্ত করে আমরা 'মুহাম্মদ-হিরাক্লিয়াস' চিঠি প্রক্রিয়ার মোট সময় নির্ধারণ করতে পারি; যা হতে পারে কমপক্ষে আড়াই মাস।

অর্থাৎ, আদি উৎসের বর্ণনা মতে মুহাম্মদ যদি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির (এপ্রিল-মে, ৬২৮ সাল) অব্যবহিত পরেই হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি পাঠান তবে সেই চিঠিটি হিরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল মুহাম্মদের খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরার অমানুষিক নৃশংসতার (জুলাই, ৬২৮ সাল) কমপক্ষে এক মাস পর, ও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির কমপক্ষে আড়াই মাস পর।

প্রশ্ন হলো,

"আদি উৎসের এই বর্ণনা কী 'হিরাক্লিয়াস-আবু সুফিয়ান' উপাখ্যানের বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?"

স্থলপথে **মক্কা থেকে সিরিয়ার** দূরত্ব হলো ১২৩০ মাইল। কাফেলা বাণিজ্য বহনকারী উটের সর্বোচ্চ গতি প্রতি দিনে ১৮-২৫ মাইল, গড়ে প্রতিদিন ২০ মাইলের বেশী নয়। হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ("তারা আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে যাতে জনগণ সহিংসতা পরিহার করে নিরাপদে থাকতে পারে [পর্ব-১২৮]") তাঁরা নির্ভয়ে বাণিজ্য-কর্ম করতে পারবেন' এই ভরসায় যদি আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর পরই মক্কা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হোন, তবে

যাত্রাপথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে মরুভূমির এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে আবু-সুফিয়ান ও তাঁর দলের সময় লাগবে কমপক্ষে ৬২ দিন। মরুভূমির এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এমন প্রস্তাব অবাস্তব। তাঁরা যে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সময়টুকু ক্ষেপণ করেছিলেন, তা এই ৬২ দিন সময়ের সাথে যুক্ত করে তাঁদের এই যাত্রার সম্ভাব্য মোট সময়কাল নির্ধারণ করা যায়। যৌক্তিকভাবেই তা হতে পারে কমপক্ষে আড়াই মাস। অর্থাৎ, আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা যদি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর পরই মক্কা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হোন, তবে তাঁরা মুহাম্মদের চিঠি-টি হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছার সময়টিতে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

এই হিসাবে, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির সময়কালে মুহাম্মদ হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লিখেছিলেন ও আবু সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করার সময়টিতে সেই চিঠিটি হিরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল' বর্ণনাটি সঙ্গতিপূর্ণ।

>> মুহাম্মদের চিঠি হুমকি পাওয়ার পূর্বে হিরাক্লিয়াস মুহাম্মদের আগ্রাসন ও 'বনি-কুরাইজা গণহত্যা' পরবর্তী একের পর এক উপর্যুপরি বিজয় অর্জনের কোন খোঁজখবর রাখতেন কী না তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু মুহাম্মদের চিঠি হুমকিটি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস কী পরিমাণ উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলেন তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় আদি উৎসের বর্ণনায়!

বর্ণিত হয়েছে:

*'অতঃপর হিরাক্লিয়াস তার পুলিশ-প্রধানকে ডেকে পাঠান ও তাকে বলেন, "আমার জন্য তুমি সিরিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকো, যতক্ষণে না তুমি এই লোকটির এলাকার কোনও লোককে আমার কাছে হাজির করতে পারো (পর্ব-১৬৬)! -------- অতঃপর হিরাক্লিয়াস মুহাম্মদের ব্যাপারে তার অভিমত যথার্থ কিনা তা জানার অভিপ্রায়ে **সিরিয়া থেকে রোমে** তার এক বন্ধুর কাছ চিঠি লেখেন [পর্ব-১৬৭]। প্রতি*

উত্তরে বন্ধুটি হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লিখে জানান যে মুহাম্মদ সত্যই আল্লাহর নবী!'

স্থলপথে সিরিয়া থেকে মদিনার দূরত্ব হলো ১০০০ মাইল। যাত্রা পথে কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ না করে, প্রতি দিন গড়ে ৩০ মাইল বেগে পদব্রজে বা স্বল্প-ভারবাহী উটের পিঠে চেপে এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে হিরাক্লিয়াসের নিযুক্ত কোন লোকের সিরিয়া থেকে মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদের যাবতীয় নাড়ি-নক্ষত্র ও তাঁর হালনাগাদ কর্ম-কাণ্ড ও শক্তিমত্তার সমস্ত খবরাখবর নিয়ে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে পথে তার মোট সময় ব্যয় হবে ৩৪ দিন + ৩৪ দিন = ৬৮ দিন (প্রায় আড়াই মাস)। অন্যদিকে, স্থলপথে সিরিয়া থেকে রোমের দূরত্ব হলো ২৩০০ মাইল, যা অতিক্রম করতে, ওপরে বর্ণিত হিসাবে, পত্রবাহকের সময় লাগবে কমপক্ষে ৭৭ দিন। অতঃপর সেখান থেকে চিঠিটির জবাব নিয়ে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে তার সময় লাগবে আরও ৭৭ দিন। মোট ১৫৪ দিন (প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস)। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পত্রবাহক কোনরূপ অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন নাই, এমন প্রস্তাব অবাস্তব। সুতরাং, যা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তা হলো, হিরাক্লিয়াস তার বন্ধুর কাছে এই চিঠি আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে ছয় মাস সময় অপেক্ষা করার পর ৬২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, কিংবা তারও পরের কোন এক সময়ে তার ঐ চিঠিটির জবাব পেয়েছিলেন!

বর্ণিত হয়েছে:

"হিরাক্লিয়াস তার সেই চিঠির জবাব পাওয়ার পর রোমান জনগণদের সমবেত করে মুহাম্মদের প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য তাদের-কে আবারও আহ্বান জানান! কিন্তু তার সেই চেষ্টা আবারও ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হওয়ার পর তিনি সিরিয়া থেকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল প্রত্যাবর্তন করেন ['হিরাক্লিয়াসের শেষ প্রস্তাব (পর্ব-১৬৮)]'!"

প্রশ্ন হলো:

"অপেক্ষার এই দীর্ঘ সময়টিতে উদ্বিগ্ন হিরাক্লিয়াস কী তার কোন নিজস্ব লোককে মদিনায় পাঠিয়ে মুহাম্মদের কর্ম-কাণ্ডের ইতিবৃত্ত জানার চেষ্টা করছিলেন? না কী এই সময়টিতে তিনি তার কোন কিছুই না করে নিশ্চিন্তে বসে বসে 'শুধু' তার চিঠির জবাবের অপেক্ষা করছিলেন?"

কোন 'চিঠি হুমকি' পাওয়ার পর যদি তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ (serious threat) বলে বিবেচিত হয়, তবে যে কোন সাধারণ ব্যক্তিই বিভিন্ন উপায়ে এই হুমকি প্রদানকারী ব্যক্তি বা গুষ্টির ব্যাপারে যথা সম্ভব খবরাখবর সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তিনি তাদের ব্যাপারে' সমস্ত খবরাখবর আহরণের প্রচেষ্টায় তার সাধ্যের সবটুকুই কাজে লাগান। আক্রান্ত ব্যক্তির এটি এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এমত পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিই শুধুমাত্র তার এলাকায় বাণিজ্য কর্মে আগত পূর্ব পরিচয়-হীন অজানা কোন ব্যবসায়ীর 'বক্তব্য-কে মহাসত্য' বলে অভিমত দিয়ে নিশ্চিন্ত-চিন্তে মাসের পর মাস সময় অতিবাহিত করেন না!

হিরাক্লিয়াসের বিবেচনায় মুহাম্মদের এই চিঠি হুমকি-টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ হলো:

"মুহাম্মদের চিঠি হুমকি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস উদ্বিগ্নচিত্তে আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীদের দরবারে ধরে নিয়ে এসে মুহাম্মদের ব্যাপারে খোঁজ খবর করেছিলেন!"

আবু সুফিয়ানের সাথে অল্প কিছু কথাবার্তা ও অর্থহীন সামান্য কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব জানার পর (পর্ব-১৬৬) হিরাক্লিয়াস শুধুমাত্র তার অভিমতের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টায় ছয় মাস সময় ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা কালে মাত্র আড়াই মাস পথ পাড়ি দিয়ে 'খসরু পারভেজের মত (পর্ব-১৬৩)' তার নিজস্ব লোকদের মদিনায় পাঠিয়ে মুহাম্মদের কর্ম-কাণ্ডের ইতিবৃত্ত জানার কোন চেষ্টায় করেন নাই, এমন দাবী সত্য হলে তা নিশ্চিতরূপেই হিরাক্লিয়াস-কে এক অদূরদর্শী, জড়বুদ্ধি

ও আহাম্মক ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করে, যা নিশ্চিতরূপেই অযৌক্তিক, অবাস্তব ও উদ্ভট! সম্রাট হিরাক্লিয়াস কোন অদূরদর্শী, জড়বুদ্ধি, আহাম্মক অথবা এমন কি কোন সাধারণ ব্যক্তি ও ছিলেন না; তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বহুবছর ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহে অভিজ্ঞ বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক!

সংক্ষেপে,

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও সমসাময়িক ইতিহাসের তথ্য উপাত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যা প্রায় নিশ্চিতরূপেই প্রতীয়মান হয় তা হলো:

(১) আল-মুকাওকিস, খসরু পারভেজ ও আল-নাদজাসির কাছে প্রেরিত মুহাম্মদের চিঠি-হুমকির সম্ভাব্য সময়কাল ছিল বানু কুরাইজা গণহত্যার পরে এবং বানু আল-মুসতালিক, বানু ফাযারাহ ও উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড [পর্ব-১১০], খায়বার, ফাদাক - ইত্যাদি আগ্রাসন ও নৃশংসতার আগে। অন্যদিকে, হিরাক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদের চিঠি-হুমকি ও তার প্রতিক্রিয়ার সময়কাল ছিলো মুহাম্মদের এই সব নৃশংস আগ্রাসনের পরে। সময়ের এই ব্যবধানের কারণে মুহাম্মদের চিঠি হুমকি প্রতিক্রিয়ার সময়টি-তে হিরাক্লিয়াসের পক্ষে মুহাম্মদের হালনাগাদ কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত জানার সুযোগ ছিলো, কিন্তু অন্যান্য শাসকদের জন্য তা ছিলো অসম্ভব।

(২) মুহাম্মদের চিঠি হুমকি পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস দীর্ঘ ছয় মাসেরও অধিক কাল বিভিন্ন উৎস থেকে মুহাম্মদের কর্ম-কাণ্ডের ইতিবৃত্ত জানার চেষ্টা করেছিলেন ও মুহাম্মদের সকল আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত ও শক্তিমত্তার সর্বশেষ পরিচয় হিরাক্লিয়াস নিশ্চিত জানতেন।

(৩) পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আঠার বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস বিজয়ী হয়েও পরাজিত হয়েছিলেন এই বিবেচনায় যে, তিনি এই যুদ্ধে তার প্রায়

সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন। এমত অবস্থায় তিনি মুহাম্মদের নেতৃত্বে ধর্মের নামে উদীয়মান আগ্রাসী আরব শক্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ ঝামেলায় জড়াতে চান নাই।

(৪) হিরাক্লিয়াস নিশ্চিত জানতেন, "মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো 'তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা!'" হিরাক্লিয়াস সেই চেষ্টায় করেছিলেন! সে কারণেই আক্রান্ত অবস্থায় বনি কুরাইজা গোত্র নেতা কাব বিন আসাদ মুহাম্মদ সম্বন্ধে যে অভিমত, আহ্বান ও প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, মুহাম্মদের চিঠি হুমকি পাওয়ার পর তার অভিমত, আহ্বান ও প্রস্তাব ছিল ঠিক তেমনই (পর্ব-১৬৯)। হিরাক্লিয়াস যে কোন শর্তে মুহাম্মদের সাথে আপোষ রফায় রাজী ছিলেন সে কারণেই!

১৭২: মুহাম্মদের চিঠি-১১: আল-নাজ্জাসীর প্রতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত ছেচল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মদিনা অবস্থানকালীন সময়ে বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে যে চিঠি হুমকি-টি প্রেরণ করেছিলেন, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলের ইতিহাসের আলোকে তার বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা গত আট-টি (পর্ব: ১৬৪-১৭১) পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, মুহাম্মদ তাঁর মদিনা অবস্থানকালীন সময়ে আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) শাসনকর্তা আল-নাজ্জাসীর কাছেও চিঠি লিখেছিলেন।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [63] [64]
পূর্বে প্রকাশিতের (পর্ব-১৬৮) পর:

'ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন:
আল্লাহর নবী **জাফর বিন আবু তালিব** ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি-কে যে চিঠি সহকারে নিগাসের কাছে প্রেরণ করেন, তাতে তিনি তার কাছে যা লিখেছিলেন তা ছিল এই:

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদের নিকট থেকে ইথিওপিয়ার রাজা নিগাস আল-আসাম এর প্রতি।

তোমার জীবন হোক শান্তিপূর্ণ! আমি প্রশংসা করছি সেই আল্লাহর, যে মহাধিরাজ, পবিত্র, শান্তিময়, বিশ্বাস-বাহক ও সর্বদ্রষ্টা, ও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মরিয়ম পুত্র যীশু হলো আল্লাহর রুহ (Spirit) ও তার হুকুম, যা সে প্রকাশ করেছে ধর্মপরায়ণ ও নিষ্পাপ কুমারী মেরীর ওপর, এ কারণে যে সে যেন যীশুকে তার গর্ভে ধারণ করতে পারে; যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে তার রুহ থেকে ও দান করেছে প্রাণ, যেভাবে সে নিজ হাতে আদম-কে সৃষ্টি করেছে ও তাকে দান করেছে জীবন।

আমি তোমাকে আহ্বান করছি একমাত্র আল্লাহর দিকে, যার কোন শরীক নাই, যেন তুমি স্থায়ীভাবে তার আনুগত্য স্বীকার করো; যেন তুমি অনুসরণ করো আমাকে ও বিশ্বাস করো আমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে; কারণ আমি হলাম আল্লাহর প্রেরিত রসুল।

আমি আমার ***চাচাত ভাই জাফর*** *ও তার সঙ্গে এক দল মুসলমানদের কে তোমার কাছে পাঠিয়েছি। যখন তারা তোমার কাছে এসেছে, তুমি তাদের কে তোমার আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছ ও তুমি জুলুম করো নাই; কারণ আমি তোমাকে ও তোমার সেনাবাহিনী কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছি। আমি আমার আন্তরিক পরামর্শ প্রদান করেছি। আমার উপদেশ গ্রহণ করো! যে কেহ সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক!""*

জবাবে নিগাস আল্লাহর নবীকে লিখে জানান:

"ঈশ্বরের নামে, যিনি দয়াময় ও করুণাময়।
নিগাস ***আল-আসহাম বিন আবজার*** *(al-Asham b. Abjar) এর নিকট থেকে আল্লাহর নবী মুহাম্মদের প্রতি।*

হে আল্লাহর নবী, আপনার ওপর শান্তি ও ঈশ্বরের করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, সে ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই; যে আমাকে ইসলামে অধিষ্ঠিত করেছে।

পুনশ্চ: হে আল্লাহর নবী, যীশু সম্বন্ধে আপনার লেখা চিঠিটি আমি পেয়েছি। স্বর্গ ও মর্তের প্রভুর কসম, আপনি যা বলেছিলেন তার চেয়ে যীশু এক বিন্দু বেশী ছিলেন না - তিনি তাই ছিলেন, যা আপনি বলেছেন। আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে আপনাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে ও আমরা আপনার চাচাত ভাই ও তার সঙ্গীদের আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রসূল, সত্য বলছেন ও সত্যতা নিশ্চিত করছেন। আমি আপনার প্রতি ও আপনার চাচাত ভাইয়ের প্রতি আনুগত্যের শপথ করেছি। আমি নিজেকে ঈশ্বরের নির্দেশের কাছে সমর্পণ করেছি, যিনি সারা বিশ্বের প্রভু।

*আমি আমার পুত্র **আরহা বিন আল-আঘাম বিন আবজার** কে আপনার কাছে পাঠিয়েছি। আমার যা ক্ষমতা তা শুধুমাত্র আমার নিজের ওপর। হে আল্লাহর নবী, যদি আপনি চান যে আমি আপনার কাছে আসি, আমি তা করবো; কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি যা বলছেন তা সত্য। হে আল্লাহর নবী, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"'*

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [65] [66]

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৩৯:

বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

'আবু মুসা হইতে বর্ণিত: যখন আমরা ইয়েমেনে ছিলাম, আল্লাহর নবীর হিজরতের (মক্কা থেকে মদিনা) খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। তাই আমরা তার কাছে যাওয়ার অভিপ্রায়ে অভিবাসীরূপে (emigrants) রওনা হই। আমরা ছিলাম (তিন জন) আমি ও আমার দুই ভাই। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, তাদের

দু'জনের একজন হলো আবু বারদা ও অন্যজন হলো আবু রুহম; আমাদের মোট লোক সংখ্যা ছিল ৫২ অথবা ৫৩ জন। আমরা এক নৌকার পাটাতনে চড়ে রওনা হই ও নৌকাটি আমাদের-কে ইথিওপিয়ার নিগাসের কাছে নিয়ে আসে। সেখানে আমরা জাফর বিন আবু তালিবের সাথে মিলিত হই ও আমরা তার সাথে অবস্থান করি। অতঃপর, আমরা সকলে (মদিনায়) চলে আসি ও খায়বার বিজয় সময়টিতে আমরা আল্লাহর নবীর সাথে এসে মিলিত হই [অনুরূপ বর্ণনা: 'আল-ওয়াকিদি (পর্ব-১৭০)']।"

ইমাম তিরমিজীর (৮২৪ - ৮৯২ সাল) বর্ণনা: [67]

সুনান আল-তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭): অনেক বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ:

আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হয়েছে যে: 'রসুলুল্লাহ (সাঃ) কিসরা, সিজার ও নাজ্জাসী-কে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখা মনস্থ করেন। ----

[অতঃপর কিসরা ও সিজারের কাছে চিঠির বর্ণনা (বিস্তারিত: পর্ব: ১৬২-১৬৮)]

--- ওপরে বর্ণিত হাদিসে যে তৃতীয় চিঠির বিষয় উল্লেখ আছে, তা পাঠানো হয়েছিল নাজ্জাসীর কাছে। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে আবিসিনিয়ার রাজাদের বলা হতো নাজ্জাসী। সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) এর জীবিত অবস্থায় আবিসিনিয়ায় দুই জন রাজা ছিলেন। প্রথম জনের নাম ছিল **আস-হামাহ** (As-hamah), যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানরা তার শাসন আমলেই আবিসিনিয়া হিজরত করেছিলেন। সেই সময়টিতে তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। এই ঘটনাটি 'সাহাবা রাজি-আল্লাহু আনহুদের গল্প' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) দ্বিতীয় নাজ্জাসীর কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন তা ছিল সাইয়েদিনা আমর বিন উমাইয়া দামরি (রাঃ) মারফত। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

[অতঃপর চিঠির বর্ণনা, যা আল-তাবারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনারই অনুরূপ।] --

মুহাদ্দিসদের এক দল এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে যে, এই নাজ্জাসী **ইতিমধ্যেই** ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) এর এই চিঠি-টি পাওয়ার পর তিনি জন সম্মুখে ঘোষণা করেন যে তিনি ছিলেন মুসলমান। কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি এই **চিঠি পাওয়ার পর** ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি এই চিঠির জবাব দেন, যেখানে তিনি নিশ্চিত করেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন ও সাইয়েদিনা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে তার প্রতিটি বাক্য সত্য। তিনি এই জবাব-টি তার পুত্রের মাধ্যমে, যার সঙ্গে ছিল সত্তর জন লোকের একটি দল, সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) এর কাছে পাঠান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে নৌকাটিতে করে তারা ভ্রমণ করছিলেন, তা সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যায় ও তাদের একজন লোকও সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) এর কাছে পৌঁছতে পারে না।

সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) এর জীবিত অবস্থাতেই এই নাজ্জাসী মৃত্যুবরণ করেন। সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) তার জন্য জানাজা নামাজ আদায় করেন। (ফিকাহ্ মাসালাহর একটি হলো, কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য জানাজা নামাজ আদায় করা। অনেকগুলো কারণে তা হানাফি মতের এক বৈশিষ্ট্য।) [68] [69] [70]

এই নাজ্জাসীর মৃত্যুর পর আরেক নাজ্জাসী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন। তার কাছে আর একটি চিঠি পাঠানো হয় --------। এই নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা ও তার কী নাম ছিল তা নিশ্চিত করা হয় নাই। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত এই যে, এই তৃতীয় চিঠি-টি যে নাজ্জাসীর কাছে পাঠানো হয়েছিলো তা ছিলো ঐ একই নাজ্জাসী। নাজ্জাসী নামের কতিপয় বর্ণনায় এটিও বলা হয়েছে যে সাইয়েদিনা রসুলুল্লাহ (সা:) যে নাজ্জাসীর জানাজা নামাজ আদায় করেছিলেন, তিনি এই নাজ্জাসী ছিলেন না। এটিই হলো আরও সঠিক ব্যাখ্যা। কিছু মুহাদ্দিস শুধুমাত্র প্রথম নাজ্জাসীর কাছে

প্রেরিত চিঠিটিরই উল্লেখ করেছেন, আর কিছু মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র দ্বিতীয় চিঠিটির।' [71]

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য অতিকথার (Myth) সর্বশ্রেষ্ঠটি হলো, "মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিজরত করেছিলেন!" আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য অতিকথার মতই এই দাবীরও আদৌ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই! এ বিষয়ের আংশিক আলোচনা 'তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা ছিলাম অসহায় ও 'শয়তানের বানী - প্রাপক ও প্রচারক মুহাম্মদ (পর্ব: ৪১-৪২)' পর্বে করা হয়েছে। সত্য যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত তার আংশিক আলোচনা ও 'আবু জানদাল বিন সুহায়েল উপাখ্যান (পর্ব-১২০)!' পর্বে করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা **"আইয়ামে জাহিলিয়াত ও হিজরত অধ্যায়ে"** করা হবে।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদের চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব (আলীর সহোদর ভাই) মুহাম্মদের আদেশে আরও কিছু মুহাম্মদ অনুসারীদের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এই জাফর-কে তার নিজ গোত্রের (হাশেমী গোত্র) কোন অবিশ্বাসী সদস্য কিংবা মক্কায় অবস্থিত অন্যান্য গোত্রের কোন অবিশ্বাসী সদস্য কখনো কোন অত্যাচার করেছিলেন, এমন ইতিহাস কোথাও বর্ণিত হয় নাই। কী কারণে মুহাম্মদ তাঁর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব সহ তাঁর মোট ৮২ জন প্রাপ্তবয়স্ক অনুসারী-কে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ জারী করেছিলেন, তার আলোচনা "তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা ছিলাম অসহায় (পর্ব–৪১)" পর্বে করা হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদের "শয়তানের বানী প্রাপ্তি (পর্ব–৪২)" ঘটনার সময়টিতে এই ৮২ জন আবিসিনিয়া হিজরতকারী অনুসারীর ৩৩ জনই ফিরে আসেন মক্কায়। ফিরে আসার পর তাদের কারও প্রতি কোন অবিশ্বাসী

মক্কাবাসী কখনো কোন অত্যাচার করেছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসের কোথাও বর্ণিত হয় নাই।

>> বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি যেমন 'সিজার', পারস্য (সাসানিদ) সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি যেমন 'খসরু (কিসরা)', তেমনই আবিসিনিয়ার শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল 'নাজ্জাসী (নিগাস)'। আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাসী মুহাম্মদের এই চিঠিটি পাওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন না কী পরে; মুহাম্মদ শুধু প্রথম নাজ্জাসীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন, না কী তিনি চিঠি লিখেছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় (ও তৃতীয়) নাজ্জাসীর কাছে - এ ব্যাপারে আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় মতপার্থক্য আছে। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের সেই আদি কাল থেকে এখন পর্যন্ত সকল মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিষয়ে কোনরূপ মতপার্থক্য নেই তা হলো:

"৬১৫-৬১৬ খ্রিস্টাব্দের যে সময়টিতে মুহাম্মদ তাঁর চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব ও তার কিছু অনুসারীকে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, সেই সময়টিতে আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাসী ছিলেন 'খ্রিস্টান ধর্মাম্বলী'। মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও নাজ্জাসী এই নব্য ইসলাম অনুসারীদের আশ্রয় প্রদান ও বিশেষ আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। ভিন্ন ধর্মাম্বলী হওয়ার কারণে তিনি তাদের কারও প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করেছিলে, এমন ইতিহাস কোথাও বর্ণিত হয় নাই!"

অন্যদিকে,

অবিশ্বাসীদের প্রতি মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে যে কী পরিমাণ হুমকি-শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান, দোষারোপ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিলেন - তা মুহাম্মদেরই রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে (পর্ব: ২৬-২৭)! অপরিচিত ভিন্ন ধর্মাম্বলীদের প্রতিই শুধু নয়, মুহাম্মদের আদর্শে দীক্ষিত তাঁর

অনুসারীরা তাদের একান্ত নিকটাত্মীয়দের প্রতিও কীরূপ ধারণা প্রদর্শন করতেন, তা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট (পর্ব-৩৬-৩৭)।

মুহাম্মদের মতবাদে দীক্ষিত পুরুষরাই শুধু নয়, তাঁর আদর্শে দীক্ষিত এক রমণী, যে রমণী-টি ছিলেন মুহাম্মদের বহু পত্নীদের একজন (পর্ব-১০৮), যার বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন এই নাজ্জাসী, যার পিতা ছিলেন মক্কার এক অতি সম্মানিত বিশিষ্ট কুরাইশ গোত্র প্রধান - সেই 'উম্মুল মুমেনীন (সমস্ত মুসলমানদের মাতা)' মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তার জন্মদাতা অমুসলিম পিতার প্রতি কীরূপ অশ্রদ্ধা ও অবমাননাকর আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[63] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১০৮-১১০

[64] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৬৫৭-৬৫৮

[65] সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৩৯ (বড় হাদিস, এই পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ): "Narrated By Abu Musa: The news of the migration of the Prophet (from Mecca to Medina) reached us while we were in Yemen. So we set out as emigrants towards him. We were (three) I and my two brothers. I was the youngest of them, and one of the two was Abu Burda, and the other, Abu Ruhm, and our total number was either 53 or 52 men from my people. We got on board a boat and our boat took us to Negus in Ethiopia. There we met **Ja'far bin Abi Talib** and stayed with him. Then we all came (to Medina) and met the Prophet at the time of the conquest of Khaibar. -------"

[66] অনুরূপ বর্ণনা - Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা ১১০

[67] সুনান আল-তিরমিজী: চ্যাপ্টার ১১, হাদিস নম্বর ০০৬ (০৮৭)

[68] [69] [70] **"তার জন্য জানাজা নামাজ আদায় করেন।"**

সহি বুখারী: ভলুম ২, বই নম্বর ২৩, হাদিস নম্বর ৪০৩:

সহি বুখারী: ভলুম ২, বই নম্বর ২৩, হাদিস নম্বর ৩৩৭:

সহি মুসলিম: বই নম্বর ৪, হাদিস নম্বর ২০৭৮:

[71] **"--যে নাজ্জাসীর জানাজা নামাজ আদায় করেছিলেন, তিনি এই নাজ্জাসী ছিলেন না।"**

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৮২:

“It has been narrated on the authority of Anas that the Prophet of Allah (may peace be upon him) wrote to Chosroes (King of Persia), Caesar (Emperor of Rome), Negus (King of Abyssinia) and every (other) despot inviting them to Allah, the Exalted. And this Negus was not the one for whom the Messenger of Allah (may peace be upon him) had said the funeral prayers.”

১৭৩: মুহাম্মদের চিঠি-১২: উম্মে হাবিবার দুর্ব্যবহার ও নবীর আদর্শ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত সাতচল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা আল-নাজ্জাসীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ৬২৭ সালের শেষার্ধে (পর্ব-১৭০), আর তিনি তাঁর অনুসারীদের আবিসিনিয়ার হিজরত করার আদেশ জারী করেছিলেন ৬১৫-৬১৬ খ্রিস্টাব্দে। মুহাম্মদের ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া সত্বেও আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাসী তার রাজ্যে আগত এই নব্য ইসলাম অনুসারীদের শুধু যে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন তাইই নয়, তিনি তাদের প্রতি কীরূপ হৃদ্যতা প্রদর্শন, সহানুভূতিশীল ও সহনশীল আচরণ করেছিলেন; মুহাম্মদের এই চিঠি-টি পাওয়ার পর নাজ্জাসী কী ভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন; তিনি তার পুত্রের সঙ্গে যে সত্তর জন আদি ইথিওপিয়াবাসীদের (আল তাবারী: '৬০জন ইথিওপিয়ানদের একটি দল') মুহাম্মদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, পথিমধ্যে তাদের কী পরিণতি হয়েছিল; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [72]

পূর্বে প্রকাশিতের (পর্ব-১৭২) পর:

‘মুহাম্মদ বিন উমর (আল-ওয়াকিদি) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 'আল্লাহর নবী নিগাসের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে তিনি যেন আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবার সঙ্গে তাঁর [নবীর] বিবাহের ব্যবস্থা করেন, অতঃপর তিনি যেন তার ওখানে যে মুসলমানরা আছে তাদের সঙ্গে তাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। বিবাহের এই প্রস্তাব-টি উম্মে হাবিবা-কে জানানোর জন্য নিগাস তার এক ক্রীতদাসীকে তার কাছে প্রেরণ করেন, যার নাম ছিল আবরাহা (Abrahah)। এই খবরটি শোনার পর উম্মে হাবিবা আনন্দে এতই আত্মহারা হয়ে ওঠেন যে তিনি আবরাহা-কে তার কিছু রুপার অলংকার ও একটি আংটি প্রদান করেন।

নিগাস উম্মে হাবিবা-কে আদেশ করেন যে তিনি যেন তার পক্ষে কোন এক লোককে তার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন, যে তাকে বিবাহ দেবে। তাই তিনি [উম্মে হাবিবা] খালেদ বিন সাইদ বিন আল-আস (Khalid b. Said b. al-As) কে তার পক্ষে নিযুক্ত করেন। সে তাকে বিবাহ দেয়: আল্লাহর নবীর পক্ষে কথা বলে নিগাস ও (উম্মে হাবিবার পক্ষে) কথা বলে খালিদ, সে উম্মে হাবিবা-কে বিবাহ দেয়। নিগাস নববধূ-কে ৪০০ দিনার উপহার স্বরূপ দেবার ঘোষণা করেন ও তিনি তা খালিদ বিন সাইদের কাছে হস্তান্তর করেন। যখন এই অর্থ উম্মে হাবিবার হাতে পৌঁছে, আবরাহা ছিল সেই মহিলা যে এটি তার কাছে নিয়ে এসেছিল, উম্মে হাবিবা তাকে ৫০ মিথকাল (mithqal) প্রদান করেন ও বলেন, "যখন আমার কাছে কিছুই ছিল না তখন আমি তোমাকে ওগুলো (ওপরে উদ্ধৃত 'রুপার অলংকার ও একটি আংটি') প্রদান করেছিলাম, কিন্তু পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ এখন এগুলো আমার জন্য এনেছে!" [73]

আবরাহা বলে, "রাজার আদেশ এই যে আমি যেন আপনার কাছ থেকে কোন কিছু না নেই ও যে জিনিসগুলো আমি নিয়েছি, তা যেন আপনাকে ফেরত দিই" - অতঃপর সে তাকে তা ফেরত দেয়। [বলে] "রাজার দেয়া অলঙ্কার ও পোশাকই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল ও তাঁর প্রতি আমার

আস্থা। আপনার প্রতি আমার একমাত্র অনুরোধ এই যে, আপনি তাঁকে আমার সালাম জানাবেন।" উম্মে হাবিবা বলেন যে তিনি তা করবেন। (আবরাহা বলে) "রাজা তার স্ত্রীদের এই আদেশ করেছেন যে তাদের কাছে যে ঘৃতকুমারী কাঠ ও অম্বরের সুগন্ধি আছে, তারা যেন তা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়।" আল্লাহর নবী উপলব্ধি করেন যে এগুলো তিনি [উম্মে হাবিবা] ব্যবহার করেন ও তার বাসস্থানে মজুদ রাখেন; কিন্তু তিনি তা অপছন্দ (disapprove) করেন নাই।'

উম্মে হাবিবা হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন: 'তিনি আমাদের সাথে নাবিকদের প্রেরণ করেন ও আমরা দুটি বড় নৌকাতে (Ship) চড়ে যাত্রা করি। আমরা আল-জার (al-Jar) নামক স্থানে অবতরণ করি ও পশুর পিঠে চড়ে মদিনায় পৌঁছোই। আমরা জানতে পাই যে আল্লাহর নবী খায়বারে অবস্থান করছেন ও কিছু লোক তাঁর কাছে গমন করে। [74] [75]।

আমি মদিনায় অবস্থান করি যতদিনে না আল্লাহর নবী ফিরে আসেন, অতঃপর আমি তার সান্নিধ্যে আসি। তিনি আমাকে নিগাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আমি তাঁকে আবরাহার অভিবাদন জানাই ও তিনি তার জবাব দেন।' আবু-সুফিয়ান যখন জানতে পারেন যে আল্লাহর নবী উম্মে হাবিবা-কে বিবাহ করেছেন, তিনি বলেন, "ঐ মদ্দা ঘোড়াটার প্রবৃত্তি সংযত হবার নয় (That stallion's nose is not to be restrained)!”

আল-তাবারীর আরও বিস্তারিত বর্ণনা: [76]

'উম্মে হাবিবা, যার (প্রকৃত) নাম ছিল রামলাহ বিনতে আবু-সুফিয়ান ইবনে হারব (Ramlah bt. Abi Sufyan)। তার মা ছিলেন উসমান ইবনে আফফানের চাচী, নাম সাফিয়া বিনতে আবি আল-আস বিন উমাইয়া বিন আবদ শামস। উম্মে হাবিবা-কে বিবাহ করে হারব বিন উমাইয়ার মিত্র উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশ বিন রিয়াব

(Ubaydallah b. Jahsh b. Ri'ab)। তার গর্ভে জন্ম লাভ করে হাবিবা, যার নাম অনুসারে তার নামকরণ। হাবিবা (পরবর্তীতে) বিবাহ করে দাউদ বিন উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি কে। [77] [78]

[দাউদের মাতার নাম আমিনা বিনতে আবু-সুফিয়ান; তার পিতা উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি ছিলেন থাকিফ গোত্রের এক বিশিষ্ট গোত্র-নেতা - যিনি হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির সময়টি-তে (পর্ব-১১৫) *কুরাইশদের পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে মুহাম্মদের সাথে কথা বলার জন্য তাঁর শিবিরে গমন করেছিলেন।]*

উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশ দ্বিতীয় হিজরতের সময় উম্মে হাবিবাকে সঙ্গে নিয়ে আবিসনিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর তিনি তার ধর্মত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে উম্মে হাবিবা তার ইসলাম ধর্ম ও প্রবাসী পদমর্যাদায় বিশ্বস্ত থাকেন। উম্মে হাবিবা যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, তখন তিনি তার কন্যা হাবিবা বিনতে উবায়েদুল্লাহ-কে সঙ্গে নিয়ে আসেন; পরে তিনি তাকে নিয়ে আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।’

ইবনে উমর (আল-ওয়াকিদি) <আবদুল্লাহ বিন জাফর <উসমান বিন মুহাম্মদ আল-আখনাসি (Uthman b. Muhammad al-Akhnas) হইতে বর্ণিত: 'উম্মে হাবিবা বিনতে আবু-সুফিয়ানের গর্ভে উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশের ঔরসজাত কন্যা হাবিবার জন্ম হয় মক্কায়, সেটি ছিল তার আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে।'

ইবনে উমর (আল-ওয়াকিদি) <আবু বকর বিন ইসমাইল বিন মুহাম্মদ বিন সা'দ < তার পিতা হইতে বর্ণিত: 'উম্মে হাবিবা গর্ভবতী অবস্থায় মক্কা ত্যাগ করেন ও তার কন্যার জন্মদান করেন আবিসিনিয়ায়।'

ইবনে উমর (আল-ওয়াকিদি) <আবদুল্লাহ বিন আমর বিন যুহায়ের <ইসমাইল বিন আমর বিন সাইদ বিন আল-আ'স < উম্মে হাবিবা হইতে বর্ণিত: 'আমি স্বপ্নে যা

দেখেছিলাম তা হলো এই যে আমার স্বামী উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশের অবস্থা খুবই শোচনীয় ও তার আকৃতি খুবই বিকৃত। আমি ভীত হয়ে (নিজেকে) বলি, "আল্লাহর কসম, তার পরিবর্তন হয়েছে।" অতঃপর দেখি কি, সে সকালে ঘুম থেকে উঠে, বলে, "এই উম্মে হাবিবা, আমি ধর্মের (বিষয়) নিয়ে চিন্তা করেছি ও দেখেছি যে খ্রিস্টান ধর্মের চেয়ে ভাল আর কোন ধর্ম নেই। আমি তা (পূর্বে) বিশ্বাস করতাম, অতঃপর আমি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছি, আর এখন আমি আবার খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে যাচ্ছি।" আমি বলি, "আল্লাহর কসম, তুমি সৌভাগ্যবান নও", অতঃপর আমি তাকে তার সম্বন্ধে আমার স্বপ্নের কথা বলি, কিন্তু সে তাতে কোন মনোযোগ না দিয়ে মদ্যপান অব্যাহত রাখে যতদিনে না তার মৃত্যু হয়। [79]

অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখি, কে যেন আমার কাছে এসে বসেছে ও বলছে, "হে উম্মুল মুমেনীন।" আমি ভীত হয়ে পড়ি ও এর ব্যাখ্যা এ ভাবে করি যে (এটি একটি সংকেত] যার মানে হলো এই যে. আল্লাহর নবী আমাকে বিবাহ করতে পারেন। অতঃপর, প্রকৃতপক্ষেই আমি দেখি যে আমার বিধিসম্মত সময়কাল (ইদ্দত) উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ও আমি (কিছু) জানার আগেই, নিগাসের কাছ থেকে এক বার্তাবাহক আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ও আমার ঘরের ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছে। যে এসেছে সে হলো তার ক্রীতদাসী, যার নাম ছিল **আবরাহা** ও যার দায়িত্ব ছিল তার পোশাক পরিচ্ছদ ও সুগন্ধি দ্রব্যাদির দেখাশোনা করা। সে ভিতরে আসে ও বলে, "রাজা মশাই আপনার কাছে যে বার্তা-টি পাঠিয়েছেন তা হলো: 'আল্লাহর নবী আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে, আমি যেন তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই।'" আমি বলি, "আল্লাহ যেন তোমাকে সু-সংবাদ প্রেরণ করেন।" সে বলতে থাকে, "রাজা মশাই আপনাকে বলেছেন, 'তোমার পক্ষ থেকে কাউকে নিযুক্ত করো, যে তোমাকে বিবাহ দেবে।'"

উম্মে হাবিবা **খালিদ বিন সাইদ বিন আল-আস** কে ডেকে পাঠান ও তাকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তার কাছে মেয়েটির আনা এই সংবাদে তিনি এতই আনন্দিত

হোন যে তিনি আবরাহা-কে দু'টি রূপার ব্রেসলেট, দুটি নূপুর ও কিছু আংটি প্রদান করেন, যা তিনি তার পায়ে ও পায়ের আঙ্গুল গুলোতে পরিধান করতেন। [80]

জাফর বিন আবু তালিব ও অন্যান্য যে সমস্ত মুসলমানরা সেখানে ছিল, নিগাস তাদের-কে সন্ধ্যাকালে (উপস্থিত) থাকার অনুরোধ করেন; ফলে তারা তার সম্মুখে এসে হাজির হয়। নিগাস সেখানে বক্তৃতা করেন, বলেন: "প্রশংসা সেই ঈশ্বরের, যিনি মহাধিরাজ, পবিত্র, নির্ভুল, প্রতিজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান ও তেজস্বী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই ও মুহাম্মদ হলো তার সেবক ও বার্তাবাহক (রসুল) ও যার (আগমনের) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মেরী পুত্র যিশু। [81]

সম্প্রতি আল্লাহর নবী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে আমি যেন তাঁর সাথে উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের বিবাহ দান করি। আমি আল্লাহর নবীর এই বাসনার সাথে সম্মতি প্রকাশ করছি ও তাকে দাম্পত্য-উপহার স্বরূপ ৪০০ দিনার প্রদান করছি।" অতঃপর তিনি লোকদের সামনে দিনারগুলো ঢেলে দেন। তারপর খালিদ বিন সাইদ বক্তব্য রাখেন ও বলেন, "আল্লাহর প্রতি প্রশংসা, আমি তার প্রশংসা আদায় করি, তার সাহায্য ও সহায়তা চাই ও সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই ও মুহাম্মদ হলো তার দাস ও রসুল। 'তিনিই হলেন সেই যে তার রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে (অন্য) সমস্ত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও মুশরিকদের কাছে তা অপ্রীতিকর।'[82]

আল্লাহর নবীর বাসনার সাথে একমত পোষণ করে আমি এখন তাঁর সঙ্গে উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের বিবাহ দান করছি; আল্লাহ যেন তার রসূলকে আশীর্বাদ করে।" নিগাস খালিদ বিন সাইদ-কে দিনারগুলো প্রদান করেন, আর সে তা গ্রহণ করে। অতঃপর লোকেরা প্রস্থান করতে চায়, কিন্তু নিগাস বলেন, "বস, কারণ বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নবীর রীতি (সুন্নাহ) হলো খাবার পরিবেশন করা।"

তারপর তিনি খাবার আনার আদেশ করেন, তারা খাবার খায় ও অতঃপর প্রস্থান করে।

উম্মে হাবিবা হইতে বর্ণিত: যখন সেই অর্থ আমার কাছে পৌঁছে, আমি আবরাহা-কে ডেকে পাঠাই, সে আমার কাছে খবরটি নিয়ে এসেছিল; তাকে বলি, "ঐ দিন আমি তোমাকে যা দিতে পেরেছিলাম তা দিয়েছিলাম, কারণ তখন আমার কাছে কোন নগদ অর্থ ছিল না। এই যে এখানে পঞ্চাশটি স্বর্ণ-মুদ্রা (মিথকাল) আছে; এগুলো তুমি নাও ও প্রয়োজনে তা খরচ করো।" সে একটি বাক্স বের করে, যার ভিতরে আমি তাকে যা কিছু দিয়েছিলাম তার সবই ছিল; অতঃপর সে সেটি আমাকে ফেরত দেয় ও বলে, "রাজা মশাই আমাকে আপনার কাছ থেকে কোন কিছু নিতে নিষেধ করেছেন, আমি তার পোশাক ও সুগন্ধি দ্রব্যাদির দেখাশোনা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত (চাকরানী)। আমি নবীর ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। রাজা মশাই তার স্ত্রীদের এই নির্দেশ দিয়েছেন যে তাদের কাছে যে পারফিউমগুলি আছে, তার সমস্তই যেন তারা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়।" পরদিন আবরাহা আমার কাছে অত্যধিক পরিমাণ ঘৃতকুমারী, জাফরান, অম্বর ও গন্ধগোকুল (civet) সুগন্ধি-যুক্ত পারফিউম গুলো নিয়ে আসে। আমি (পরবর্তীতে) তার সবটিই নবীর কাছে নিয়ে আসি, তিনি আমাকে তা ব্যবহার করতে ও রাখতে দেখতেন; তিনি কখনোই তা অননুমোদন করেন নাই।

অতঃপর আবরাহা বলে, "আমি আপনার কাছে যে আনুকূল্য চাই তা হলো এই যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে নবীকে অভিবাদন জানাবেন ও তাঁকে বলবেন যে আমি তাঁর ধর্ম অনুসরণ করি।" সে আমার সাথে খুবই নমনীয় ব্যবহার করেছিল; সে ছিল সেই যে আমাকে (যাত্রার জন্য) প্রস্তুত করেছিল; যখনই সে আমার কাছে আসতো, বলতো, "আমি আপনার কাছে যে অনুগ্রহের আবেদন করেছিলাম, তা যেন ভুলে না যান।" যখন আমরা নবীর কাছে চলে আসি, আমি তাঁকে আমার বাগদান (অনুষ্ঠান), আবরাহা ও আমার প্রতি তার আচরণের বিষয়ে বলি; তিনি মৃদুহাস্য করেন। আমি

তার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিবাদন জানাই, তিনি বলেন, "তার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।" -

---- ইবনে উমর (আল-ওয়াকিদি) <মুহাম্মদ বিন সালিহ আসিম বিন উমর বিন কাতাদা হইতে, আর এছাড়াও (ইবনে উমর আল-ওয়াকিদি) <আবদ আল-রহমান বিন আবদ আল-আযিয <আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাযম হইতে বর্ণিত: যে ব্যক্তিটি উম্মে হাবিবা-কে বিবাহ প্রদান করেছিলেন ও যার কাছ থেকে নিগাস তাকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন খালিদ বিন সাইদ বিন আল আস; এই ঘটনা-টি সংঘটিত হয়েছিল [হিজরি] ৭ সালে (৬২৮-৬২৯ খ্রিস্টাব্দে)। যখন তাকে মদিনায় আনা হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। উম্মে হাবিবা মুয়াবিয়ার খেলাফতের সময় [হিজরি] ৪৪ সালে (এপ্রিল ৪, ৬৬৪ - মার্চ ২৪, ৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।'

ইমাম আবু দাউদের (৮১৭ - ৮৮৯ সাল) বর্ণনা: [83]

সুন্নাহ আবু দাউদ, বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২১০২ (ও ২১০৩):
'উম্মে হাবিবা হইতে বর্ণিত: উম্মে হাবিবা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উরওয়াহ যা বিবৃত করেছেন তা হলো, তাকে বিবাহ দেওয়া হয় আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে, যিনি মৃত্যুবরণ করেন আবিসিনিয়ায়; অতঃপর নিগাস তাকে আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সঙ্গে বিবাহ দান ও তাঁর পক্ষ থেকে তাকে যৌতুক (dower) বাবদ চার হাজার (দিরহাম) প্রদান করেন। তিনি তাকে শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ এর সঙ্গে আল্লাহর নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) কাছে প্রেরণ করেন।' আবু দাউদ বলেন: হাসানাহ হলো তার মা।

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মক্কার সম্মানিত ও বিশিষ্ট কুরাইশ গোত্র-প্রধান আবু তালিব ইবনে

আবদুল মুত্তালিবের পুত্র জাফর ইবনে আবু তালিব যেমন মুহাম্মদের আদেশে তাঁর কিছু অনুসারীদের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, একইভাবে মক্কার আর এক অতি সম্মানিত ও বিশিষ্ট কুরাইশ গোত্র প্রধান আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কন্যা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান ও তাঁর জামাতা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। "মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিজরত করেছিলেন" দাবীর যে আদৌ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তার আরও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা। কারণ:

"মক্কার এই বিশিষ্ট গোত্র প্রধানরা, কিংবা তাঁদের নিজ গোত্রের কোন অবিশ্বাসী সদস্যরা, কিংবা মক্কায় অবস্থিত অন্যান্য গোত্রের কোন অবিশ্বাসী সদস্য তাঁদের এই ধর্মান্তরিত সন্তানদের প্রতি কখনো কোন অত্যাচার করেছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। অন্যদিকে, মুহাম্মদের ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া সত্বেও আবু তালিব কীরূপে তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদ-কে সর্বাবস্থায় সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন, তার বর্ণনা আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট (পর্ব-৪১)! আবু সুফিয়ান (ও তাঁর স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবা) তাঁর হানজালা নামের এক সন্তান, শ্বশুর ও চাচা শ্বশুর-কে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর মুসলিম কন্যা জয়নাব-কে মদিনায় তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য কীরূপে প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন, তার প্রাণবন্ত বর্ণনাও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন (বিস্তারিত: পর্ব-৩৯)! তৎকালীন আরবের লোকেরা শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বী হওয়ার কারণে কোনও ব্যক্তি বা জনপদের লোকদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অসম্মান, দোষারোপ, হুমকি-শাসানী, ভীতি-প্রদর্শন করতেন; কিংবা সে কারণে তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ, খুন, জখম, লুট (গণিমত), দমন, নিপীড়ন ও দাস ও দাসী-করণের মত গর্হিত কর্ম কাণ্ডে লিপ্ত হতেন, এমন দাবী সম্পূর্ণ অসত্য (পর্ব-৮২)!"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ও গত-পর্বের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি তা হলো, আবু তালিব ও আবু-সুফিয়ানের মতই, মুহাম্মদের ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া সত্বেও আল-নাজ্জাসী মুহাম্মদ অনুসারীদের প্রতি ছিলেন সদয়, সহনশীল ও সাহায্যকারী। অন্যদিকে, মুহাম্মদ-কে নবী হিসাবে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি ও জনগুষ্ঠির প্রতি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শাপ-অভিশাপ (পর্ব: ১১-১২) ও ঘৃণা প্রদর্শন করতেন; মুহাম্মদের মতবাদের সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি মুহাম্মদের ও তাঁর অনুসারীরা কীরূপ অমানুষিক পাশবিকতা প্রদর্শন করতেন, তা মুহাম্মদেরই রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ **'কুরান'** ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের' অসংখ্য বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট!

আল-তাবারী ও মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [84] [85]

'-----অতঃপর আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মদিনায় গমন করেন। আবু সুফিয়ান (প্রথমে) তার কন্যা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। যখন তিনি আল্লাহর নবীর বিছানায় ওপর বসতে যাচ্ছিলেন, সে তাকে থামানোর জন্য তা গুটিয়ে ফেলে। তিনি বলেন, "হে আমার কন্যা, আল্লাহর কসম, আমি জানিনা তুই আমাকে এই বিছানাটির চেয়ে বেশী ভাল মনে করিস, না কী তুই মনে করিস যে এই বিছানা-টিই আমার চেয়ে বেশী ভাল।" সে বলে, "এই বিছানা-টি হলো আল্লাহর নবীর, আর তুমি হলে এক অপবিত্র মুশরিক। আমি চাই নাই যে তুমি আল্লাহর নবীর বিছানায় বসো।" তিনি বলেন, "হে আমার কন্যা, আল্লাহর কসম, আমাকে ছেড়ে আসার পর অসৎ-মানসিকতা তোর ওপর চেপে বসেছে।"

(--- 'Abu Sufyan then set out and went to the Messenger of God in Medina. Abu Sufyan [first] visited his own daughter, Umm Habibah bt. Abi Sufyan. When he was about to sit on the bed of the Messenger of God, she folded it up to stop him. He said, "My daughter, by God, I don't know whether you think I am too

good for this bed or you think it is too good for me." She said: "It is the bed of the Messenger of God, and you are an unclean polytheist. I did not want you to sit on the bed of the Messenger of God." He said, "My daughter, by God, evil came over you after you left me."')

>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: নবী পত্নী উম্মে হাবিবা যে কারণে তার পিতা-কে 'অপবিত্র' আখ্যা দিয়ে চরম অবমাননা ও অসম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, তা হলো তার পিতার ধর্ম (মুশরিক)! উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল সেই সময়ে, যখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদি **'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি'** সম্পন্ন করার পর, পরবর্তী দুই বছরের কম সময়ে 'পঞ্চম বার চুক্তি ভঙ্গ (পর্ব-১২৯)' করার অজুহাত খুঁজে পেয়েছিলেন; আর আবু-সুফিয়ান মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মদিনায় গমন করেছিলেন। নিজ জন্মদাতা পিতার প্রতি উম্মে হাবিবার এই দুর্ব্যবহার ও তাচ্ছিল্যে সম্পূর্ণরূপে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর আদর্শ ও তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম নামক মতবাদের একান্ত মৌলিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ! মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর আল্লাহর নামে তাঁকে অবিশ্বাসকারী, তাঁর মতবাদের সমালোচনা-কারী ও তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদকারী যে কোন ব্যক্তি বা জন-গুষ্ঠির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী কী পরিমাণ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অসম্মান, দোষারোপ, হুমকি, শাসানী ও ভীতি-প্রদর্শন করেছিলেন, তা তাঁরই রচিত কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে (পর্ব: ২৬-২৭)! "জালেম, মিথ্যাবাদী, মূক ও বধির, মুর্খ, অন্ধ, নাফরমান, বানর, শুকর, তাদের অবস্থা কুকুরের মত, তারা শয়তানের মত, তারা শয়তানের ভাই, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর, তারা কঠিন ঝগড়াটে, নির্বোধ, কান্ডজ্ঞানহীণ, বিবেক বুদ্ধিহীন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, সীমালংঘনকারী, লোভী"; ইত্যাদি এমন কোন কুরুচিপূর্ণ শব্দ নাই যা মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন নাই।

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান):

৯:২৮ – "হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।"

>> মুশরিকরা যে "অপবিত্র", সে শিক্ষা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর! উম্মে হাবিবা তার মুশরিক পিতার প্রতি যে অসদাচরণ করেছিলেন, তা ছিল মুহাম্মদের আদর্শ ও শিক্ষার বাস্তবায়ন!

৯:২৩ - "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।"

>> আল্লাহর লেবাসে শিষ্যদের প্রতি মুহাম্মদের কঠোর নির্দেশ, তারা যেন কোন অবস্থাতেই কোন 'অবিশ্বাসী-কে' তাদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ না করে! এমন কী সেই ব্যক্তিটি যদি তাদের পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী বা একান্ত নিকট আত্মীয়ও হয়, তবুও নয়! যে ব্যক্তি তাঁর এই আদেশের অন্যথা করবে, তার প্রতি মুহাম্মদের কঠোর হুশিয়ারি, "তারা সীমালংঘনকারী!" একজন নিবেদিত প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারী হিসাবে উম্মে হাবিবা তাঁর গুরুর শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছিলেন মাত্র!

৯:২৪ - "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান - যাকে তোমরা পছন্দ কর - আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"

>> আল্লাহর লেবাসে মুহাম্মদ ঘোষণা দিচ্ছেন, তাঁর শিষ্যদের অবশ্য কর্তব্য হলো এই যে তারা "তাঁকে" তাদের নিজ জন্মদাতা পিতা-মাতা, দাদা-নানা, ভাই-ভগ্নী বা যে

কোন নিকট-আত্মীয়দের চেয়েও "অধিক ভালবাসা প্রদান করবে!" যে মা তাঁর সন্তানদের ২৭০-২৯০ দিন পেটে ধরেছেন, সন্তান প্রসবের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, যে পিতা-মাতা ও একান্ত নিকট-আত্মীয়রা সন্তানদের শিশুকালের অসহায় অবস্থায় স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করেছেন; মুহাম্মদের নির্দেশ হলো, এই সব একান্ত প্রিয়জনদের ভালবাসা ও অনুগ্রহ-কে উপেক্ষা করে "মুহাম্মদ-কে অবশ্যই বেশী ভালবাসতে হবে!" শুধু তাইই নয়, মুহম্মদের নির্দেশ হলো: প্রয়োজনে 'তাঁর রাহে (পক্ষে)' তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। আর এই আদেশ যদি তারা অমান্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের কঠোর হুশিয়ারি, *'তবে অপেক্ষা কর!'*

এখানেই শেষ নয়। মুহাম্মদের শিক্ষা:

৯:১১৩: *"নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী।"*

>> শিষ্যদের প্রতি মুহাম্মদের নির্দেশ, তাদের এই অবিশ্বাসী একান্ত নিকট আত্মীয়দের মৃত্যুর পর তারা যেন তাদের রুহের মাগফেরাত ও কামনা না করে। মৃত্যুর পরও 'এই অবিশ্বাসীরা' যেন তাদের সন্তানদের কাছ থেকে কোনরূপ করুণা না পান, তা মুহাম্মদ নিশ্চিত করেছেন 'আল্লাহ' নামের মুখোশের আড়ালে! (সহি বুখারী: ৬:৬০:১৯৭) [86]

সুরা তওবার এই নির্দেশগুলোই হলো অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা (বিস্তারিত: 'The Devil is in the Detail!'[পর্ব-১১৩])। ক্ষমতার লিপ্সায় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কী ভাবে তাঁর "আল্লাহ নামের মুখোশের আড়ালে" সন্তানদের তাদের পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে ও পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজনদের তাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলেন, তার উদাহরণ হয়ে আছে তাঁরই স্ব-রচিত এই বাণীগুলো।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[72] আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: ১০৯-১১০

[73] 'মিথকাল' - সাধারণভাবে মিথকাল হলো দিনারের প্রতিশব্দ, যদিও এই শব্দটি ছোট মুদ্রা অর্থে ব্যবহার করা হতে পারে।'

[74] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৪৬৬

'আল-জার (al-Jar) - ছিল বর্তমান ইয়ানবুর (Yanbu) দক্ষিণে বুরাইকাহ (Buraykah) উপসাগর উপকূলে অবস্থিত লোহিত সাগরের একটি বন্দর, মদিনা থেকে একদিনের পথ।'

[75] অনুরূপ বর্ণনা - সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৫৩৯:

অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৬৮৩; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৩৬

[76] আল-তাবারী: ভলুউম ৩৯; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮০

[77] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৩৯, নোট নম্বর- ৭৯৫

'উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি ছিলেন থাকিফ গোত্রের এক বিশিষ্ট গোত্র-নেতা, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, যে কারণে তার সহকর্মী সর্দাররা তাকে হত্যা করে।'

[78] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৮৯

'উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফির স্ত্রী আমিনা বিনতে আবু-সুফিয়ানের গর্ভজাত পুত্রই হলো হাবিবার স্বামী দাউদ বিন উরওয়া বিন মাসুদ আল-থাকাফি।'

[79] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৩৯, নোট নম্বর- ৭৯৬:

'এখানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে মদ্যপান বিষয়টি ব্যবহৃত হয়েছ। এটি উম্মে হাবিবার স্বপ্ন দর্শনের সাথেও সম্পর্ক যুক্ত, যেখানে উম্মে হাবিবা তার স্বামীকে বিকৃত অবস্থায় দেখেছে। উপমা - কুরান: ৫: ৫৯-৬১'।

[80] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৩৯, নোট নম্বর - ৮০০

'খালিদ বিন সাইদ বিন আল-আস ছিলেন উম্মে হাবিবার আত্মীয়। উমাইয়া গোত্রের যে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন।'

[81] অনুরূপ বাক্য - কুরান: ৫৯:২৩

[82] অনুরূপ বাক্য - কুরান: ৯:৩৩ ও ৬১:৯।

[83] সুন্নাহ আবু দাউদ: বই নম্বর ৫, হাদিস নম্বর ২১০২ ও ২১০৩

[84] Ibid আল-তাবারী: ভলুউম ৮, পৃষ্ঠা ১৬৪

[85] অনুরূপ বর্ণনা - Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৫৪৩

[86] সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নং ৬০, হাদিস নং ১৯৭

১৭৪: নবী মুহাম্মদের 'ওমরাহ' ও কুরাইশদের সহিষ্ণুতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত আটচল্লিশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মদিনা অবস্থানকালীন সময়ে দামেস্কের শাসনকর্তা আল মুনধির বিন আল-হারিথ বিন আবি শিমর আল-ঘাসানি, পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ দ্বিতীয়, বাইজেনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা আল-নাজ্জাসীর কাছে যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন তার বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা গত তেরটি পর্বে (পর্ব: ১৬১-১৭৩) করা হয়েছে। মুহাম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ নবী পত্নী উম্মে হাবিবা (রামলাহ) বিনতে আবু সুফিয়ান কী কারণে তার জন্মদাতা পিতা-কে **"অপবিত্র"** আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতি চরম অবমাননা ও অসম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খায়বারের অমানুষিক নৃশংসতা (পর্ব: ১৩০-১৫২), ফাদাক আগ্রাসন (পর্ব: ১৫৩-১৫৮) ও ওয়াদি আল-কুরা আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৭ সালের সফর মাসে। অতঃপর রবিউল আওয়াল মাস থেকে শওয়াল মাস (৯ই জুলাই ৬২৮ সাল থেকে ১লা মার্চ ৬২৯ সাল) পর্যন্ত পরবর্তী আট-টি মাস মুহাম্মদ আর কোন হামলায় নিজে অংশগ্রহণ না করে মদিনায় অবস্থান করেন। আর কোন হামলায় নিজে অংশগ্রহণ না করলেও অবিশ্বাসী জনপদের ওপর তাঁর আগ্রাসী

হামলা তিনি কখনোই বন্ধ করেন নাই। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই সময়টিতে তিনি তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর কমপক্ষে আরও ছয়টি আগ্রাসী হামলা পরিচালনা করেন, যার দু'টির আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব-১৬০)। এই হামলাগুলো ছাড়াও আবু বসির নামের তাঁর এক অনুসারীর নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্য-বহরের ওপর হামলা, খুন-জখম ও মালামাল-লুণ্ঠন ছিল পুরো-দমে অব্যাহত।

অতঃপর, হিজরি ৭ সালের জিলকদ মাসে তিনি তাঁর সাথে ঠিক এক বছর আগে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল জীবিত অনুসারী ও আরও কিছু অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে 'ওমরাহ' পালনের নিমিত্তে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর এটিই ছিল মুহাম্মদের প্রথম ও শেষ 'সফল' ওমরাহ পালন! আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা মুহাম্মদের এই ঐতিহাসিক ওমরাহ পালনের বর্ণনা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি, তাঁর 'কিতাব আল-মাগাজি' গ্রন্থে। ইবনে হিশাম মুহাম্মদের এই তীর্থযাত্রা-কে 'প্রতিশোধের ওমরাহ (Lesser Pilgrimage of Retaliation)', আল-তাবারী এটিকে **'পূর্ণাঙ্গ ওমরাহ যাত্রা** (Lesser Pilgrimage of Fulfillment)', আর আল-ওয়াকিদি এটিকে **'আল-কাদিয়ার ওমরাহ** (Umrat al-Qaḍiyya)' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা মতে এই ওমরাহ যাত্রায় তাঁর অনুসারীর মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার। এই ওমরাহ পালন শেষে মুহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৭ সালের জিলহজ মাসে। অতঃপর ঐ মাসেই তিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে হামলাকারী দল-টি পাঠান, তা হলো, "ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামির অধীনে 'বানু সুলায়েম হামলা (পর্ব-১২৪)'!"

এই ঘটনার ঠিক এক বছর আগে হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসে (মার্চ-এপ্রিল ৬২৮ সাল) মুহাম্মদ যে ওমরাহ যাত্রায় রওনা হয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি কুরাইশদের সঙ্গে 'হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি' স্বাক্ষর শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন

করেন। অতঃপর তিনি কমপক্ষে তিনবার হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির প্রায় প্রত্যেক-টি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা চুক্তি ভঙ্গ এক (পর্ব-১২৫), ও চুক্তি ভঙ্গ তিন (পর্ব-১২৭) ও চুক্তি ভঙ্গ চার (পর্ব-১২৮) পর্বে করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের এমনই এক প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদের এই ঐতিহাসিক ওমরাহ যাত্রা! এত কিছুর পরেও কী কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি কোনরূপ অন্যায়-অবিচার করেছিলেন? তাদের প্রতি কুরাইশদের মনোভাব কেমন ছিল?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [87] [88] [89]

'খায়বার থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহর নবী রবিউল আওয়াল মাস থেকে শওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন ও এই সময়টিতে তিনি একাধিক অভিযান ও হামলাকারী দল প্রেরণ করেন। অতঃপর জিলকদ মাসে [যার শুরু হয়েছিল মার্চ ২, ৬২৯ সাল], আগের বছর যে মাসটি-তে মুশরিকরা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল [পর্ব-১১১], তিনি তাদের সেই ফিরিয়ে দেয়া ওমরা হজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে যাত্রাকারী যে মুসলমানদের বাধা প্রদান করা হয়েছিল, তারা হিজরি ৭ সালে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করে। [90]

যখন মক্কাবাসীরা এই খবর-টি শুনতে পায়, তারা তাঁর পথ থেকে চলে যায়। কুরাইশরা তাদের নিজেদের মধ্যে এই বলে বলাবলি করে, "মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিত।"

এমন একজন লোক যাকে আমার সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, আমাকে বলেছেন যে ইবনে আব্বাস বলেছেন:

'তারা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের দেখতে তাদের সম্মেলন কক্ষের (Assembly house) দরজায় এসে সমবেত হয়। যখন আল্লাহর নবী মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করেন, তিনি তাঁর আলখাল্লার শেষ প্রান্তটি তাঁর বাম কাঁধের ওপর ছুড়ে দিয়ে তাঁর

ডান বাহুর ওপরের অংশ উন্মুক্ত রাখেন। অতঃপর তিনি বলেন, *"সেই লোকটির ওপর আল্লাহর করুণা, যে আজ তাদের-কে তার শক্তি প্রদর্শন করাচ্ছে।"* অতঃপর তিনি পাথর-টি তে চুমু খান ও দ্রুত পায়ে হেঁটে বাহিরে চলে আসেন, তাঁর অনুসারীরাও তাই করে যতক্ষণে না উপাসনালয়-টি তাঁকে লোকজনদের কাছ থেকে আড়াল করে। অতঃপর তিনি দক্ষিণ কোণে চুমু খান (আল তাবারী: 'স্পর্শ করেন') ও কাল পাথরে চুমু খাওয়ার ('স্পর্শ করার') জন্য হেঁটে যান। অতঃপর তিনি একইভাবে দ্রুত পায়ে হেঁটে তিনবার তা প্রদক্ষিণ করেন ও পরের অংশটি হেঁটে পার হোন। ইবনে আব্বাস যা বলতেন তা হলো, "লোকেরা মনে করেছিল যে এই রীতিটি তাদের জন্য অবশ্যপালনীয় নয়; কারণ আল্লাহর নবী এটি করেছিলেন শুধুমাত্র কুরাইশ বংশের জন্যে, এ জন্যে যে তিনি তাদের সম্বন্ধে এমনটিই শুনেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বিদায় হজের দিনে এই রীতি-টি অনুসরণ করেন, তখন থেকে তা 'সুন্নত' হিসাবে পালিত হয়।"'

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন যে যখন আল্লাহর নবী ঐ তীর্থযাত্রায় সময় মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (Abdullah b. Rawaha) তাঁর উটের গলার দড়িটি ধরে ছিলেন ও বলছিলেন:

'তার পথ থেকে সরে যা, 'অবিশ্বাসী তোরা, পরিষ্কার কর পথ
যা কিছু ভাল জিনিস তা আছে মোর রসুলের সাথে
হে প্রভু, আমি বিশ্বাস করি তার বানী
আমি তা গ্রহণ করে আল্লাহর সত্যতার খবর জানি
মোরা যুদ্ধ করবো তোদের সাথে তার ব্যাখ্যা মতে।
যেমন যুদ্ধ তোদের সাথে করেছিনু মোরা তা নাজিলের প্রাক্কালে।
আঘাতে আঘাতে হবে তোদের গর্দান স্কন্ধ চ্যুত
আরও যা করবে তা তোদের এক বন্ধু হতে অন্য বন্ধুর মনোযোগ রহিত।'

আবান বিন সালিহ ও আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ <আতাব বিন আবু রাবাহ হইতে ও মুজাহিদ আবু আল-হাজ্জাজ <ইবনে আব্বাস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন যে, যখন আল্লাহর নবী এই যাত্রায় হারাম শরীফের মধ্যে ছিলেন তখন তিনি **মায়মুনা বিনতে আল-হারিথ** (Maymuna d. al-Harith) কে বিবাহ করেন। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল-মুত্তালিব তাঁকে তার সাথে বিবাহ দেন। [91]

আল্লাহর নবী তিন দিন যাবত মক্কায় অবস্থান করেন। তৃতীয় দিনটি-তে হুয়ায়েতিব বিন আবদুল উজ্জা বিন আবু কায়েস বিন আবদু উদ্দু বিন নাসর বিন মালিক বিন হিসল কিছু কুরাইশদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে আসেন, কারণ কুরাইশরা আল্লাহর নবীকে মক্কা থেকে ফেরত পাঠাবার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করেছিল। তারা বলে, "তোমার সময় শেষ, সুতরাং আমদের এখান থেকে চলে যাও।" আল্লাহর নবী জবাব দেন, "তোমাদের কী এমন ক্ষতি হবে যদি তোমরা আমাকে থাকতে দাও, আমি আমার বিয়ের ভোজ তোমাদের দিই, আমরা খাবার তৈরি করি ও তোমরা তাতে যোগ দাও?" তারা জবাবে বলে, "তোমার খাবারের দরকার আমাদের নেই, সুতরাং বিদায় হও।"

তাই আল্লাহর নবী চলে আসেন ও তাঁর মক্কেল আবু রাফি-কে মায়মুনার দায়িত্বভার দিয়ে সেখানে রেখে যান, পরে সে তাকে (আল-তানিমের নিকটবর্তী) সারিফ নামক স্থানে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে। আল্লাহর নবী সেখানে তার সাথে বিবাহ-বাসর সম্পন্ন করেন, অতঃপর জিলহজ মাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।'

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা: [88] [89]

'আল্লাহর নবী এই আদেশ করেন যে তারা যেন কুরবানির পশুর জন্য উটের পরিবর্তে বিকল্প খুঁজে বের করে - তিনি তাদের সাথে নিজেও এক বিকল্পের সন্ধান পান। তাদের জন্য উটের পরিমাণ ছিল স্বল্প, তিনি গবাদি পশু (কুরবানির) অনুমোদন

দেন। আল্লাহর নবী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন জিলহজ মাসে ও তিনি জিলহজ মাসের পরবর্তী দিনগুলো (ঐ বছর তীর্থযাত্রীদের ভারপ্রাপ্তে ছিলেন মুশরিকরা), মহরম, সফর, রাবির দুই মাস সেখানেই অবস্থান করেন [মোটামুটিভাবে ৬ই এপ্রিল থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত]। জমাদিউল আওয়াল মাসে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে হামলাকারী দল পাঠান, যা মুতা নামক স্থানে এসে চরম বিষাদের কারণ হয়।' ----

আল-ওয়াকিদি <উবায়েদুল্লাহ বিন আবদ আল-রহমান বিন মাওহাব (585) <মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন: 'আল্লাহর নবী সন্ধি-চুক্তির ওমরাহ (ওমরাহ আল-কাদিয়া) যাত্রা কালে ৬০-টি মোটাসোটা উট সঙ্গে নিয়ে যান।'

(আল-ওয়াকিদি) <মুয়াধ বিন মুহাম্মদ আল-আনসারী <আসিম বিন ওমর বিন কাতাদা হইতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন: 'তিনি অস্ত্রশস্ত্র, শিরস্ত্রাণ (হেলমেট), বর্শা ও এক শত ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি বশির বিন সা'দ (Bashir b. Sa'd) কে অস্ত্রশস্ত্র গুলোর দায়িত্বে (ইন-চার্জ) নিযুক্ত করেন ও মুহাম্মদ বিন মাসলামা-কে নিযুক্ত করেন ঘোড়াগুলোর দায়িত্বে। যখন কুরাইশরা এই খবরটি জানতে পায়, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পরে। তারা মিকরায বিন হাফস বিন আল-আখিয়াফ [পর্ব-১১৫] তাদের কাছে পাঠায়, যে ‘মার আল-যাহরান’ (আল-ওয়াকিদি: 'বাতেন ইয়াজাজ [Baṭn Ya’jaj']) নামক স্থানে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। [92]

(আল্লাহর নবী) তাকে বলেন, "যুবক বা বয়সকাল, আমার পরিচিতি কখনোই এমন নয় যে আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি। আমি অস্ত্রশস্ত্রগুলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবহারের জন্য আনতে চাই না, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলো আমার কাছাকাছি থাকবে (I do not want to bring in weapons against them, but the weapons will be close to me)।" মিকরায কুরাইশদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে ও তাদের-কে তা জানায়। [93] [94]

আল ওয়াকিদি হইতে বর্ণিত: এই বছর জিলহজ মাসে ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামির (Ibn Abi al-Awja al Sulami) অধীনে বানু সুলায়েম গোত্রের ওপর হামলা-টি সম্পন্ন হয়। আল্লাহর নবী মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ৫০জন অনুসারীকে সঙ্গে দিয়ে তাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, সে তাদের হামলা করার জন্য রওনা হয়।

আবু জাফর (আল-তাবারী) হইতে বর্ণিত: আমি ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <ইবনে ইশাক <আবদুল্লাহ বিন আবি বকর হইতে যা শুনেছি তা হলো: 'বানু সুলায়েম গোত্রের লোকেরা তার মুখোমুখি হয়, আর তাকে সহ তার সকল অনুসারীকে তারা হত্যা করে। যদিও, আল-ওয়াকিদি হইতে বর্ণিত: সে মদিনায় পালিয়ে আসে, কিন্তু তার অনুসারীদের হত্যা করা হয়।' [95]

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) অতিরিক্ত বর্ণনার কিছু অংশ: [89]

'----মুহাম্মদ বিন মাসলামা ঘোড়াগুলো নিয়ে মার আল-যাহরান (Marr al-Zahran) গমন করে। সেখানে, সে একদল কুরাইশদের সাক্ষাত পায় যারা তাকে জিজ্ঞাসা করে ও সে তার জবাব দেয়, "এই হলো আল্লাহর নবী, যিনি এই স্থানে আগামীকাল সকালে আগমন করবেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করে।" তারা বশির বিন সা'দের কাছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পায় ও তারা দ্রুতগতিতে রওনা হয়ে কুরাইশদের কাছে এসে তাদের দেখা ঘোড়াগুলো ও অস্ত্রশস্ত্রের খবর জানায়। কুরাইশরা ভীত হয়ে পরে, বলে, "আল্লাহর কসম, আমরা কোন অন্যায় করি নাই ও আমরা আমাদের চুক্তি ও তার শর্তাবলীর ওপর অটুট আছি। মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা কেন আমাদের আক্রমণ করবে?"

---- আল্লাহর নবী মার আল-যাহরানে অবতরণ করেন। আল্লাহর নবী অস্ত্রশস্ত্রগুলো বাতেন ইয়াজাজ নামক স্থানে প্রেরণ করেন, যেখানে মন্দিরে তিনি অনেক মূর্তি

দেখতে পেয়েছিলেন। কুরাইশরা মিকরায বিন হাফস বিন আল-আহনাফ কে একদল কুরাইশদের সঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য বাতেন ইয়াজাজে পাঠায়। ------' [94]

[অতঃপর, ওমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্ত আবারও ভঙ্গ করেছিলেন তার প্রাণবন্ত বর্ণনা আল-ওয়াকিদি (ও ইমাম বুখারী) তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে ('হুদাইবিয়া সন্ধি: চুক্তি ভঙ্গ দুই (পর্ব-১২৬)'!]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির পর কমপক্ষে তিনবার এই চুক্তির প্রায় প্রতিটি শর্ত ভঙ্গ করার পরেও কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিহিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি তাঁরা যে তখনও কী পরিমাণ সহনশীল ছিলেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়: *"যখন মক্কাবাসীরা তাদের আগমনের খবর-টি শুনতে পায়, তখন তারা তাঁর পথ থেকে চলে যায় ও তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই বলে বলাবলি করে যে **'মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিত।'"***

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা 'অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে' তাঁদের নিকটবর্তী এলাকায় এসেছেন, এই খবর-টি জানার পরেও তাঁরা তাদের কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সম্মুখীন হতে চান নাই ও তাঁরা মক্কা থেকে সরে গিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। শুধু তাইই নয়, ওমারহ পালন শেষে মুহাম্মদ তাঁর মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে আবারও হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা সত্বেও কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সহিংসতার আশ্রয় নেন নাই। তাঁদের এই সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল!

সত্য হলো, অবিশ্বাসী কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সর্বদায় সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁরা একজোট হয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যে মাত্র দু'টি সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন, ওহুদ (পর্ব: ৫৪-৭১) ও খন্দক যুদ্ধ (পর্ব: ৭৭-৮৬), তার আদি কারণ হলো তাঁদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস কর্ম কাণ্ড। সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন আগ্রাসী!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[87] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৩০-৫৩১

[88] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: ১৩২-১৩৮

[89] অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৩১-৭৪০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬০-৩৬৫

[90] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইবনে হিশাম নোট নম্বর ৭৮০, পৃষ্ঠা ৭৭১:

'তিনি উওয়ায়েফ বিন আল-আদবাত আল দিলি (Uwayf b. Al-Adbat al-Dili) কে মদিনার দায়িত্বে রাখেন। এই তীর্থযাত্রাকে 'প্রতিশোধের ওমরাহ যাত্রা' ও বলা হয় এই কারণে যে হিজরি ৬ সালের যে পবিত্র জিলকদ মাসে তারা তাকে বাধা প্রদান করেছিলেন, আল্লাহর নবী হিজরি ৭ সালে ঐ মাসটিতেই তার প্রতিশোধ নিয়ে মক্কা প্রবেশ করেছিলেন, যে মাসটিতে তারা তাকে বাধা প্রদান করেছিলেন।'

[91] Ibid ইবনে ইশাক: ইবনে হিশাম নোট নম্বর ৭৮২ ও আল-তাবারী নোট নম্বর ৫৭৮:

'সেই সময় মায়মুনা ছিলেন বিধবা; তিনি ছিলেন মুহাম্মদের চাচা আল-আব্বাসের পত্নী উম্মে আল-ফাদলের ভগিনী। তিনি তার বোন-কে তার বিষয়-টি দেখাশুনার জন্য ন্যস্ত করেন, তার বোন সেই দায়িত্ব তার স্বামী আল-আব্বাসের ওপর দেন। অতঃপর আল-আব্বাস মক্কায় তাকে আল্লাহর নবীর সাথে বিবাহ দেন ও আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে তাকে যৌতুক বাবদ ৪০০ দিরহাম প্রদান করেন।'

[92] মার আল-যাহরান - 'মক্কা থেকে ৫ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।'

[93] Ibid আল-তাবারী: পৃষ্ঠা ১৩৮

[94] Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৩৩-৭৩৪, ইংরেজি অনুবাদ - পৃষ্ঠা ৩৬১

[95] অনুরূপ বর্ণনা- Ibid আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা-৭৪১, ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬৫

১৭৫: আল-কাদিদে আল-মুলায়িহ গোত্রে ডাকাতি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত উনপঞ্চাশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হিজরি ৭ সালের জিলকদ মাসে তাঁর প্রথম ও শেষ সফল 'ওমরাহ' পালন কীভাবে সম্পন্ন করেছিলেন; এই ওমরা পালন কালে তিনি কোন মহিলাটি-কে বিবাহ করেছিলেন; ওমরাহ' পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে তিনি হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন; জিলহজ মাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর ঐ মাসেই তিনি কোন গোত্রের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসী হামলার আদেশ জারী করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। অতঃপর হিজরি ৮ সাল। আল-ওয়াকিদি <ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবি কাতাদা (মুহাম্মদের অনুসারী আবু কাতাদার নাতি) < আবদুল্লাহ বিন আবি বকরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে আল-তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এই বছরটি-তে মুহাম্মদের কন্যা যয়নাব মৃত্যু বরণ করেন।

জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিত ও বহু অমুসলিম সাধারণ জনগণের দাবী ও বিশ্বাস এই যে মুহাম্মদও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন বীর, শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা (Warrio)। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় পুরাকালের ইতিহাসের প্রকৃত শক্তিশালী-সাহসী-বীর যোদ্ধারা কোনরূপ পূর্বাভাস ছাড়া চতুরতার আশ্রয়ে কোন সাধারণ নিরপরাধ জনগণের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা-কে তাদের জন্য

অসম্মানজনক, ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত জ্ঞান করতেন। তারা যুদ্ধ করতেন 'রাজায় রাজায়', ঘোষণা দিয়ে! তারা দুর্বল ও নিরস্ত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে হেয় মনে করতেন, যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত ইসলামের ইতিহাসেও (বিস্তারিত: 'লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও খুন বনাম সহিষ্ণুতা [পর্ব-৩১] ও আলী ইবনে আবু তালিবের নৃশংসতা [পর্ব-৮২]' পর্বে)। অন্যদিকে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ ও আগ্রাসন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীরূপে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি নিরীহ জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতেন তার বহু উদাহরণ আমরা 'ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ' অধ্যায়ের গত ১৪৮-টি বিভিন্ন পর্বের ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি।

তেমনই একটি আক্রমণ হলো আল-কাদিদে অবস্থিত আল-মুলায়িহ গোত্রের লোকদের ওপর মুহাম্মদ অনুসারীদের এই হামলা। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি এই হামলার বিস্তারিত বর্ণনা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত ও প্রাণবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আল-তাবারী।

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [96] [97] [98]

এই বছর সফর মাসে (যার শুরু হয়েছিল মে ৩১, ৬২৯ সাল) আল্লাহর নবী গালিব বিন আবদুল্লাহ আল লেইথি-কে আল-কাদিদ নামক স্থানে অবস্থিত বানু আল-মুলায়িহ গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে হামলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। [99]

'এই হামলাকারী দল ও গালিব বিন আবদুল্লাহর উপাখ্যান-টি ইবরাহিম বিন সাইদ আল-জাওহারি ও সাইদ বিন ইয়াহিয়া বিন সাইদ আমাকে জানিয়েছেন (ইবরাহিম যা বলেছেন তা হলো এই যে তিনি এই রিপোর্টটি [তার পিতা] ইয়াহিয়া বিন সাইদের

কাছ থেকে জেনেছেন)। এ ছাড়াও আমরা এই রিপোর্ট-টি পেয়েছি ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ হইতে। এই সমস্ত রিপোর্টই ইবনে ইশাক <ইয়াকুব বিন ওতবা বিন আল-মুঘিরা <মুসলিম বিন আবদুল্লাহ বিন খুবায়েব আল-জুহানি < **জুনদাব বিন মাকিত আল-জুহানি** হইতে প্রাপ্ত, যিনি বলেছেন: [100] [101] [102] [103]

'আল্লাহর নবী গালিব বিন আবদুল্লাহ আল কালবি-কে (আল-লেইথ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কালব গোত্রের) কাদিদে অবস্থিত বানু আল-মুলায়িহ গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন ও তিনি তাকে তাদের হামলা করার আদেশ দেন। গালিব যাত্রা শুরু করে; আমি তার সেই হামলাকারী দলের সঙ্গে ছিলাম। আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখি যতক্ষণে না আমরা আল-কাদিয়াদ স্থানটিতে এসে পৌঁছই [9]; যেখানে আমরা হারিথ বিন মালিক নামের এক লোকের সম্মুখীন হই, যিনি ইবনে আল-বাসরা নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা তাকে ধরে ফেলি, কিন্তু সে বলে, "আমি মুসলমান হয়েছি।" গালিব বিন আবদুল্লাহ বলে, "যদি তুমি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো, এক দিন ও রাত্রি বন্দি অবস্থায় কাটালে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; যদি তুমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাকো, আমরা (সেই সূত্রে) তোমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকবো।" অতঃপর সে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ও আমাদের সঙ্গের এক ছোটখাটো কৃষ্ণকায় লোককে তাকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে সেখানে রেখে দেয়, বলে, "তার সাথে থাকো, যতক্ষণে না আমরা এখান থেকে চলে যাই। যদি সে তোমাকে ঝামেলা করে, তবে তার কল্লা কেটে ফেলো।"

আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখি, যতক্ষণে না আমারা আল-কাদিদ এলাকার নিম্নভূমিতে এসে পৌঁছই ও আছরের নামাজের পরে প্রায় সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে থামি। আমার অনুসারীরা তাদের গতিবিধির তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বাহিরে পাঠায়। আমি এক পাহাড়ের উপরে যাই, যেখান থেকে আমি এই জনবসতির ওপর নজর রাখি ও মাটির দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ি। সেটি ছিল সূর্যাস্তের একটু আগেই। তাদের একজন লোক বাহিরে আসে, তাকায় ও আমাকে পাহাড়ের উপর শুয়ে থাকতে দেখে।

সে তার স্ত্রীকে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি পাহাড়ের উপর এক অবয়ব দেখতে পেয়েছি, যা দিনের শুরুতে আমি দেখি নাই। দেখত দেখি কুকুরগুলো তোমার থালা-বাসনের কোন একটা দূরে টেনে নিয়ে গেছে কিনা।" মেয়েটি সেগুলো দেখে ও বলে, "আল্লাহর কসম, আমার কোন কিছুই খোয়া যায় নাই।" পুরুষটি বলে, "আমার ধনুক ও দু'টি তীর আমার হাতে দাও।" মেয়েটি সেগুলো তার হাতে দেয় ও সে আমাকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করে, যা আমার শরীরের এক পাশে এসে বিদ্ধ হয়। আমি তা টেনে উঠিয়ে ফেলি, নীচে রাখি ও কোনরূপ নড়াচড়া করি না। অতঃপর সে তার অপর তীরটি আমার দিকে নিক্ষেপ করে ও তা আমার কাঁধের ওপরের অংশে বিদ্ধ হয়। আমি তা টেনে উঠিয়ে ফেলি, নীচে রাখি ও কোনরূপ নড়াচড়া করি না। পুরুষটি বলে, "আল্লাহর কসম, আমার দুইটি তীরই বিদ্ধ হয়েছে। যদি এটি জীবিত কোন কিছু হতো, তবে তা নড়াচড়া করতো। আগামী কাল সকালে গিয়ে আমার এই তীরগুলো নিয়ে এসো, যাতে কুকুরগুলো এসব চিবাতে না পারে।"

আমরা তাদের সময় দেয় যতক্ষণে না চারণভূমি থেকে সন্ধ্যায় তাদের গবাদি-পশুর পালগুলো ফিরে আসে। তারপর তারা যখন তাদের উটগুলোর দুধ দুয়ে নেয়, প্রাণীগুলোকে তাদের পানি খাওয়ার পাত্রের পাশে বিশ্রামের জন্য রেখে আসে, সেগুলো নড়াচড়া বন্ধ করে ও যখন রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয়; তখন আমরা তাদের ওপর হামলা করি। আমরা তাদের কিছু লোকদের হত্যা করি, উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এদিকে, তারা তাদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে তাদের লোকজনদের ডাকাডাকি শুরু করে।

আমরা দ্রুতবেগে রওনা হই। আমরা যখন আল-হারিথ বিন মালিক (ইবনে আল-বারসা) ও তার সহচরদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে নিই। তাদের লোকদের সাহায্যের জন্য যে দলটি ডাকা হয়েছিল, তারা আমাদের দিকে ছুটে আসে। তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। যাহোক, যখন আমাদের ও তাদের মধ্যের দূরত্ব শুধুমাত্র কুদায়েদের গভীর গিরিখাতের তলদেশ, আল্লাহ

অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘের আবির্ভাব ঘটায়, যদিও আমরা এর আগে না কোন বৃষ্টি বা না কোন মেঘ দেখতে পেয়েছিলাম; আর তার ফলে যা হয়েছিল তা হলো এমনই (এক জলস্রোত) যা (অতিক্রম) করার ঝুঁকি কেউই নেয় নাই। যখন আমরা দ্রুতবেগে উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসছিলাম, আমরা দেখেছিলাম যে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে; তাদের কেউই ঝুঁকি অতিক্রমে সক্ষম হয় নাই বা সামনে অগ্রসর হতে পারে নাই। আমরা সেগুলো নিয়ে আল-মুশাললালে আসি ও অতঃপর ওগুলো সেখান থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসি [10]; আমরা যা কিছু নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো নিয়ে উপজাতি লোকদের কাছ থেকে সুকৌশলে পালিয়ে আসি।

ইবনে হুমাযেদ হইতে< সালামাহ হইতে <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে <আসলাম গোত্রের এক লোক হইতে < আসলাম গোত্রের এক শেখ হইতে বর্ণিত: ঐ রাত্রিতে আল্লাহর নবীর অনুসারীদের এই হামলাটির সিংহনাদ (battle cry) ছিল: "হত্যা কর! হত্যা কর!"

আল-ওয়াকিদির তথ্য মতে: গালিব বিন আবদুল্লাহ আল কালবির নেতৃত্বে এই হামলাকারী দলটির সঙ্গে ছিল ১৩ থেকে ১৯জন লোক।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> কী প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা:

'---আমরা তাদের সময় দেয় যতক্ষণে না চারণভূমি থেকে সন্ধ্যায় তাদের গবাদি-পশুর পালগুলো ফিরে আসে, তারপর তারা যখন তাদের উটগুলোর দুধ দুয়ে নেয়, প্রাণীগুলোকে তাদের পানি খাওয়ার পাত্রের পাশে বিশ্রামের জন্য রেখে আসে, সেগুলো নড়াচড়া বন্ধ করে ও যখন রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয়; তখন আমরা তাদের ওপর হামলা করি। আমরা তাদের কিছু লোকদের হত্যা করি, উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসি।--'

রাতের অন্ধকারে এহেন ঘুমন্ত নিরীহ জনপদের ওপর আক্রমণ করে তাদের খুন-জখম-বন্দি করে দাস ও দাসী-করণ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করা (পর্ব-১৩০); রাতের অন্ধকারে রাস্তার পাশে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে বাণিজ্য ফেরত নিরীহ কাফেলা আরোহীদের খুন-জখম-বন্দি করে তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা (পর্ব-২৯); চতুরতার আশ্রয়ে ('জিবরাইল বলেছে') এক জনপদের সমস্ত লোকদের ওপর গণহত্যা সংঘটিত করা (পর্ব-৮৭); মিথ্যা অভিযোগে কোন গোত্রের সমস্ত মানুষ-কে তাদের শত শত বছরের ভিটে-মাটি থেকে এক বস্ত্রে বিতাড়িত করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করা (পর্ব-৫১ ও পর্ব-৫২) - মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত এমন অসংখ্য কর্মকাণ্ড-কে মুসলিম ঐতিহাসিকরা 'হামলা বা অভিযান (Raid or Expedition)' নামে আখ্যায়িত করেছেন!

কিন্তু,

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই এই সব অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এহেন কর্মকাণ্ডগুলো-কে নিঃসন্দেহে 'সন্ত্রাস ও ডাকাতি (Terrorism and robbery)' নামে আখ্যায়িত করাই যথোপযুক্ত! তাদেরই বর্ণিত এই সমস্ত বর্ণনার আলোকে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের "নীতি-পরায়ণ, বীর, শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা" নামে আখ্যায়িত করার কোন সুযোগ নেই!

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-তাবারীর মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।

The narratives of Al-Tabari (838-923 AD):

In Safar of this year the Messenger of God sent Ghalib b. `Abdallah al-Laythi on a raid to al-Kadid against the Banu al-Mulawwih. According to Abu Ja'far [al-Tabarij: The report of this raiding party and of Ghalib b. 'Abdallah was transmitted to me by Ibrahim b. Said al-Jawhari and Said b. Yahya b. Sa'id. (Ibrahim said he had received his report from Yahya b. Said; Said b. Yahya said he had received his report from his father [Yahya b. Sa'id]) We also received this report from Ibn Humayd-Salamah. All [these reports] are from Ibn Ishaq - Ya'qub b. 'Utbah b. al-Mughirah - Muslim b. 'Abdallah b. Khubayb al-Juhani-Jundab b. Makith al-Juhani, who said: The Messenger of God sent out Ghalib b. 'Abdallah al-Kalbi (of the Kalb [subdivision] of Layth) against the Banu al-Mulawwih in al-Kadid and commanded him to raid them. Ghalib set out; I was in his raiding party. We traveled on until, when we were at Qudayd, we encountered al-Harith b. Malik, known as Ibn al-Barga' al-Laythi. We took him, but he said, "I came only to become a Muslim." Ghalib b. 'Abdallah said, "If you have indeed come as a Muslim, it will not harm you to be bound for a day and night; if you have come for another purpose, we shall [thereby] be safe from you." So he secured him with a rope and left a little black man who was with us in charge of him, saying: "Stay with him until we pass by you. If he gives you trouble, cut off his head."

We continued on until we came to the bottomland of al-Kadid and halted toward evening, after the midafternoon prayer. My companions sent me out as a scout. I went to a hill that gave me a view of the settlement and lay face down on the ground. It was just before sunset. One of their men came out, looked, and saw me lying on the hill. He said to his wife: "By God, I see a shape on this hill that I did not see at the beginning of the day. See whether the dogs may not have dragged away one of your utensils." She looked and said, "By God, I am not missing anything." He said, "Hand me my bow and two of my arrows." She handed them to him, and he shot me with an arrow and hit my side. I pulled it out, put it down, and did not move. Then he shot me with the other

and hit the top of my shoulder. I pulled it out, put it down, and did not move. He said: "By God, both my arrows penetrated it. If it were a living thing, it would have moved. Go after my arrows in the morning and get them, so that the dogs do not chew them up for me."

We gave them time until their herds had come back from pasture in the evening. After they had milked the camels, set them to rest by the watering trough, and had stopped moving around, after the first part of the night had passed, we launched the raid on them. We killed some of them, drove away the camels, and set out to return. Meanwhile, the party carrying the people's appeal for aid set out to the tribe to get help.

We traveled quickly. When we passed by al-Harith b. Malik (Ibn al-Barsa') and his companion, we took him with us. The party summoned to aid the people came at us. They were too powerful for us. However, when only the bottom of Qudayd Canyon was between us and them, God sent clouds from out of the blue, although we had seen neither rain nor clouds before that, and the result was [a torrent] that no one could risk [crossing]. We saw them looking at us, none of them able to risk it or advance, while we quickly drove off the camels. We took them up to al-Mushallal and then brought them down from it, and we eluded the tribesmen with what we had taken. -- According to Ibn Humayd -Salamah -Muhammad b. Ishaq -a man from Aslam -a shaykh of Aslam: The battle cry of the companions of the Messenger of God that night was "Kill! Kill!" According to al-Wagidi: The raiding party led by Ghalib b. 'Abdallah consisted of between thirteen and nineteen men.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[96] আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪৩

[97] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৬৬০-৬৬২

[98] অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৫০-৭৫২; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০

[99] ‘বানু আল-মুলায়িহ গোত্রটি ছিল বানু বকর বিন আবেদে মানাত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু লেইথ গোত্রের এক অংশ, যাদের এলাকা ছিল মদিনার পশ্চিমে। আল-কাদিদ এলাকা-টি ছিল হিজাজে, মক্কা থেকে ২৪ মাইল দূরে।'

[100] 'ইবরাহিম বিন সাইদ আল-জাওহারি ছিলেন মূলত তাবারিস্তানের অধিবাসী; তিনি আনুমানিক ৮৬৪ সালে (হিজরি ২৫০ সাল) মৃত্যু বরণ করেন।'

[101] ‘সাইদ বিন ইয়াহিয়া বিন সাইদ আল-উমায়ি আনুমানিক ৮৬৩ সালে (হিজরি ২৪৯ সাল) মৃত্যু বরণ করেন।'

[102] 'আবু আইয়ুব ইয়াহিয়া বিন সাইদ বিন আবান বিন সাইদ বিন আল-আস বিন উমায়ি আল-কুফি আনুমানিক ৭৩২ সালে (হিজরি ১১৪) জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে চলে আসেন ও সেখানেই তিনি ৮০৯ সালে (হিজরি ১৯৪) মৃত্যুবরণ করেন।'

[103] ‘জুনদাব বিন মাকিত আল-জুহানি ছিলেন নবীর সহচর।'

[104] 'আল-কাদিয়াদ - মক্কার নিকটবর্তী, মক্কা যাওয়ার রাস্তার পাশে প্রচুর জল সমৃদ্ধ এক বড় গ্রাম।'

[105] 'আল-মুশাললাল হলো একটি পাহাড়, যেখান থেকে আল-কাদিয়াদ পর্যবেক্ষণ করা যায়।'

১৭৬: আল-গাবা (খাদিরা) হামলা – কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঞ্চাশ

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠ সফলকাম" ব্যক্তিদের একজন। তাঁকে নিয়ে হাজারও বই লিখা হয়েছে ও হবে। তা স্বত্বেও এই মানুষ-টি সম্বন্ধে সঠিক ইতিহাস জানা অত্যন্ত দুরূহ, সময় সাপেক্ষ ও গবেষণা-ধর্মী বিষয়। কারণ, তাঁকে জানার জন্য যে গ্রন্থগুলো আমরা পাই, তা হলো কুরআন-সিরাত-হাদিস; যে গ্রন্থগুলো সম্পূর্ণরূপে শুধু তাঁর ও তাঁরই একান্ত গুণমুগ্ধ অনুসারীদের রচিত। তাঁর প্রবর্তিত 'ইসলাম' নামের বিধানে, যে অনুসারীদের (লেখক ও বর্ণনাকারী) একমাত্র কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজের বৈধতা প্রদান করা! অন্যথায় তাঁর প্রবর্তিত এই বিধানেই, তাঁরই প্রিয় অন্যান্য গুণমুগ্ধ নিবেদিত প্রাণ অনুসারীদের হাতে এই সমস্ত লেখক ও বর্ণনাকারীর খুন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় শতভাগ। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাছে পরাজিত কোন অবিশ্বাসীর প্রামাণিক সাক্ষ্যের (Evidence) কোন অস্তিত্বই এই গ্রন্থগুলোর কোথাও নেই। অন্য কোন **'তৃতীয় পক্ষ'** মারফত তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের এই সকল বক্তব্যের 'সত্য-মিথ্যা' যাচাইয়ের কোন সুযোগ নেই। আদি উৎসে (Primary source) তাঁরা অন্য কোন বিকল্প ইতিহাসের অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখেন নাই।

আমাদের সমস্ত আলোচনা, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরই রচিত ইসলামের ইতিহাসের আলোকে। 'কুরআন ও আদি উৎসে রচিত এই গ্রন্থগুলোতে মুহাম্মদের সফলতার পিছনের যে ইতিহাস (মদিনার ১০ বছর) বর্ণিত আছে, তা সমস্ত মানব জাতীর জন্যই বড়ই ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক। সে ইতিহাস না জানলে মুহাম্মদের চরিত্রের এক বিরাট অংশ অজানা থেকে যায়। ইন্টারনেট প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে আজ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও 'কুরআন, সিরাত ও হাদিসে' সুস্পষ্ট নথিভুক্ত এই বিষয়গুলো প্রকাশ করতে পারছেন। তা না হলে, ইসলামের ইতিহাসে সুস্পষ্ট নথিভুক্ত এই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষরা এত সহজে কখনোই জানতে পারতেন না।

প্রশ্ন করা হয়, ইসলামের যে সমস্ত ভাল আদেশ-নিষেধ আছে সেগুলো অনুসরণ করে কেউ যদি সৎভাবে জীবন অতিবাহিত করতে চান, তাতে অসুবিধা কোথায়? কী দরকার ইসলামের গর্হিত আদেশ-নিষেধের আলোচনা-সমালোচনা করার? এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় কয়েকটি কারণে:

১) সত্য প্রকাশের অপরিহার্যতা:

সত্য জানার প্রয়োজন ও অধিকার সর্বজনীন। সত্য জানা সত্বেও তা বিভিন্ন কলা-কৌশল ও মিথ্যার আড়ালে গোপন করার অপচেষ্টা কোন সৎ মানুষের কর্ম হতে পারে না।

২) তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসীদের ভয়ংকর আচরণ:

তথাকথিত মোডারেট মুমিনরা ইসলামের মৌলিক প্রশ্নে জিহাদিদের মতই ভয়ংকর আচরণ করেন। "ইসলাম-কুরআন-মুহাম্মদের" সমালোচনাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবী তুলে তারাই পৃথিবী ব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করেন! সমালোচনাকারী এইসব মুরতাদ-নাস্তিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নৃশংসভাবে খুন করা হবে; নাকি, তাঁদের গ্রেফতার করে ব্লাসফেমী আইনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে; নাকি, মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাঁদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হবে; নাকি, তাঁদের সামাজিকভাবে বয়কট করা

হবে; নাকি, সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে তাঁদেরকে তাঁদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করা হবে; জিহাদি মৌলবাদীদের সঙ্গে তথাকথিত মোডারেট মুমিনদের মতপার্থক্য শুধু এখানেই। উভয়ের মন-মানসিকতায় গুনগত কোন পার্থক্য নেই। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, অনুশীলন ও তার বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডে মৌলবাদী জিহাদি ও তথাকথিত অ-মৌলবাদী মোডারেটরা কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, এখনও নেই।

৩) প্রতারণা ও ক্ষতিসাধন:

তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসীদের প্রচারিত বাছাইকৃত (Selective) আপাত সহনশীল কুরআন-সিরাত-হাদিসের বর্ণনায় আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পেরে পদে পদে বিভ্রান্ত হন, হন প্রতারিত। বিরামহীন মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডায় টিকে থাকে ধর্ম ও তার কু-প্রভাব। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। যতদিন তারা এ সকল মিথ্যাচার ও প্রতারণা বন্ধ না করবেন, ততদিন ইসলামের সমালোচনা কখনোই বন্ধ হবে না।

>>> হিজরি ৮ সালের সফর মাসে (মে-জুন, ৬২৯ সাল) আল-কাদিদ নামক স্থানে অবস্থিত বানু আল-মুলায়িহ গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে হামলার উদ্দেশ্যে গালিব বিন আবদুল্লাহ আল লেইথি নামের এক অনুসারীর নেতৃত্বে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে দলটি প্রেরণ করেছিলেন, রাতের অন্ধকারে তারা তা কীভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, তার সবিস্তার অলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের এমনই বহু ঘটনার আর একটি হলো, "আল-গাবা (খাদিরা) হামলা", যা সংঘটিত হয়েছিল আল-কাদিদ হামলার ছয় মাস পর; হিজরি ৮ সালের শাবান মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ৬২৯ সাল)। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার বর্ণনা বিভিন্নভাবে

তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-ওয়াকিদি তাঁর "কিতাব আল-মাগাজি" গ্রন্থে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ও আল তাবারীর) বর্ণনা: [106] [107]

শিরনাম - "রিফা বিন কায়েস-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আল গাবায় ইবনে আবু হাদরাদ আল-আসলামির (Ibn Abu Hadrad Al-Aslami) হামলা":

এমন একজন ব্যক্তি যাকে আমার সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, ***ইবনে হাদরাদ*** *এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছেন তা হলো: 'আমি আমার গোত্রের এক মেয়েকে বিবাহ করি ও তার কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে আমি তাকে বিবাহ-বাবদ (dowry) ২০০ দিরহাম প্রদান করবো। আমি আল্লাহর নবীর কাছে গমন করি ও এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাই। যখন আমি তাঁকে আমার প্রতিজ্ঞার অর্থের পরিমাণ জানাই, তিনি বলেন, "এর বেশী তুমি দিতে পারতে না! তোমাকে সাহায্য করার মত কোন অর্থ আমার কাছে নেই।"*

আমি কিছুদিন অপেক্ষা করি। যখন রিফা বিন কায়েস (Rifa'a b. Qays) কিংবা কায়েস বিন রিফা নামের বানু জুশাম (B. Jusham) বিন মুয়াবিয়া গোত্রের এক উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে বানু জুশাম গোত্রের বহু উপজাতি লোকদের একত্রিত করে আল-গাবা (al-Ghaba) নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। আল্লাহর নবী আমাকে ও আরও দুই জন মুসলমান-কে তলব করেন ও আমাদের বলেন যে আমরা যেন এই লোকটির কাছে যাই ও তার বিষয়ে খবর সংগ্রহ করে তাঁকে জানাই (আল তাবারী: 'ও তাকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসি')। অত:পর তিনি আমাদের জন্য এক বুড়া অপুষ্ট মাদী উট প্রেরণ করেন। আমাদের একজন তার পিঠের ওপর উঠে বসে, কিন্তু উটটি এতই দুর্বল ছিল যে তাকে নিয়ে উটটি উঠে দাঁড়াতে পারে না, যতক্ষণে না লোকজন তার পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে উঠিয়ে দেয়; এমনকি তা সত্বেও উটটি কোন রকমে তা করতে

পারে। অতঃপর তিনি বলেন, "যথাসম্ভব এর সাহায্য নিও ও পালাক্রমে এর ওপর সওয়ার হইও।" [108] [109]

আমরা আমাদের তীর-ধনুক ও তরবারিগুলো নিয়ে যাত্রা শুরু করি ও সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা-কালে সেই এলাকার নিকট পৌঁছায়। আমি তাদের শিবিরের এক প্রান্তে লুকিয়ে থাকি ও আমার সঙ্গীদের এই হুকুম করি যে তারা যেন শিবিরটির অন্য প্রান্তে লুকিয়ে থাকে। অতঃপর আমি তাদের বলি যে, তারা যখন আমাকে 'আল্লাহু আকবার' চিৎকার করতে করতে শিবিরটির দিকে দৌড়ে যেতে দেখবে, তখন তারাও যেন একই রকম কর্ম করে ও আমার সঙ্গে দৌড়ে যায়। অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের পরাস্ত কিংবা তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আমারা অপেক্ষা করতে থাকি, যতক্ষণে না রাত্রি গভীর হয়।

এমতাবস্থায় তাদের এক মেষপালক, যে তাদের পশুগুলো চড়াতে বাহিরে গিয়েছিল, তার ফিরতে অনেক দেরী হওয়ার কারণে তারা তার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তাদের দলনেতা রিফা বিন কায়েস উঠে দাঁড়ায় ও তার তরবারিটি নিয়ে তার গলার সাথে ঝুলিয়ে রাখে ও বলে যে, নিশ্চয়ই সে কোন বিপদে পড়েছে ও সেই কারণে মেষ-পলাক-টি যেদিকে গিয়েছে সে সেই দিকে যাবে। ফলে তার সঙ্গীদের কিছু লোক তাকে এই অনুরোধ করে যে সে যেন একা একা না যায়, কারণ তারা তাকে রক্ষার জন্য তার সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু সে একাই যাওয়ার জন্য জিদ ধরে। সে বাহির হয়ে আমার পাশ দিয়ে যেতে থাকে। যখন সে আমার নাগালের মধ্যে আসে, আমি তার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে আমার তীর নিক্ষেপ করি ও সে কোনরূপে শব্দ না করেই মৃত্যুবরণ করে। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি ও তার কল্লাটি কেটে ফেলি ও 'আল্লাহু আকবার' বলে চিৎকার করতে করতে তাদের শিবিরের দিকে দৌড়ে যাই; এবং একইভাবে আমার সঙ্গী দুইজন ও তাইই করে। অতঃপর আল্লাহর কসম, তারা সকলেই অবিলম্বে চিৎকার করতে করতে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ও তাদের হাতের নাগালের মধ্যে যে সমস্ত সম্পদ, যা তারা সহজে নিতে পারে, তাইই নিয়ে দৌড়ে

পালিয়ে যায়। আমরা তাদের বহু সংখ্যক উট ও ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে আসি। অতঃপর সেগুলো ও রিফার মুণ্ডু-টি নিয়ে আল্লাহর নাবীর কাছে হাজির হই। উটগুলোর মধ্যে থেকে তিনি আমাকে তের-টি উট প্রদান করে আমার প্রণয়িনীর বিবাহ- বাবদ অর্থের ব্যাপারে সাহায্য করেন। অতঃপর, আমি আমার বিবাহ কর্ম সুসম্পূর্ণ করি।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা: [110] [111]

শিরনাম - "অষ্টম বর্ষের শাবান মাসে আবু কাতাদার নেতৃত্বে খাদিরা (Khadira) হামলা:"

[১] মুহাম্মদ বিন সাহল বিন আবি হাতমা < তার পিতা < আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ আল আসলামির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন:

'আমি বদর যুদ্ধে নিহত সুরাকা বিন হারিথার কন্যাকে বিবাহ করি ও তার সঙ্গে একত্রে বসবাস করা ছাড়া অন্য কোন কিছুই এই পৃথিবীতে আমার বেশী পছন্দসই ছিল না। আমি তার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করি যে আমি তাকে বিবাহ-বাবদ (dowry) ২০০ দিরহাম প্রদান করবো, কিন্তু আমি তার কোন কিছুই জোগাড় করে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি না। অতঃপর আমি নিজেকে বলি যে আমি আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি আস্থাশীল হবো। আমি আল্লাহর নবীর কাছে আসি ও তাঁকে তা অবহিত করাই। তিনি বলেন, "তুমি তার জন্য কী পরিমাণ প্রতিশ্রুতি করেছ?" আমি বলি, "দুইশত দিরহাম।" তিনি বলেন, "বাথান অঞ্চল ছেঁচে ফেললেও তুমি এই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করতে পারতে না।" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে সাহায্য করুন, কারণ আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" আল্লাহর নবী বলেন, "এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্যের বিষয়ে আমি একমত নই। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আবু কাতাদার (Abū Qatāda) অধীনে আমি ১৪জন লোক হামলার জন্য পাঠাবো। তুমি

কি তাদের সঙ্গে যেতে চাও? কারণ, নিশ্চিতরূপেই আমি আশা করি যে আল্লাহ এই রমণীকে বিবাহের অর্থের জন্য গণিমতের মালের ব্যবস্থা করবে।" আমি বলি, "হ্যাঁ।"

আমরা বের হই। আমাদের নেতৃত্বে ছিল আবু কাতাদা ও তার সঙ্গে আমরা ছিলাম ১৬ জন লোক। আল্লাহর নবী আমাদের-কে নাজাদের (Najd) আশে পাশে ঘাতাফান (Ghaṭafān) এলাকায় প্রেরণ করেন, এই বলে যে, "রাত্রি বেলা যাত্রা অব্যাহত রেখো, আর দিনের বেলা লুকিয়ে থেকো। আক্রমণ করবে, কিন্তু নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না।" অতঃপর আমরা যাত্রা শুরু করি ও তা অব্যাহত রাখি, যতক্ষণে না আমরা ঘাতাফানদের এলাকায় এসে পৌঁছাই ও তাদের এক বড় জন-বসতির ওপর হামলা চালাই।'

তিনি বলেছেন, 'আবু কাতাদা আমাদের সাথে আলোচনা করে ও আমাদের এই আহ্বান জানায় যে আমরা যেন আল্লাহ-কে সবচেয়ে বেশী ভয় করি। সে প্রতি দুইজন-কে একত্রিত করে এক একটি দল গঠন করে ও নির্দেশ দেয়, "অবশ্যই কোন ব্যক্তিই যেন কোন অবস্থাতেই তার সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা না হয়, যদি না তদের একজন নিহত হয়, কিংবা আমাকে তার খবর দেওয়ার জন্য ফিরে আসতে হয়। আমার কাছে আসার পর যদি আমি সেই ব্যক্তিকে তার সঙ্গীটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি, তবে সে যেন না বলে যে, "তার সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নেই!" যখন আমি তাকবীর বলবো, তোমরাই বলবে তাকবীর; যখন আমি আক্রমণ করবো, তোমরাও করবে আক্রমণ; শত্রুর সন্ধানে অত্যধিক সময় ব্যয় করবে না।" আমরা সেই জনবসতি-টি ঘিরে ফেলি ও আমি শুনতে পাই যে এক ব্যক্তি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে ডাকছে, "হে খাদিরাবাসী!" আমি এটিকে শুভ লক্ষণ হিসাবে গণ্য করি ও বলি, "নিশ্চিতরূপেই আমি ভাল কিছু অর্জন করবো ও আমার স্ত্রী হবে।" আমরা তাদের কাছে এসেছিলাম রাত্রিকালে।'

তিনি বলেছেন, 'আবু কাতাদা তার তরবারি টেনে বের করে ও আমরাও আমাদের তরবারি টেনে বের করি; সে তাকবীর ঘোষণা করে ও আমারাও তার সঙ্গে ঘোষণা করি তাকবীর; আমরা ঐ জনবসতিটির ওপর আক্রমণ জোরদার করি, ও লোকেরা যুদ্ধ করে। হঠাৎ এক লম্বা লোক পিছু হটতে হটতে তার চকচকে তরবারি বের করে ও বলে, "হে মুসলিমরা, জান্নাতে যাওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে আয়!" তাই আমি তাকে ধাওয়া করি, আর সে বলে, "নিশ্চিতই তোর সঙ্গীটি ধূর্ত, আর তার হুকুম সত্যিকারের হুকুম।" অত:পর সে বলে, "জান্নাত! জান্নাত!" সে আমাদের-কে নিয়ে ঠাট্টা করে।" আমি জানতাম যে শত্রুরা সামনে আছে, আমি বের হয়ে তাকে অনুসরণ করি। আমার সঙ্গীটি আমাকে ডেকে বলে, "বেশী দুরে যেও না, আমাদের দলনেতা আমাদের অতিরিক্ত খোঁজাখুঁজি করতে নিষেধ করেছে।" আমি আমার শত্রুর নিকট পৌঁছই ও তার গর্দানের পিছনের মধ্যখানে তাক করি। তখন সে বলে, "এই মুসলিম, কাছে আয়, জান্নাতের দিকে!" আমি তাকে আমার তীর নিক্ষেপে হত্যা করি। সে মৃত্যুবরণ করে ও আমি তার তরবারিটি নিয়ে নিই। আমার সঙ্গীটি আমাকে ডাকা শুরু করে, "তুমি কোথায়? আল্লাহর কসম, যদি আমি আবু কাতাদার কাছে যাই ও সে আমাকে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাকে তা জানাবো।"

তিনি বলেছেন, "আবু কাতাদার সাথে দেখা করার পূর্বেই আমি তার সাথে দেখা করি ও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাই, "আমাদের দলনেতা কি আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছে?" সে জবাবে বলে, "হ্যাঁ, আর সে তোমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ।" সে আমাকে জানাই যে তারা লুটের মাল (booty) জমা করেছে ও যারাই তাদের বাধা দিয়েছিল তাদের-কে খুন করেছে। আমি আবু কাতাদার কাছে গমন করি ও সে আমাকে তিরস্কার করে। আমি তাকে বলি যে আমি এক ব্যক্তিকে খুন করেছি, যার ব্যাপারগুলো ছিল এমন এমন এবং ঐ লোকটি আমাকে যা যা বলেছিল তার সমস্তই আমি তাকে অবহিত করাই। অতঃপর আমরা তাদের পশুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসি

ও সঙ্গে নিয়ে আসি তাদের নারীদের। তলোয়ারের খাপ তখন ঘোড়ার জিনের গদির সাথে ঝুলছিল।

পরদিন সকালে, --- আমি এক নারীর সাক্ষাত পাই, যে ছিল হরিণীর মত। সে কাঁদছিল ও ঘন ঘন পিছনে ফিরে দেখছিল। আমি বলি, "তুমি কিসের খোঁজ করছো?" সে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি এক ব্যক্তির সন্ধান করছি, সে যদি বেঁচে থাকতো, তবে সে অবশ্যই তোমাদের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করতো।" আমি বুঝতে পারি যে ঐ লোকটি হলো সেই যাকে আমি খুন করেছি; আমি বলি, "নিশ্চিতই আমি তাকে হত্যা করেছি। ঘোড়ার জিনের গদির সাথে ঝুলন্ত এই তরবারি ও খাপটি হলো তারই। সে বলে, "হায় ঈশ্বর! এটিই কী তার তরবারির খাপ! তাহলে তরবারিটি খাপের মধ্যে ঢুকাও, যদি তুমি সত্যি বলে থাকো।" আমি তরবারিটি খাপের মধ্যে ঢুকাই ও তা আচ্ছাদিত হয়।' তিনি বলেছেন, 'মহিলাটি কান্না করে ও হাল ছেড়ে দেয়। ইবনে হাদরামি বলেছেন, "আমরা ভেড়া ও গবাদি পশুগুলো নিয়ে আল্লাহর নাবীর কাছে ফিরে আসি।"'

[২] আবু মওদুদ <আবদ আল-রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ < তার পিতার কাছ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

'যখন আমরা খাদিরা হামলা শেষে প্রত্যাবর্তন করি ও আমারা লুটের মালগুলো ('fay') গ্রহণ করি, প্রত্যেক লোকের ভাগে পড়েছিল ১২টি উট। আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই ও আল্লাহ আমাকে সুখী করেন।'

[৩] আবদুল্লাহ বিন জাফর <জাফর বিন আমর এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

'তারা ১৫-রাত্রির জন্য চলে গিয়েছিল। তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল দুইশত উট ও এক হাজার মেষ (ভেড়া)। তারা বহু লোক-কে বন্দি করে ধরে নিয়ে এসেছিল। এক

পঞ্চমাংশ ['খুমুস' - নবীর অংশ] আলাদা করে রাখা হয়। তাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল ১২-টি উট। একটি উটের সমতুল্য ছিল ১০-টি মেষ।'

[৪] ইবনে আবি সাবরা <ইশাক বিন আবদুল্লাহ <আবদ আল-রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবি হাদরাদ < তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

'আমাদের ঐ যাত্রায় আমরা চার-জন নারী ধরে ফেলি, তাদের মধ্যে ছিল হরিণীর মত তরুণী এক নারী - যৌবন ও মিষ্টি চেহারার একটি বিস্ময়কর জিনিস (an amazing thing of youthfulness and sweetness); এবং বহু শিশু - ছেলে ও মেয়ে। তারা ঐ বন্দিদের ভাগাভাগি করে নেই ও সেই সুন্দরী যুবতী নারী-টি আবু কাতাদার ভাগে পরে। মাহমিয়া বিন জায আল-যুবায়েদি এসে বলে, "হে আল্লাহর নবী, আবু কাতাদা এই সুন্দরী নারীটি-কে নিশ্চিতই তার ভাগে নিয়েছে। কিন্তু আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আল্লাহ আপনাকে প্রথম যে গণিমতের অংশ-টি দেবে, সেখান থেকে একজন নারী আমাকে দান করবেন।" তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর নবী আবু কাতাদা-কে তলব করেন ও তাকে বলেন "কোন নারী-টি তোমার ভাগে পড়েছে?" সে জবাবে বলে, "বন্দিদের একজন, যে বন্দিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। এক পঞ্চমাংশ ভাগ-টি আলাদা করে রাখার পর আমি তাকে আমার জন্য নিয়েছি।" তিনি বলেন, "তাকে তুমি আমার কাছে দাও।" সে জবাবে বলে, "আচ্ছা, হে আল্লাহর নবী।" আল্লাহর নবী তাকে গ্রহণ করেন, অতঃপর তাকে তিনি মাহমিয়া বিন জায আল-যুবায়েদি কে প্রদান করেন।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>> লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক তাঁর এই বর্ণনায় এই হামলার কারণ হিসাবে রিফা বিন কায়েস ও তাঁর সঙ্গীদের "আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ" করার অভিপ্রায় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বর্ণনার উৎস একজন, যাকে তিনি সন্দেহাতীত বলে জানতেন। অন্যদিকে, আল-ওয়াকিদির বর্ণনা অত্যন্ত

বিস্তারিত। মোট চারটি ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে তিনি এই বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করেছেন, যা তিনি তাঁর বর্ণনায় সু-নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

"লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল-ওয়াকিদির এই বিস্তারিত বর্ণনার কোথাও এমন কোন আভাষ নেই যে, ঐ লোকগুলো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন!"

শুধু তাইই নয়, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, ঐ লোকগুলো তাঁদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পদ ও গবাদি পশুগুলো-কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে বসবাস করছিলেন।

প্রশ্ন হলো,

"নিজেদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পদ ও গবাদি পশুগুলো সঙ্গে নিয়ে কী মানুষ কোথাও কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়?"

উত্তর হলো, "অবশ্যই না!" সুতরাং, এই লোকগুলো 'মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন' - মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এমন দাবীর সপক্ষে কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ এই ঘটনার বর্ণনায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আক্রমণের অজুহাত হিসাবে 'তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, তাহারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছিল, তাহারা আল্লাহ ও নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল'; একমাত্র 'ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধ' ছাড়া এ সকল অভিযোগের কোন 'প্রামাণিক তথ্য (Evidence)' আদি উৎসের বর্ণনায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে নারী ও সম্পদের পার্থিব লোভ (গণিমতের) দেখিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ যে তাঁর অনুসারীদের অনৈতিক আগ্রাসী হামলায় উদ্বুদ্ধ করতেন, তার অসংখ্য 'প্রমাণ' কুরআন ও আদি উৎসের বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সংক্ষেপে,

আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দ এর বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো: এই লোকগুলো সেখানে অবস্থান করছিলেন তাঁদের স্ত্রী-সন্তান-পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদগুলো নিয়ে। এই লোকগুলো মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের ওপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই। বরাবরের মতই, মুহাম্মদ অনুসারীদের এই আক্রমণ-টি ছিল অতর্কিতে, নিশুতি রাতের অন্ধকারে! যেমনটি "দস্যুরা" করে থাকে। আক্রমণকারী দল, "মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা!" আর অবিশ্বাসীরা ছিলেন এই মরু-দস্যুদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটি সংযুক্ত করছি।

The narratives of Al-Waqidi (784-822 AD):

'Al-Wāqidī related to us saying: Muḥammad b. Sahl b. Abī Ḥathma related to me from his father, who said: **ʿAbdullah b. Abī Ḥadrad al-Aslamī** said: I am married to the daughter of Surāqa b. Ḥāritha al-Najjārī who was killed at Badr, and there was nothing in the world that was more desirable to me than to be with her. I had promised her a dowry of two hundred dirham but I could not find any part of it to take to her and I said to myself [Page 778] I shall trust in God and His Messenger. I came to the Prophet and informed him. He said, "How much have you promised her?" I said, "Two hundred dirham." He said, "If you scooped up the region of Baṭḥān you would not find so much." I said, "O Messenger of God, help me for I have promised her." The Messenger of God said, "I have not agreed to help you with this. But I have determined to send fourteen men with Abū Qatāda on an expedition. Would you like to go out with

them, for, indeed, I hope that God will grant you plunder for your woman's dowry?" I said, "Yes."

We went out and we were sixteen men with Abū Qatāda, who was our commander. The Messenger of God sent us to the Ghaṭafān around Najd, saying, "March by night and hide by day. Make an attack, but do not kill women and children." So we went out until we came to the region of Ghaṭaf ān, and we attacked a large settlement of theirs. He said: Abū Qatāda spoke to us and urged us on with the fear of God most high. He put together every two men and said, "Each man must not separate from his companion unless he is killed or returns to inform me about his news. A man will not come to me, who, when I ask him about his companion says, 'I have no information about him!' When I proclaim *takbīr*, proclaim *takbīr*; when I attack, attack; do not become excessive in your search for the enemy." We encircled the settlement and I heard a man scream: O Khaḍira! I regarded it as a good omen and I said, "I will surely achieve good and have my wife." We had come to them at night.

He said: Abū Qatāda drew his sword and we drew our swords; He proclaimed *takbīr* and we proclaimed *takbīr* with him; we strengthened against the settlement, and men fought. All of a sudden a tall man drew his shining sword, while he was walking backwards and said, "O Muslim, come forward to Paradise!" So I went after him, and he said, "Surely your companion is a trickster, and his command is the real command," and he says, 'Paradise! Paradise!' and makes fun of us." But I knew that the enemy was ahead, and I went out in his tracks. My companion called out to me, "Do not go far, our commander has forbidden us to be excessive in the search." I reached my enemy and aimed at the middle of the back of his neck. [Page 779] Then he said, "Draw near, O Muslim, to Paradise!" I shot him until I killed him with my arrows. He fell dead and I took his sword. My companion began to call out, "Where have you gone? Indeed and by God, if I go to Abū Qatāda and he asks

me about you I will inform him." He said: I met him, before I met Abū Qatāda, and I inquired, "Did my commander ask about me?" He replied, "Yes, and he was furious with me and you." He informed me that they had collected the booty, and killed those who came out to them. I went to Abū Qatāda and he censured me. I said that I had killed a man, his affair was thus and thus, and I informed him about his words, all of them. Then we drove the cattle and carried the women, the scabbards of the swords hanging with the Saddles. In the morning, as my camel lay smeared—I met a woman like a gazelle. She increasingly looked behind her while crying. I said, "What are you looking for?" She said, "By God, I seek a man who, if he were alive, would surely recover us from you." I realized that it was the man I had killed and I said, "Surely I killed him. This sword of his hangs by the Saddle at its scabbard." She said, "This, by God, is the scabbard of his sword. So sheath it, if you speak the truth." I sheathed the sword and it was covered. He said: She cried and became resigned. Ibn Abī Hadrad said: We went to the Prophet with sheep and cattle.

Abū Mawdūd related to me from ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbdullah b. Abī Ḥadrad from his father, who said: When I returned from the raid of Khaḍira, and we had taken *fay'*, the [Page 780] portion of every man was twelve camels. I consummated my marriage and God granted me happiness.

ʿAbdullah b. Jaʿfar related to me from Jaʿfar b. ʿAmr, who said: They were gone for fifteen nights. They came with two hundred camels and a thousand sheep. They had taken many prisoners. The fifth was withdrawn. Their portions were twelve camels each. The camel was the equivalent of ten sheep.

Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ʿAbdullah from ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbdullah b. Abī Ḥadrad from his father, who said: We captured four women during our outing; with them was a young girl like a gazelle, an amazing thing of youthfulness and sweetness; and children—boys and girls. They apportioned

the prisoners and that beautiful young girl went to Abū Qatāda. Maḥmiyya b. Jaz' al-Zubaydī came and said, "O Messenger of God, indeed Abū Qatāda has taken this beautiful girl. But you promised me a girl from the first *fay'* that God grants you." He said: The Messenger of God sent for Abū Qatāda and said, "What girl came in your portion?" He replied, "A girl from the prisoners, who is the most beautiful of those prisoners. I took her for myself after apportioning the fifth." He said, "Give her to me." He replied, "Yes, O Messenger of God." The Messenger of God took her and gave her to Maḥmiya b. Jaz' al-Zubaydī.'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[106] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৬৭১-৬৭২

[107] অনুরূপ বর্ণনা-আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫১

[108] আল গাবা: এই স্থানটির অবস্থান ছিল মদিনা থেকে ৮ মাইল উত্তরে।

[109] বানু জুশাম ছিল বিশাল হাওয়াযিন গোত্রের একটি অংশ।

[110] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৭৭-৭৮০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৮২-৩৮৪

[111] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: ইংরেজি অনুবাদ-ভলুউম-২, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪

১৭৭: আমর বিন আল-আ'স এর ইসলাম গ্রহণ - কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত বাহান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী মুমিন মুসলমান "অবিশ্বাসীদের লেখা" কোন 'ইসলাম' এর ইতিহাস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না, যদি না তা তাঁদের নবী মুহাম্মদ-কুরআন-সিরাত-হাদিস ও প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের স্বপক্ষে লেখা হয়। কারণ, তাঁদের সদা সন্দেহ এই যে, অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করে সর্বদায় ইসলামের ইতিহাস ও তাঁর প্রচারক নবী মুহাম্মদ-কে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত। প্রচলিত ইসলাম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায়, এমন যে কোন প্রাক্তন-মুসলমান (Ex-Muslim) লেখককে তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও ধর্ম-অনুভূতিতে আঘাতকারী আখ্যা দিয়ে লেখকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ডের দাবী উত্থাপন করেন। লেখক প্রবাসী হলে তাঁরা সিদ্ধান্ত টানেন এই বলে যে, লেখকটি নিশ্চয়ই ইহুদীদের চর, কিংবা ইসরাইলের দালাল! প্রচুর ধনসম্পদ ও ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে লেখক ইসলাম-কে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত! অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য লেখকের থাকতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না! আর এই লেখকরা যে 'সঠিক ইসলাম' সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তা তাঁরা এই লেখাগুলোর শিরনাম দেখেই, কিংবা সামান্য চোখ বুলিয়েই, কিংবা কোনরূপ রেফারেন্স চেক না করেই নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারেন! এ ছাড়াও, সেকালের সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রেক্ষাপট না জানা, বিষয়ের ভুল বা বিকৃত ব্যাখ্যা, আরবি না জানা - ইত্যাদি অভিযোগ তো আছেই!

পৃথিবীর যে কোন ইসলাম প্রধান দেশে আভাসে ইঙ্গিতেও 'ইসলাম-বিশ্বাসের' বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন ধরনের লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারণার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ! আর মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে কোন অমুসলমান লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, নেতা-নেত্রী, রাষ্ট্র-প্রধান কিংবা কোন সাধারণ অমুসলিমও যদি ইসলামের বিপক্ষে কোন ধরণের বিরূপ মন্তব্য, লেখালেখি ও প্রচারণা চালান; তখন তাঁদের-কে আখ্যায়িত করা হয় 'ইসলামোফোবিক (Islamophobic)' বা 'অযৌক্তিক ইসলাম-ভীতি' রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রূপে। তাঁদের বিরুদ্ধে চলে ইসলাম বিশ্বাসীদের দুর্বার প্রচারণা ও বিষোদগার। অন্যদিকে, অমুসলিম এই সব ব্যক্তিত্বের কেউ যদি 'ইসলাম' এর পক্ষে তাঁর মত প্রকাশ ও প্রচারণা চালান, তখন তিনি হয়ে যান মুসলিম জগতের 'বিখ্যাত হিরো!' 'ইসলাম' যে একটি অকাট্য সত্য ধর্ম, তার প্রমাণ হিসাবে মুমিনগণ তখন এই সমস্ত অমুসলিমদের লেখা ও উদ্ধৃতিগুলো গর্বভরে উদ্ধৃত করেন। এ সমস্ত কারণে আমরা দেখতে পাই, মুসলিম সংখ্যালঘু দেশেও 'ইসলাম' বিষয়ে যে কোন ধরণের বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিশ্বাসীদের প্রচারণা ও বিষোদগার সামিল হোন বহু অবিশ্বাসীরাও। এমত পরিস্থিতিতে, সঙ্গত কারণেই অমুসলিম সংখ্যালঘু দেশেও কোন রাষ্ট্র-প্রধান, নেতা-নেত্রী, লেখক ও বুদ্ধিজীবী 'ইসলাম' বিষয়ে কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য করেন না। কে চায় সংবেদনশীল এমন একটি বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করে পৃথিবীর তাবৎ মুসলিম জনগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরাগভাজন হতে? কে চায় তাঁর 'ভোটের রাজনীতির' রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করে বিশাল সংখ্যক মুসলমান জনগণের রোষানলে পরতে? কে চায় 'ইসলামোফোবিক' আখ্যায় আখ্যায়িত হতে?

ফলশ্রুতিতে, ইসলাম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় তাবৎ পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের 'ইসলাম' সংক্রান্ত মন্তব্য, বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখালেখি, আলোচনা ও প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পক্ষপাত-দুষ্ট ও একপেশে। তা সে মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে হউক, কিংবা মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত চলছে

এমনই পরম্পরা। এ ভাবেই রচিত হয়েছে ইসলামের প্রায় সমস্ত ইতিহাস। আর সে কারণেই ইসলামের ইতিহাসে হাজারো মিথ্যাচারের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের এই উপ-মহাদেশের প্রায় সকল মুসলমানদের এক বদ্ধমূল সাধারণ ধারণা এই যে, "হিন্দুদের বর্ণ-বৈষম্যে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষে আগমনকারী 'ভিনদেশী ভিন্ন-ভাষাভাষী (আরব-পারস্য-তুর্কী)' সুফি-সাধক-আউলিয়া-পীর-দরবেশদের প্রচারিত ইসলামের সাম্য ও শান্তির বানীতে মুগ্ধ হয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে **'দলে দলে'** ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।"

প্রশ্ন হলো:
"বর্ণ-বৈষম্য হিন্দুধর্মে এখনো বিদ্যমান ও এখন ইসলাম প্রচারে নিবেদিত-প্রাণ পন্ডিত ও অপন্ডিত কর্মীদের সংখ্যা সেকালের অতি অল্প সংখ্যক ভিন্ন ভাষাভাষী সুফি-সাধক-আউলিয়া-পীর-দরবেশদের তুলনায় লক্ষ-কোটি গুন বেশী ও তাঁদের প্রচারণার সরঞ্জাম সে আমলের তুলনায় অত্যাধুনিক, সহজলভ্য এবং তাঁদের ভাষাও সম্পূর্ণ দেশী; তারপরে ও ইসলামের শান্তি-সাম্যের বাণী ও শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে হিন্দুরা কেন "দলে দলে" মুসলমানিত্ব বরন করছেন না? রহস্যটা কী!"

রহস্যটা কী?

আমাদের এই উপমহাদেশেই শুধু নয়, জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবীটি সর্বদায় করে থাকেন, তা হলো, "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাম্যের বাণী ও শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে অবিশ্বাসীরা 'দলে দলে' ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন; ইসলাম কোনো তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই!" আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা তাঁদের এই দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য-বাহী। কী কারণে আমাদের পূর্ব-পুরুষ ও সমগ্র পৃথিবীর যেখানেই মুসলিম শাসকদের আক্রমণ ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দেশ ও অঞ্চলের অবিশ্বাসীরা "দলে দলে" ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণ জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বঘোষিত

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনা অবস্থানকালীন সময়টি-তে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা মুহাম্মদের মক্কা-বিজয় ও তাঁর "তরবারির আয়াত (কুরআন-৯:৫)" পরবর্তী পর্বগুলোতে করা হবে। আপাতত:, ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত দুইজন মুহাম্মদ অনুসারীর 'ইসলাম' ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা যাক।

>>> ইসলামের ইতিহাসে আমর বিন আল-আ'স (৫৮৫-৬৬৪ সাল) ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ (৫৮৫-৬৪২ সাল) এক অতি পরিচিত নাম। আমর বিন আল-আ'স ছিলেন মুহাম্মদের সেই অনুসারী, যার নেতৃত্বে ৬৪০ সালে, ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন উমর ইবনে আল-খাত্তাবের খেলাফত শাসন-আমলে, মুসলমানরা মিশর দখল করেন। অতঃপর, আমর সেখানে এক মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা 'আমর বিন আল-আ'স মসজিদ' নামে বিখ্যাত। আর, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ছিলেন মুহাম্মদের সেই অনুসারী, যিনি মুহাম্মদের জীবদ্দশায় ও খলিফা আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাবের শাসন আমলে বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দান করেন। মুতা যুদ্ধের সময়টিতে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৯ সাল) অসামান্য সাফল্য ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি স্বরূপ মুহাম্মদ তাঁকে "আল্লাহর তরবারি (The Sword of God)" খেতাবে ভূষিত করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে মুহাম্মদের এই দুইজন অনুসারীর 'ইসলাম ধর্মে' দীক্ষিত হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আমর বিন আল-আ'সের ইসলাম গ্রহণ:

আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ (ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনা আল-ওয়াকিদির বর্ণনারই অনুরূপ): [112] [113] [114]

'আবদ আল-হামিদ বিন জাফর তাঁর পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের বলেছেন, তিনি বলেছেন, আমর বিন আল আ'স বলেছেন:

'আমি ইসলামের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলাম ও আমি তার বিরোধিতা করছিলাম। আমি মুশরিকদের পক্ষে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছি ও রক্ষা পেয়েছি। আমি ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছি ও রক্ষা পেয়েছি। অতঃপর আমি খন্দক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম ও নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম:
আমাকে আর কত কষ্ট সহ্য করতে হবে? আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে!

অতঃপর আমি আমার সম্পত্তি আমার লোকজনদের কাছে রেখে পলায়ন করি - অর্থাৎ লোক চক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করি। আমি হুদাইবিয়া সন্ধির সময় উপস্থিত হই নাই, শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালেও নয়। আল্লাহর নবী সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি শেষে ফিরে আসেন, আর কুরাইশরা প্রত্যাবর্তন করে মক্কায়। আমি বার বার বলি, আগামী বছর মুহাম্মদ তার অনুসারীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে। মক্কা ও তায়েফ কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থান নয়। বাহিরে কোথাও চলে যাওয়ার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। আমি ছিলাম ইসলাম থেকে দূরে। আমি বিশ্বাস করতাম, এমন কি যদি সমস্ত কুরাইশরাও ধর্মান্তরিত হয়, আমি ধর্মান্তরিত হবো না।

আমি মক্কায় আগমন করি ও আমার লোকদের ভিতর থেকে কিছু লোককে একত্রিত করি, যারা আমার কথা শুনতো, আমার অভিমত বিবেচনা করতো ও যারা আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতে রাজী হতো। আমি তাদের বলি, "আমার সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? তারা বলে, "আপনি আমাদের মতামতের মালিক ও নেতা, সে কারণে আমরা সৌভাগ্যবান ও সুখী।"

তিনি বলেন, "তোমরা কী জানো, আল্লাহর কসম, আমি দেখতে পাচ্ছি যে মুহাম্মদের বিষয়টি এমন একটি বিষয় যা আমাদের অগোচরে দ্রুতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। সত্যিই আমার এক পরিকল্পনা আছে।" তারা বলে, "সেটি কী?" তিনি বলেন: "আমরা 'নিগাস' [ইথিওপিয়ার রাজা] এর কাছে যাব ও তাঁর ওখানে থাকবো। ***যদি মুহাম্মদ বিজয়ী হয়, তবে আমরা নিগাসের ওখানেই থেকে যাবো।*** *সেখানে আমরা নিগাসের অধীনে থাকবো, মুহাম্মদের অধীনে থাকার চেয়ে যা আমাদের বেশী কাম্য। যদি কুরাইশরা বিজয়ী হয়, তবে আমরা হলো সেই যাদের-কে তারা জানে।" তারা বলে, "এটাই হলো সিদ্ধান্ত।"*

নিগাসের জন্য কী উপহার নেওয়া যায় সে ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের দেশের সবচেয়ে মনোহর উপহার সামগ্রী হলো চামড়া। তিনি বলেছেন: আমরা অনেক চামড়া সামগ্রী সংগ্রহ করি। অতঃপর আমরা যাত্রা শুরু করি ও তা অব্যাহত রাখি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিগাসের ওখানে গিয়ে পৌঁছোই।

আল্লাহর কসম, যখন আমরা তাঁর দরবারে ছিলাম, তখন আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি (ʿAmr b. Umayya al-Ḍamrī) সেখানে পৌঁছে। আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবার সঙ্গে আল্লাহর নবীর বিবাহের নথিপত্রগুলো সঙ্গে দিয়ে [আল-তাবারী: 'জাফর বিন আবু তালিব ও তার সঙ্গী সংক্রান্ত বিষয়ে'] নবী তাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সে নিগাসের কাছে যায়, অতঃপর তাঁর সঙ্গে বাহিরে বের হয়ে আসে। আমি আমার সঙ্গীদের বলি, "এই হলো আমর বিন উমাইয়া। যদি আমি নিগাসের কাছে গিয়ে আমর-কে পাওয়ার আবেদন করি, আর তিনি যদি আমর-কে আমার হাতে তুলে দেন, তবে আমি তার কল্লা কেটে ফেলবো। যদি আমি তা করতে পারি, কুরাইশরা খুশী হবে, এই কারণে যে আমি মুহাম্মদের বার্তাবাহককে হত্যা করেছি । তিনি বলেছেন: আমি নিগাসের সম্মুখে যাই ও যেমন করে আমি মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন জানাতাম, সেই ভাবে তাঁকে অভিবাদন জানাই।

তিনি বলেন, "শুভেচ্ছা বন্ধু! তুমি কী তোমার দেশ থেকে আমার জন্য কোন উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছো?"
তিনি বলেছেন: সে বলে, "হ্যাঁ রাজা মশাই, আমি আপনার জন্য অনেক চামড়া সামগ্রী নিয়ে এসেছি।"
অতঃপর আমি সেগুলো তাঁর নিকট নিয়ে আসি ও তা তাঁকে আনন্দিত করে। তিনি তার কিছু অংশ গণ্যমান্য প্রবীণদের মধ্যে বিতরণ করেন, অতঃপর তিনি হুকুম করেন যে, অবশিষ্ট জিনিসগুলো যেন যথাস্থানে রাখা হয়। তিনি আরও আদেশ করেন যে, এগুলো যেন লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে রাখা হয়।
তাঁকে সন্তুষ্টচিত্ত দেখার পর আমি তাঁকে বলি, "হে রাজা মশাই, বাস্তবিকই আমি একজন লোককে আপনার এই স্থান থেকে বাহির হতে দেখেছি। সে এমন একজন লোকের বার্তাবাহক, যে লোকটি আমাদের শত্রু। সেই লোকটি আমাদের প্রতি জুলুম করেছে, আমাদের খ্যাতিসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ লোকদের হত্যা করছে। সুতরাং, তাকে আপনি আমার কাছে হস্তান্তর করুন, যাতে আমি তাকে হত্যা করতে পারি।"
তিনি [আল-তাবারী: 'নিগাস রাগান্বিত হোন ও] তাঁর হাতটি প্রসারিত করে আমার নাকে এক ঘুষি মারেন। আমার মনে হয়েছিল যে তিনি আমার নাকটি ভেঙ্গে ফেলেছেন। আমার নাক থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় ও আমি আমার পোশাকে তা ধারণ করি। লজ্জা আমাকে এমন ভাবে পেয়ে বসে যে, যদি ধরণী ফেটে যেতো তবে আমি হয়তো ভয়ে তার ভিতর ঢুকে যেতাম।
অতঃপর আমি তাঁকে বলি, "রাজা মশাই, যদি আমি জানতাম যে আমি যা করেছি তা আপনি ঘৃণা করবেন, তবে আমি কখনোই তা করতাম না।"
তিনি বলেছেন: তিনি খুব বিব্রত বোধ করেন ও বলেন: "হে আমর, যে নবীর প্রতি জিবরাইল (great Namus) প্রেরিত হয়, যেমনটি সে প্রেরিত হয়েছিল মুসা ও মেরি পুত্র ঈসার প্রতি; আমাকে তুমি হস্তান্তর করতে বলেছিলে তাঁরই বার্তাবাহককে, যেন তুমি তাকে হত্যা করতে পারো?"

আমর বলেছেন: 'আল্লাহ আমার পূর্বের মনের অবস্থা পরিবর্তন করে দেয়। আমি নিজেকে বলি, আরব ও অ-আরবরা যে সত্য সম্পর্কে জানে, তাকেই কী তুমি অস্বীকার করেছ? আমি বলি, "রাজা মশাই, আপনি কী তার কোন প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছেন?"

তিনি বলেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বরের কৃপায় আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং, আমর, তুমি আমাকে মান্য করো ও তাঁকে অনুসরণ করো। ঈশ্বরের কসম, তিনি সত্যের পথে আছেন। যে ধর্মের অনুসারীরাই তাঁর বিরোধিতা করবে, তাদের বিরুদ্ধেই তিনি জয়যুক্ত হবেন। ঠিক যেমন করে মুসা জয়যুক্ত হয়েছিল ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে।"

আমি বলি, "আপনি কি ইসলামের প্রতি আমার আনুগত্যের অঙ্গীকারটি গ্রহণ করবেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ।" তিনি তাঁর হাতটি প্রসারিত করেন ও আমি তার কাছে ইসলামের আনুগত্যের অঙ্গীকার করি। তিনি এক বালতি পানি আনতে বলেন ও আমার শরীরে লেগে থাকা রক্তগুলো ধৌত করেন, ও আমাকে নতুন পোশাক পরিহিত করান। কারণ, আমার পোশাকে রক্ত লেগে ছিল ও আমি তা ফেলে দিয়েছিলাম।

অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসি। যখন তারা আমাকে রাজার দেয়া পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখে, তখন তারা খুশী হয় ও বলে, "রাজার কাছে যা তুমি কামনা করতে গিয়েছিলে তা কী তুমি পেয়েছ?" আমি তাদের বলি, "প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সঙ্গে এ কথাগুলো বলা আমি ভীষণ অপছন্দ করি ও বলি যে আমি তাঁর সাথে আবারও সাক্ষাৎ করবো।" তারা বলে: যা তুমি দেখেছ তাতে সম্ভাবনা কতটুকু!

প্রয়োজনীয় কাজের অছিলায় আমি তাদের সঙ্গ পরিহার করি ও জাহাজগুলোর ঘাটে যাই। আমি কাপড়ের মাল বোঝাই এক জাহাজ দেখতে পাই। আমি লোকগুলোর সঙ্গে হুড়াহুড়ি করে তার ওপর উঠে পরি ও তাদের সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কি করে যাত্রা অব্যাহত রাখি, যতক্ষণে না তা আল-শুয়ায়েবা (al-Shuʿayba) নামক স্থানে এসে পৌঁছে। অতঃপর আমি আল-শুয়ায়েবা থেকে যাত্রা শুরু করি। আমার সঙ্গে কিছু

টাকা-পয়সা ছিল। আমি একটি উট খরিদ করি ও অতঃপর মদিনা অভিমুখে রওনা হই ও মার আল-যাহরানের (Marr al-Ẓahrān) নিকট এসে পৌঁছাই। অতঃপর, আমি আমার যাত্রা অব্যাহত রাখি ও আল-হাদদা (al-Hadda) নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দিই; যেখানে এসে যাত্রা বিরতি দিয়েছিল আমার ঠিক আগে আসা দুইজন লোক।

তাদের একজন ছিল তাঁবুর ভিতরে। অন্যজন তাদের দুই পশু সমেত দাঁড়িয়ে ছিল বাহিরে। আমি তাকে দেখি, কী আশ্চর্য! সে ছিল খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ। আমি বলি, "আবু সুলায়েমান নাকি?" সে বলে, "হ্যাঁ।"

আমি বলি, "তুমি কী চাও?"

সে বলে, "মুহাম্মদ। লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এমন কেউ নেই যে এখনও দীক্ষিত হয় নাই। আল্লাহর কসম, যদি আমরা আমাদের অবস্থানে থাকি তবে তিনি আমাদের গর্দান ধরে ফেলবেন, যেমন করে 'হায়না' পশুদের ঘাড় ধরে গুহার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়।"

আমি বলি,"আমিও তাই, আল্লাহর কসম, আমিও মুহাম্মদ ও তার ইসলাম কামনা করি।"

উসমান বিন তালহা (Uthmān b. Ṭalḥa) বাহিরে বের হয়ে আসে ও আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আমরা একত্রে সেই আস্তানায় আশ্রয় নেই। অতঃপর আমরা পরস্পরের সঙ্গী হই যে পর্যন্ত না আমরা মদিনায় এসে পৌঁছাই।

আমি ঐ লোকটির কথা ভুলবো না, যার সঙ্গে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম বির আবি ইনাবা (Bi'r Abī 'Inaba) নামক স্থানে। সে চিৎকার করে বলছিল, "O profit! O profit." আমরা তার এই কথাকে শুভ লক্ষণ হিসাবে নিয়েছিলাম ও খুশী হয়েছিলাম। অতঃপর সে আমাদের দিকে তাকায় ও আমি তাকে বলতে শুনি, "মক্কা এবারে নেতা প্রদান করেছে! আমি মনে করেছিলাম যে এই কথার দ্বারা সে আমাকে ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ-কে বোঝাতে চেয়েছে। অতঃপর সে ফিরে দ্রুত গতিতে

দৌড়ে মসজিদের দিকে যায়। আমার মনে হয় যে, সে আল্লাহর নবী-কে আমাদের আগমনের বার্তা পৌঁছে দিতে গেছে।

ঘটনাটি ছিল তেমনই, যেমনটি আমি চিন্তা করেছিলাম। আমরা আল-হাররা (al-Ḥarra) গিয়ে যাত্রা বিরতি দেয় ও জুতসই কিছু পোশাক পরিধান করি। তখন সেখানে আছর নামাজের আজান হচ্ছিল। আমরা একত্রে রওনা হই ও আল্লাহর নবীর সম্মুখে গিয়ে হাজির হই, তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। বস্তুতই তিনি খুশী হয়েছিলেন - তাঁর মুখমণ্ডল ছিল চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর আশে-পাশের মুসলমানরা আমাদের ইসলাম গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করে। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ সামনে অগ্রসর হয় ও তার আনুগত্য প্রকাশ করে। অতঃপর উসমান বিন তালহা এগিয়ে যায় ও প্রদান করে তার আনুগত্য। অতঃপর, আমি সম্মুখে অগ্রসর হই ও তার সামনে গিয়ে বসি। আল্লাহর কসম, তার কাছে গিয়ে লজ্জায় আমি তার দিকে তাকাতে পারি না। আমি তাঁর কাছে এই শর্তে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হই যে, তিনি আমার পূর্বের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেন, 'ইসলাম' গ্রহণ তার পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, যেমনটি তা হতে পারে 'হিজরত' করার কারণে। [115]

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর আল্লাহর নবী আমার ও খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নাই। প্রকৃতপক্ষেই আমরা ছিলাম আবু বকরের সমকক্ষ। আর আমি ছিলাম উমরের সমকক্ষ। ---- আমর, খালিদ ও উসমান বিন তালহা মদিনায় আগমন করেন হিজরি ৮ সালের সফর মাসের শুরুতে [মে-জুন, ৬২৯ সাল]।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের এই বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, আমর বিন আল-আ'স ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ মক্কা বিজয়ের (জানুয়ারি, ৬৩০ সাল) মাত্র মাস ছয়েক আগে মুহাম্মদের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর

মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আর যে কারণে তাঁরা এই কাজটি করেছিলেন তা হলো:

"মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি ও তাঁদের নিরাপত্তা হুমকি! ইসলামের তথাকথিত 'সাম্যের বাণী-তে' আকৃষ্ট হয়ে নয়।"

মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়াও অন্য আর কী কারণে খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ 'ইসলাম' গ্রহণ করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটি সংযুক্ত করছি।

THE CONVERSION OF ʿAMR B. AL-ĀṢ

ʿAbd al-Ḥamīd b. Jaʿfar related to us from his father, who said: ʿAmr b. al-ʿĀṢ said: I was a stranger to Islam and resisted it. I attended Badr with the polytheists, and was saved. I attended Uḥud, and was saved. Then I attended al-Khandaq, and I said to myself, how much must I suffer? By God, Muḥammad will surely be victorious over the Quraysh! And I left my property with my people and fled—meaning from the people. I did not attend al-Ḥudaybiyya or its peace. The Messenger of God turned back with the truce and the Quraysh returned to Mecca. I said repeatedly, Muḥammad will enter Mecca next year with his companions. Mecca and al-Tā'if are not stations. There is nothing better than going out. I am distinct from Islam. I believed that even if all the Quraysh converted, I would not convert. I arrived in Mecca and gathered men

from my people, and they used to consider my opinion and listen to me, and they would send me to represent them. I said to them, "How am I with you?" They said, "The possessor of our opinion and our lord, with a lucky soul and a blessed affair." He said, "You know, by God, that I see the affair of Muḥammad is an affair that will rise to unacknowledged heights. Indeed I have an idea." They said, "What is it?" He said, "We will go to the Negus and stay with him. If Muḥammad is victorious we will be with the Negus; and we will be under the hand of the Negus, which is more desirable than that we be under the hand of Muḥammad. If the Quraysh are victorious, we are those whom they know." They said, "This is the decision."

They decided on what to take as a gift for the Negus. The most desirable thing to gift from our land was leather. He said: we collected much leather. Then we set out until we arrived at the Negus and, by God, we were with him when ʿAmr b. Umayya al-Ḍamrī arrived. The Messenger of God had sent him with a document marrying him to Umm Ḥabība, the daughter of Abū Sufyān. He went before him and then came out from his presence. I said to my companions, "This is ʿAmr b. Umayya, and if I go before the Negus and ask him for ʿAmr, and he hands him to me, I shall cut off his head. If I do that, the Quraysh will be happy, for I would satisfy the Quraysh when I kill the messenger of Muḥammad."

He said: I entered upon the Negus and I bowed down to him just as I used to do. He said, "Greetings to my friend! Do you bring me a gift from your land?" He said: I said, "Yes, O King, I have brought you a gift of many skins." Then I took it close to him and it pleased him. He distributed some of it among the patriarchs and he commanded that the rest of it be stored in a place, and he commanded that it be recorded and protected. When I saw his satisfaction I said, "O King, indeed I saw a man go out from your place. He is the messenger of a man who is an enemy of ours. He has wronged us and killed our nobility

and the best of us, so give him to me that I may kill him!" He raised his hand and struck my nose with a blow, I thought he had broken it. My nose began to bleed and I made to receive the blood in my garment. Shāme struck me to such an extent that if the earth were cleft I would have entered in it from fear. Then I said to him, "O King, if I thought that you would detest what I did I would not ask you." He said he was embarrassed. He said, "O ʿAmr, you ask me to hand you the messenger of the Messenger of God—to whom the great namus, which came to Moses and to Jesus son of Mary, arrived, so that you may kill him?" ʿAmr said: God changed my heart from what I was about, and I said to myself, the Arabs and non-Arabs knew about this truth but you disagreed? I said, "Did you witness, O King, about this?" He said, "Yes, I witnessed about him with God, O ʿAmr, so obey me and follow him. By God, he is on the truth and he will be victorious over every religion opposing him, just as Moses was victorious over the Pharoah and his soldiers." I said, "Will you take my pledge of allegiance to Islam?" He said, "Yes." He stretched out his hand and I gave him my pledge of allegiance to Islam.

He called for a tub and washed the blood from me and dressed me in garments, for my garments were full of blood and I threw them away. Then I set out to my companions and when they saw the clothes of the king they were happy about that and they said, "Did you take what you desired from your master?" I said to them, "I hated to speak to him in the first visit, and I said I would return to him." They said: The consensus (opinion) is what you see!

I withdrew from them as though I was approaching a need of mine, and I went to the place of the ships. I found a ship loaded with cloths. I rode with them and they pushed it until it reached al-Shuʿayba. Then I set out from al-Shuʿayba. I had some money with me, and I purchased a camel and set out in the direction of Medina until I was close to Marr al-Ẓahrān. Then I continued until I was in al-Hadda, where two men who were just ahead of me had

stopped. One of them was in his tent. The other was standing holding their two animals. I looked, and lo and behold, it was **Khālid b. al-Walīd**. I said, “Abū Sulaymān?” He said, “Yes.” I said, “What do you want?” He said, “Muḥammad. People have entered Islam, and none who is ambitious is left out. By God, if we stay he will take our necks just as the neck of the hyaena is taken in its cave.” I said, “I, too, by God, desire Muḥammad and Islam.” Uthmān b. Ṭalḥa came out and he welcomed me and we alighted together in the shelter. Then we were companions until we arrived in Medina. I shall not forget the words of the man whom we joined in Bi’r Abī ʿInaba, shouting, “O profit! O profit.” We regarded his words as a good omen, and were happy. Then he looked at us and I heard him say, “Mecca has offered the leaders after these!” I thought he meant me and Khālid b. al-Walīd. Then he turned his back, running to the mosque swiftly, and I thought that he was informing the Messenger of God of our arrival.

It was just as I thought. We stopped at al-Ḥarra and put on some suitable clothes. There was the call for the *ʿAsar* prayer, and we departed together until we appeared before the Prophet, may peace be upon him. Indeed he was happy—his face shone like the moon. The Muslims around him rejoiced in our Islam. Khālid b. al-Walīd went ahead and gave his allegiance. Then ʿUthmān b. Ṭalḥa went and gave his; then I went forward, and by God it was not until I sat down before him—and I was not able to raise my glance to his for shyness of him. I pledged to him, provided that he forgave me my previous sins. To ask for forgiveness of my future sins did not occur to me. He said that Islam cuts off completely what was before it, and that the emigration would cut off what was before it.

The Messenger of God has not turned away from me and Khālid b. al-Walīd for one of his companions about a serious affair of his, since we converted. Indeed we were on the same level with Abū Bakr. And I was on the same level as ʿUmar. But ʿUmar censured Khālid.ʿAbd al-Hamīd said: I mentioned this

tradition to Yazīd b. Abī Ḥabīb and he said: Rāshid mawlā of Ḥabīb b. Abī Uways from Ḥabīb b. Aws al-Thaqafī from ʿAmr informed me about that.ʿAbd al-Hamīd said: I said to Yazīd, "Did he not specify the time for you when ʿAmr and Khālid arrived?" He said, "No, except that it was shortly before the conquest." I said: Indeed. My father informed me that ʿ**Amr and Khālid and ʿUthmān b. Ṭalḥa** arrived in Medina in the beginning of Ṣafar, in the year eight AH.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[112] আল-ওয়াকিদি: ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৪১-৭৪৫; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৭
[113] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৬
[114] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে ইশাক; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৫
[115] 'হাররা' - মদিনার নিকটবর্তী একটি স্থান।

১৭৮: খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ - কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত বাহান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণে ভীত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বানু সাহম গোত্রের আমর বিন আল-আ'স নামের এক বিশিষ্ট মক্কাবাসী কুরাইশ, তাঁর প্রতি আস্থাশীল কিছু কুরাইশদের সঙ্গে নিয়ে কী ভাবে মক্কা থেকে আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) গমন করেছিলেন; সেখানে পৌঁছার পর যখন তিনি জানতে পারেন যে নিরাপত্তার প্রত্যাশায় যে রাজা 'নিগাস' এর কাছে তাঁরা আশ্রয় প্রার্থীর অভিপ্রায়ে এসেছেন, সেই রাজা নিজেই একজন মুহাম্মদ গুণগ্রাহী, তখন তিনি কী পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে মুহাম্মদ সত্যই আল্লাহর নবী; অতঃপর সঙ্গীদের সাথে মিথ্যাচার করে তিনি তাঁদের অগোচরে কীভাবে আবিসিনিয়া থেকে মদিনায় গমন করেছিলেন; পথিমধ্যে তিনি কোথায় খালিদ বিন আল ওয়ালিদ ও উসমান বিন তালহা নামের আরও দু'জন কুরাইশের সাক্ষাত পেয়েছিলেন; অবশেষে তাঁরা কীভাবে মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের সকলেই তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে আমর বিন আল আ'সের

ইসলাম গ্রহণের কারণ ও প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের 'ইসলাম' গ্রহণের কারণ ও প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত বর্ণনা ইবনে ইশাক ও আল তাবারীর বর্ণনায় অনুপস্থিত। এ বিষয়ে তাঁদের বর্ণনা মাত্র তিন লাইনের। আর তা হলো, আবিসিনিয়া থেকে মদিনা যাত্রার প্রাক্কালে আমর বিন আল আ'স যখন আল-হাদদা (al-Hadda) নামক স্থানে খালিদ বিন আল ওয়ালিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কোথায় যাচ্ছ (ওয়াকিদি: 'কী চাও')"; তখন খালিদ বিন আল ওয়ালিদের জবাব ছিল:

"বিষয়টি পরিষ্কার। লোকটি অবশ্যই একজন নবী ও আল্লাহর কসম, আমি মুসলমান হতে যাচ্ছি। আমি আর কত বিলম্ব করবো?" [116] [117]

ব্যাস এটুকুই। অন্যদিকে, আল ওয়াকিদির বর্ণনায় খালিদ বিন আল ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ও প্রেক্ষাপটের বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তারিত। তাঁর বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ: [118]

মুহাম্মদ বিন শুজার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবুল কাসেম আবদ আল-ওহাব বিন আবি হাবিবা আমাদের যা জানিয়েছেন তা হলো, মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি বলেছেন: ইয়াহিয়া বিন আল-মুঘিরা বিন আবদ আল-রাহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশাম তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন: খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ বলেছেন:

'যখন আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল এই যে আমি সদগুণ প্রাপ্ত হই, তিনি আমার অন্তরে 'ইসলাম' এর ভালবাসা স্থাপন করেন। যুক্তি আমাকে পেয়ে বসে ও আমি বলি, "আমি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধগুলোর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও প্রতিটি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার পর ফিরে আসার প্রাক্কালে আমার ধারণা হয়েছে যে আমি ভুল দলে ছিলাম এবং মুহাম্মদ অবশ্যই বিজয়ী হবে।"

আল্লাহর নবী যখন হুদাইবিয়া গমন করেন, আমি মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিই ও উসফান (Usfān) নামক স্থানে আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীদের সম্মুখীন হই। আমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াই ও তাঁকে প্রতিরোধ করি। কিন্তু তিনি নিরাপদে তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে যোহরের নামাজ আদায় করেন, যদিও আমাদের পরিকল্পনা ছিল তাঁকে আক্রমণের - আমরা তা করতে পারি নাই। - তিনি ছিলেন সদগুণের অধিকারী ও আমাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবলোকন করছিলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে আছর নামাজ আদায় করেন। যা আমাকে প্রভাবিত করে এবং আমি বলি, "মানুষটি সুরক্ষিত।" আমরা আলাদা হয়ে যাই ও তিনি আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর পথ থেকে সড়ে গিয়ে ডান দিকের রাস্তা দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। হুদাইবিয়াই কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তির প্রাক্কালে কুরাইশরা আলোচনা-টি দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে - তাঁকে বিলম্বিত করে [পর্ব ১১৪]।

আমি নিজেকে বলি, "কোনটি আমার জন্য? কী অবশিষ্ট আছে? 'নিগাসের' কাছে যাওয়ার পথ কোথায়? তিনি অনুসরণ করেন মুহাম্মদ-কে, অতএব তাঁর অনুসারীরা তাঁর কাছে নিরাপদ। আমি কী 'হিরাক্লিয়াস [বাইজেনটাইন সম্রাট]' এর কাছে যাবো? আমি কী আমার ধর্ম পরিবর্তন করে খৃস্টান কিংবা ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়ে অ-আরবদের সাথে থেকে যাবো, তাদের অনুসরণ করবো; নাকি, আমার জন্মভূমিতে যারা আছে তাদের সাথেই থেকে যাবো?"

যখন আমি এরূপ বিবেচনা করছিলাম, তখন আল্লাহর নবী 'ওমরাহ আল-কাদিয়া' পালনের জন্য আসে [পর্ব: ১৭৪]। যাহোক, তখন আমি ছিলাম অনুপস্থিত ও তাঁর অনুপ্রবেশ আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার ভাই আল-ওয়ালিদ বিন আল-ওয়ালিদ আল্লাহর নবীর 'ওমরাহ আল-কাদিয়া' পালনের প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করে। সে আমার খোঁজ করে কিন্তু আমাকে সে খুঁজে পায় নাই। তাই সে আমার কাছে এক চিঠি লেখে। সেখানে সে বলে: [119]

“আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু!" তারপর, "ইসলাম থেকে তোমার দূরে থাকার চেয়ে বেশী অদ্ভুত অন্য কোন কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমার অন্তর এত ভাল। কেউ কি ইসলামের অভাব অনুভব না করে থাকতে পারে? আল্লাহর নবী তোমার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, “খালিদ কোথায়?' আমি বলেছি, 'আল্লাহ তাকে হাজির করবেন।'
তিনি বলেছেন, “তার মত কেউ ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে পারে না। যদি সে মুসলমানদের পক্ষে তার বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তা মুশরিকদের বিরুদ্ধে ন্যস্ত করে, তবে সেটাই হবে তার জন্য উত্তম। তাকে আমাদের অন্যদের চেয়ে বেশি পছন্দ - আর অন্যদের উপরে তাকে আমরা নেতা হিসাবে নিযুক্ত করতে পারি।" সুতরাং, হে আমার ভাই বুঝতেই পারছ, কি জিনিস তোমার নাগালের মধ্যে। অনেক ভাল সুযোগ তোমার নাগাল অতিক্রম করছে।"

যখন তার চিঠিটি আমার নিকট পৌঁছে, আমি অধীর আগ্রহে বাইরে যেতে চাই। এটি ইসলামের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়, আর নবীর কথাগুলো আমাকে আনন্দিত করে।

খালিদ বলেছেন: আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমি এক দরিদ্র ও অনুর্বর স্থান থেকে সবুজ ও প্রশস্ত স্থানের দিকে যাত্রা শুরু করেছি। আমি বলি, এটি নিশ্চয়ই একটি স্বপ্ন। কিন্তু আমি যখন মদিনায় গিয়ে পৌঁছাই, আমি মনে করি, অবশ্যই আমার এই বিষয়টি আবু বকর-কে বলা উচিত। তিনি বলেছেন: আমি তাঁকে তা বলি ও তিনি বলেন, "আল্লাহ তোমার যে গন্তব্যের পথ প্রদর্শক তা হলো ইসলাম। তোমার পূর্বের দারিদ্র্যতার কারণ ছিল এই যে, তুমি ছিলে বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী।"

যখন আমি আল্লাহর নবীর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমি বলি: আমি কাকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে যাবো? আমি সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে দেখা

করি ও তাকে বলি, "হে আবু ওহাব, তুমি কী দেখতে পাচ্ছ না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? বস্তুতই আমরা গবাদি-পশুর খাদ্য তুল্য। আরব ও অ-আরবদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ বিজয়ী হয়েছে। যদি আমরা মুহাম্মদের কাছে যাই ও তাঁকে অনুসরণ করি, তবে নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদের মর্যাদায় আমরাও হবো মর্যাদাবান।" কিন্তু সে চরম বিতৃষ্ণায় তা প্রত্যাখ্যান করে ও বলে, "যদি আমি কুরাইশদের মধ্যে একমাত্র একাই বেঁচে থাকি, তথাপি আমি কক্ষনোই তাঁকে অনুসরণ করবো না।" আমরা একে অপরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পরি ও আমি নিজেকে বলি: এই হলো সেই লোক যে তার আত্মীয়ের হত্যার জুলুমের প্রতিশোধ স্পৃহায়। বদর যুদ্ধে তার পিতা ও ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল [পর্ব- ৩২]।

অতঃপর আমি ইকরিমা বিন আবু জেহেলের' সাথে সাক্ষাত করি ও সাফওয়ান-কে যা বলেছিলাম তা তাকে বলি, আর সে অনুরূপ মেজাজে তার জবাব দেয়। আমি তাকে বলি, "আমি তোমাকে যা বলেছি তা গোপন রেখো।" সে জবাবে বলে, "আমি এর উল্লেখ করবো না।" [120]

আমি বাড়ীতে যাই ও আমার সওয়ারি পশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসার আদেশ করি। আমি তা নিয়ে যাত্রা শুরু করি ও উসমান বিন তালহার সাথে সাক্ষাত করি। আমি নিজেকে বলি: নিশ্চয়ই সে আমার বন্ধু। আমি যা মনস্থ করেছি তা আমি তাকে বলবো। অতঃপর, আমি তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাদের-কে হত্যা করা হয়েছে তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, যদিও আমি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অপছন্দ করি। তারপর আমি বলি: আমার অবস্থা কী হবে? আমি এই মুহূর্তেই চলে যাচ্ছি। বিষয়টি কী ভাবে তাকে আক্রান্ত করেছে তা আমি তাকে উল্লেখ করি, তারপর বলি: নিশ্চিতই আমরা গর্তের মধ্যে ঢুকে থাকা শেয়ালদের মত। এক বালতি পানি যদি তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে তারা বের হয়ে আসবে।

তিনি বলেছেন: আমি তার দুই সঙ্গীকে যা যা বলেছি তা আমি তাকে বারবার বলতে থাকি। সে দ্রুত সাড়া দেয় ও বলে, "সত্যিই, তুমি তো আজই যাত্রা করবে। আমার যাবার ইচ্ছা, কিন্তু আমার সওয়ারি পশুটি এখন ফাখায় (Fakh) বেঁধে রাখা আছে।"
তিনি বলেছেন: আমি তার সাথে এই সমঝোতাই পৌঁছায় যে আমার ইয়াজাজের (Ya'jaj) কাছাকাছি গিয়ে মিলিত হবো। যদি সে আমার আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায়, তবে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে; আর আমি যদি তার আগে গিয়ে পৌঁছায়, তবে আমি তার জন্য অপেক্ষা করবো।
তিনি বলেছেন: আমরা রাত্রির শেষ ভাগে যাত্রা শুরু করি ও আমারা ইয়াজাজে একত্রিত হওয়ার আগে ভোরের আলো ফুটে উঠে না। আমরা দেশ ছেড়ে যাত্রা করি ও শেষ পর্যন্ত আল-হাদদা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছায়; আর সেখানে আমরা সাক্ষাত পাই আমর বিন আল আ'সের। সে বলে, "তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা।" আমরা বলি, "তোমার জন্যও।" সে বলে, "তোমারা কোথায় যাচ্ছ?" আমরা বলি, "কী কারণে তুমি বাহিরে এসেছ?" সে বলে, "কী সেই কারণ যা তোমাদের বাহিরে নিয়ে এসেছে?" আমরা বলি, "ইসলামে দীক্ষিত হওয়া ও মুহাম্মদ-কে অনুসরণ করার বাসনা।" সে বলে, "আমাকেও সেই একই কারণ বাহিরে নিয়ে এসেছে।"
তিনি বলেছেন: আমরা একই সাথে যাত্রা করি, যতক্ষণে না আমরা মদিনায় গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে আমরা আল-হাররার (al-Ḥarra) চূড়ায় গিয়ে যাত্রা বিরতি দেই। আল্লাহর নবীকে আমাদের সম্বন্ধে জানানো হয়েছিল ও তিনি আমাদের আসার খবর পেয়ে আনন্দিত হোন। আমি আমার সবচেয়ে ভাল পোশাকগুলোর একটি পরিধান করি ও আল্লাহর নবীর কাছে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হই।
আমারা ভাই আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে। সে বলে, "তাড়াতাড়ি কর! কারণ, বাস্তবিকই আল্লাহর নবীকে তোমার সম্বন্ধে জানানো হয়েছে, তিনি তোমার আগমনে খুব খুশি হয়েছেন ও তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।" তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকি। আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে থামার পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাসতে থাকেন। আমি তাঁকে ছালাম জানাই ও নবী হিসাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেই।

তিনি সহাস্যে আমার ছালামের জবাব দেন। আমি বলি, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই ও আপনি হলেন তার রসুল।" তিনি বলেন, "সেই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, যে তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন। আমি তোমার বুদ্ধিমত্তা প্রত্যক্ষ করেছি ও আশা করি যে তোমার এই ইসলাম গ্রহণ শুধুমাত্র মঙ্গলের জন্য।"

আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, আমি আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে কী কাজগুলো করেছি তা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি গোঁয়ার্তুমি করে সত্যের বিরোধিতা করেছি। আল্লাহ-কে বলুন, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।" আল্লাহর নবী বলেন, "ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।" আমি বলি, "হে আল্লাহর নবী, সে গুলো থেকেও?" তাই তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, তোমার রাস্তায় শরীক হওয়াই অন্যদের বাধা প্রদান করে খালিদ যা করেছে, তুমি তাকে তা ক্ষমা করে দাও।" খালিদ বলেছেন: অতঃপর আমর সম্মুখে অগ্রসর হয় ও তারপর উসমান আল্লাহর নবীর কাছে তার আনুগত্য প্রকাশ করে। আমরা অষ্টম বর্ষের সফর মাসে সেখানে পৌঁছায়।----

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> আদি উৎসে আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, আমর বিন আল-আ'সের মতই খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের মুহাম্মদের আনুগত্য স্বীকার করে 'ইসলামে' দীক্ষিত হওয়ার আদি কারণ হলো: "মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি ও তাঁদের নিরাপত্তা হুমকি!" ইসলামের তথাকথিত 'সাম্যের বাণী-তে' আকৃষ্ট হয়ে খালিদ বিন আল ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এমন আভাষ কোথাও নেই। আদি উৎসের এই বর্ণনায় আর যে বিষটি সুস্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়াও অন্য আর যে কারণে খালিদ 'ইসলাম' গ্রহণ করেছিলেন তা হলো, মুহাম্মদের প্রলোভন: *"যদি সে মুসলমানদের পক্ষে তার বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তা মুশরিকদের বিরুদ্ধে ন্যস্ত করে, ---তবে তাকে আমরা অন্যদের উপরে নেতা হিসাবে*

নিযুক্ত করতে পারি।" মুহাম্মদের এই প্রলোভনের পরই ইসলামের প্রতি খালিদ বিন ওয়ালিদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল ও তিনি উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। খালিদের ভাষায়:

"আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমি এক দরিদ্র ও অনুর্বর স্থান থেকে সবুজ ও প্রশস্ত স্থানের দিকে যাত্রা শুরু করেছি।"

ইসলামের তথাকথিত 'সাম্যের বাণী' প্রচার করে মুহাম্মদ নিজে সফলকাম হতে পারেন নাই। মক্কায় সুদীর্ঘ তের বছরের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় তিনি খুবই অল্প সংখ্যক অবিশ্বাসী-কে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যখন তিনি সীমাহীন নৃশংসতা শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে 'বানু কুরাইজা গণহত্যা ও খায়বার যুদ্ধে' মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংসতা প্রদর্শনের পর তা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

মুহাম্মদের সাফল্যের "সর্বপ্রথম" চাবিকাঠি:

মুহাম্মদের সাফল্যের "সর্বপ্রথম" চাবিকাঠি-টি হলো: অবিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর সীমাহীন ঘৃণা (কুরআন: ৮:৫৫, ৯৮:৬, ৯:২৮ ইত্যাদি) ও তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর ত্রাস-হত্যা ও উপর্যুপরি আক্রমণাত্মক (offensive) হামলা, নৃশংসতা ও অমানবিকতা। মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে সকল অবিশ্বাসীরা যে **'দু'টি মূল্যে'** নিরাপত্তা পেতেন তা হলো: তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া (কুরআন: ৯:৫); অথবা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে অবনত মস্তকে করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করা (কুরআন: ৯:২৯)। চূড়ান্ত শক্তি ও মক্কা-বিজয়ের অধিকারী হওয়ার পর মুহাম্মদ তাঁদের জন্য আর অন্য কোন পথই খোলা রাখেন নাই।

মুহাম্মদের সাফল্যের দ্বিতীয় চাবিকাঠি:

মুহাম্মদের সাফল্যের দ্বিতীয় চাবিকাঠি-টি হলো: অনুসারীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহমর্মিতা। মুহাম্মদের চরিত্রের এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর চরম শত্রুকেও সহাস্যে ক্ষমা করতে পারতেন "যদি সে" তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে 'ইসলামে' দীক্ষিত হয়। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি ছিল অনন্য! অবিশ্বাসীদের নিজের পার্টিতে সামিল করার প্রচেষ্টায় তাঁর উন্মুক্ত ঘোষণা-টি ছিল এই যে:

"যে কেউ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর দলের সদস্যপদ গ্রহণ ('ইসলাম গ্রহণ)' করবে, তাঁর আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবে!"

নিজ প্রয়োজনে 'আল্লাহ-কে' তিনি ব্যবহার করতেন এমনই ভাবে। অনুসারীদের প্রতি তিনি ছিলেন মানবিক, যত্নশীল ও দায়িত্ববান।

>>> যে প্রক্রিয়ায় মুহাম্মদ নিজে সফলকাম হতে পারেন নাই, ভিনদেশী ভিন্ন-ভাষাভাষী সুফি-সাধক-আউলিয়া-পীর-দরবেশ "হুজুররা" ভারত বর্ষে এসে সেই একই পদ্ধতি ব্যাবহার করে সফলকাম হয়েছিলেন, এমন দাবী নিতান্তই বালখিল্য ও হাস্যকর। মুহাম্মদের বাণী ও কর্ম-কাণ্ডের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও যেখানে তাঁর তথাকথিত সাম্যের বাণীতে' সাড়া দিয়ে অবিশ্বাসীরা **'দলে দলে'** ইসলামে দীক্ষিত হোন নাই, কিন্তু তাঁর নামে ভিনদেশী "হুজুরদের" সাম্যের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে আমাদের এই উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য অবিশ্বাসীরা 'দলে দলে' মুসলমান হয়েছিলেন, এমন দাবী আরব্য-উপন্যাসের সবচেয়ে উদ্ভট গল্পের চেয়েও বেশী উদ্ভট। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই গল্পগুলো ইসলাম বিশ্বাসী ও ইসলাম-পক্ষপাতদুষ্ট অবিশ্বাসী পণ্ডিতদের শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত মিথ্যাচারের ফসল।

প্রশ্ন ছিল:

"বর্ণ-বৈষম্য হিন্দুধর্মে এখনো বিদ্যমান ও এখন ইসলাম প্রচারে নিবেদিত-প্রাণ পন্ডিত ও অপন্ডিত কর্মীদের সংখ্যা সেকালের অতি অল্প সংখ্যক ভিন্ন ভাষাভাষী সুফি-সাধক-আউলিয়া-পীর-দরবেশদের তুলনায় লক্ষ-কোটি গুন বেশী ও তাঁদের প্রচারণার সরঞ্জাম সে আমলের তুলনায় অত্যাধুনিক, সহজলভ্য এবং তাঁদের ভাষাও সম্পূর্ণ দেশী; তারপরে ও ইসলামের শান্তি-সাম্যের বাণী ও শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে হিন্দুরা কেন "দলে দলে" মুসলমানিত্ব বরন করছেন না? রহস্যটা কী?"

রহস্যটি হলো:

মুহাম্মদের 'তরবারি শক্তি-বৃদ্ধির পর' তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতার হাত থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে যেমন তাঁর সময়ের অবিশ্বাসীরা **'দলে দলে'** ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, একইভাবে তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাঁর শিক্ষা ও মন্ত্রে দীক্ষিত অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতার কবল থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের অবিশ্বাসীরাও সেই একই পথ অনুসরণ করেছিলেন। আমাদের এই ভারত বর্ষে ভিনদেশী তথাকথিত সুফি, সাধক, আউলিয়া, পীর-দরবেশ বাহিনীর আগমন ঘটেছিল "ইসলামের তরবারি বাহিনীর" সহায়ক শক্তি হিসাবে। আজকের তথাকথিত অসংখ্য মোডারেট মুমিন মুসলমানরা যেমন তাঁদের ইমানি দায়িত্বে 'ISIS-তালেবান' জাতীয় মুসলিমদের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখেন, তাঁদেরও অনেকেই ছিলেন তেমনই। বর্ণ-বৈষম্যে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা একদা 'দলে দলে' মুসলমান হয়েছিলেন, এই দাবীর কোন সত্যতা নাই।

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটি সংযুক্ত করছি।

Conversion of Khalid bin Walid:

Abū l-Qāsim ʿAbd al-Wahāb b. Abī Ḥabība informed us saying, Muḥammad b. Shujāʿ informed us that Muḥammad b. ʿUmar al-Waqidī said: Yaḥyā b. al-Mughīra b. ʿAbd al-Raḥmān b. al-Ḥārith b. Hisham said: I heard my father relate and say, [Page 746] that Khālid b. al-Walīd said: When God desired goodness from me, he cast the love of Islam in my heart. Reason came to me and I said, "I have witnessed these battles all of them against Muḥammad, and from every battle that I witnessed I departed believing that I was on the wrong side and Muḥammad would surely be victorious." When the Messenger of God went to al-Ḥudaybiyya I went out with the cavalry of the polytheists and met the Messenger of God with his companions in Usfān. I stood in front of him resisting him. But he prayed *Ẓuhr* with his companions secure from us even as we planned to attack him—and we could not do it. —There was goodness in him, and he beheld what was in our hearts. He prayed the prayer of *ʿAsar*, in fear, with his companions. This impressed me and I said, "The man is protected." We separated and he deviated from the path of our cavalry and took the road to the right. When he made peace with the Quraysh in al-Ḥudaybiyya the Quraysh pushed him to the latter part of the day—delaying him.

I said to myself, "Which thing is for me? What is left? Where is the way to the Negus? He follows Muḥammad, and his companions are safe with him. Shall I set out to Heraclius? Do I leave my religion for Christianity or Judaism and live with non-Arabs, following them, or stay in my homeland with those who remain?" And I was considering that when the Messenger of God entered for the ʿUmrat al-Qadiyya. I, however, was absent and did not witness his entry.

My brother al-Walīd b. al-Walīd had entered Mecca with the Prophet during the *ʿUmrat al-Qaḍiyya*. He looked for me but could not find me, so he wrote a letter to me. It said: "In the name of God most gracious most merciful." And after, "I do not see anything more strange than your staying away from Islam.

You have such a good mind. Can anyone miss Islam? The Messenger of God asked me about you. He said, ʿWhere is Khālid?' I said, ʿGod will bring him.'

He said, ʿNone like him can be ignorant of Islam. If he placed his intelligence and resoluteness with the Muslims against the polytheists, it would be better for him. We would prefer him over others—or we would make him a leader over others.' So understand, O brother, what is passing you by. Many good opportunities have passed you by."

When his letter came to me I was eager to go out. It increased my appetite for Islam and the words of the Prophet pleased me. Khālid said: I dreamed that I set out from a poor and barren land to a green and spacious one. I said, indeed this is a dream. But when I arrived in Medina I thought, surely I should mention it to Abū Bakr. He said: I mentioned it and he said, "The destination to which God guides you is Islam. Your earlier poverty was due to your polytheism."

When I gathered to go out to the Messenger of God I said: Who will I take with me to the Messenger of God? I met Ṣafwān b. Umayya and I said, "O Abū Wahb, do you not see what we are in? Indeed we are the main fodder. Muḥammad is victorious over the Arabs and non-Arabs. If, however, we go before Muḥammad and follow him, indeed the nobility of Muḥammad will be our nobility." But he refused with great aversion and said, "Even if I were the only Qurayshī alive, I would never follow him." We separated, and I said: This is a man wronged by the murder of a relative who seeks revenge. His father and his brother were killed at Badr. Then I met ʿIkrima b. Abī Jahl and I said to him as I said to Ṣafwān, and he replied in a similar vein. [Page 748] I said, "Keep secret what I said to you." He replied, "I will not mention it." I went to my house and ordered my ride to be brought to me. I set out with it until I met ʿUthmān b. Ṭalḥa. I said to myself: surely, this is a friend. Let me tell him what I desire. Then I mentioned those who were killed among his forefathers though I hated reminding him. Then I said: What will happen to me? I shall leave this minute. I mentioned to him how the affair had affected him, and I said: Surely

we are like a fox in a hole. If a bucket of water were poured upon it, it would leave. He said: I repeated to him what I had said to his two companions. He hastened to respond saying, “Surely, you leave today and I desire to leave, but my ride is tied up in Fakh.” He said: I came to an understanding with him to meet around Ya’jaj. If he preceded me he would wait for me, and if I preceded him I would wait for him. He said: We set out at nightfall in the last part of the night, and the dawn did not rise until we met in Ya’jaj. We departed until at last we reached al-Hadda, and found ʿAmr b. al-ʿĀṣ there. He said, “Greetings to the people.” And we said, “And to you too.” He said, “Where are you going?” We said, “What brings you out?” He said, “And what is it that takes you out?” We said, “The desire to enter Islam and follow Muḥammad.” He said, “That is what brings me out, as well.”-

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[116] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৪৮৫

[117] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৪৫

[118] আল-ওয়াকিদি; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৭৪৫-৭৫০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৬৭-৩৬৯

[119] 'ওমরাহ আল-কাদিয়া': হুদাইবিয়া-সন্ধি পরবর্তী বছরে নবী মুহাম্মদের ওমরাহ।

[120] সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পিতা উমাইয়া বিন খালাফ ও ভাই আলী বিন উমাইয়া এবং ইকরিমা বিন আবু জেহেলের পিতা আবু জেহেল-কে বদর যুদ্ধে মুহাম্মদও তাঁর অনুসারীরা নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল (বিস্তারিত: পর্ব-৩২)।

১৭৯: সাফল্যের চাবি: ঘৃণা-ত্রাস-প্রলোভন! (এক)

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত তেপ্পান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

বিশিষ্ট মুহাম্মদ অনুসারী খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ কী কারণ ও পরিস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কার চিঠি প্রাপ্তির পর তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল; সিদ্ধান্তের পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার প্রাক্কালে তিনি উসমান বিন তালহা ছাড়াও আর কোন দুই ব্যক্তি-কে তাঁর সঙ্গে সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন ও ঐ দুই ব্যক্তি কী কারণে তা চরম বিতৃষ্ণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'পূর্ণাঙ্গ' সিরাত গ্রন্থের প্রাণবন্ত বর্ণনার আলোকে তার বিস্তারিত আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

'কুরআন' ও আদি উৎসে রচিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার অধিকারী এক ব্যক্তি। একদিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি যেমন ছিল তাঁর সীমাহীন ঘৃণা, ত্রাস-হত্যা, আগ্রাসী হামলা, নৃশংসতা ও অমানবিকতা; অন্যদিকে অনুসারীদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম সহমর্মিতা, দায়িত্বজ্ঞান ও মানবিকতা। মুহাম্মদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এমন যে কোন ব্যক্তিই ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের সুবিধা জনক 'কুরআন-সিরাত-হাদিসের' উদ্ধৃতি-তে

বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই সব গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে তাঁরা "ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ" এর যে উদাহরণগুলো ইসলাম অজ্ঞ সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমান ও অমুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রচার করেন, তার প্রায় সমস্তই "মুসলমান বনাম মুসলমান" আচরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবিশ্বাসী মুনাফিক-মুরতাদ-কাফেরদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

অবিশ্বাসী মুনাফিক-মুরতাদ-কাফেরদের সঙ্গে একজন 'মুমিন মুসলমানের' আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা মুহাম্মদ তাঁর সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা 'সুরা-তওবাহই' সুস্পষ্ট করেছেন। সুরা-তওবাহর প্রথম ৩৭টি বাক্যই হলো অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সর্বশেষ নির্দেশ। ইসলামের 'আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুক' নিয়ম অনুযায়ী 'কুরআন-সিরাত-হাদিসের' এমন কোন আদেশ-নির্দেশ গ্রহণযোগ্য নয়, যা তাঁর এই সর্বশেষ চূড়ান্ত আদেশ ও নির্দেশের পরিপন্থী।

অবিশ্বাসীদের প্রতি মুহাম্মদের ঘৃণা ছিল অপরিসীম। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে যখন কুরাইশরা 'ইসলাম' গ্রহণে বিলম্ব করছিলেন, তখন মুহাম্মদ তাঁদের-কে অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন এই বলে যে তাঁর আল্লাহ যেন কুরাইশদের সাত বছর যাবত "দুর্ভিক্ষ প্রদান" করেন ("O Allah! Protect me against their evil **by afflicting them with seven (years of famine)** like the seven years of (Prophet) Joseph.")। অবিশ্বাসীদের প্রতি মুহাম্মদের ঘৃণার ব্যাপ্তি এতই তীব্র ছিল যে, এর কবল থেকে তাঁর প্রতিপালক দাদা আবদুল মুত্তালিব, চাচা আবু তালিব (কুরআন: ৯:১১৩) ও আবু লাহাব (কুরআন: ১১১:১-৫); ও এমন-কি মৃত ব্যক্তিরাও রক্ষা পান নাই (কুরআন: ৯:১১৩)। [121] [122] [123]

"মুহাম্মদের দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন মুহাম্মদের ইসলাম প্রচার 'শুরু করার' ৩২ বছর আগে। নিশ্চিতরূপেই মুহাম্মদের পক্ষে কোন ভাবেই তাঁর মৃত দাদা-

কে তাঁর ইসলামের দাওয়াত পোঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। তা সত্বেও মুহাম্মদ প্রচার করেছিলেন যে ইসলামের অনুসারী না হয়ে পৌত্তলিক হিসাবে মৃত্যুবরণ করার কারণে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের স্থান হলো নরকের আগুন (পর্ব: ৪১)। বিশ্বাস ও যৌক্তিক-বিচারবুদ্ধি (Rationality) যে একই সাথে কখনোই সহবস্থান করতে পারে না, তার উদাহরণ হলো মুসলমানদের বিবেচনায় জগতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি মুহাম্মদের এই কর্মকাণ্ডগুলো।"

সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মুহাম্মদের এই চরম দ্বৈত মানসিকতার ফসল হলো, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিধানে 'মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের' আচরণের বিধি-বিধানগুলো যতটা আকর্ষণীয় ও মানবিক; 'অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের' আচরণের বিধি-বিধানগুলো তার চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ অমানবিক, নির্মম ও নৃশংস। মুহাম্মদের এই 'চরম দ্বৈতবাদের ((Extreme dualism)' এর বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই 'কুরআন, সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের অসংখ্য বর্ণনায়। অল্প কিছু উদাহরণ:

১) অনুসারীদের দরিদ্রতা নিরসন ও ক্ষুধার অন্ন প্রয়োজন?

>> মুহাম্মদের শিক্ষা: আক্রমণ করো অবিশ্বাসী জনপদের ওপর ও লুট করো তাঁদের সম্পদ - যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই 'খায়বার যুদ্ধ' উপাখ্যানের বর্ণনায় (পর্ব: ১৩৫)।

২) বিবাহের মোহরানা ও উপহারের জন্য অর্থ দরকার? সম্পদ প্রয়োজন?

>> আক্রমণ করো অবিশ্বাসী জনপদের ওপর ও লুট করো তাঁদের সম্পদ। যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই 'আল-গাবা' হামলা উপাখ্যানের বর্ণনায় (পর্ব: ১৭৬)।

৩) নারী আসক্ত অনুসারী? যৌনতার জন্য 'নারী' প্রয়োজন?

>> আক্রমণ করো অবিশ্বাসীদের; লুট করো তাঁদের স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের - যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই 'তাবুক হামলা' উপাখ্যানের বর্ণনায়।

৪) অনুসারীরা অপ্রসন্ন? নেতৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা ও সুযোগ-সুবিধার জোগান প্রয়োজন?

>> আক্রমণ করো অবিশ্বাসীদের; লুট করো তাঁদের সম্পদ; উচ্ছেদ করো তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে; চালাও গণহত্যার মত বীভৎস কর্মকাণ্ড - যার উদাহরণ আমরা জানতে পারি ওহুদ-যুদ্ধ পরবর্তী বানু-নাদির গোত্র উচ্ছেদ ও খন্দক-যুদ্ধ পরবর্তী 'বানু-কুরাইজা গণহত্যা', আর হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি পরবর্তী 'খায়বার হামলা' উপাখ্যানের বর্ণনায়।

৫) মুহাম্মদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি-তে নিরাপত্তা হুমকির আশংকা?

>> উপায়: মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর পার্টি 'ইসলামে' যোগদান করা, যার উদাহরণ আমরা জানতে পারি আমর বিন আল-আ'স, ও খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ও প্রেক্ষাপটের বর্ণনায় - যার আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে।

৬) মুহাম্মদের 'করাল গ্রাস' থেকে বাঁচার আকুতি - কিন্তু ইসলাম গ্রহণে অনীহা?

>> মুক্তির একমাত্র উপায়: নিজের কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পত্তির 'অর্ধেক মালিকানা' মুহাম্মদ-কে দিয়ে দেওয়া, যার নজির আমরা দেখতে পাই মুহাম্মদের ফাদাক আগ্রাসন উপাখ্যানের বর্ণনায়। [124]

৭) সারা জীবন দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ-চোরাকারবারি, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, মানুষ খুন, নর-নারী ও শিশু ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি-লুটতরাজ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জড়িত?

>> আল্লাহর নামে মুহাম্মদের বিশেষ সার্টিফিকেট: তাঁদের অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হবে, "যদি তাঁরা" মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর পার্টিতে যোগদান করেন! সমাজের দাগী অপরাধীদের জন্য এটি মুহাম্মদের এক বিশেষ আকর্ষণীয় প্রলোভন! মুহাম্মদের পার্টিতে যোগদান করার বিশেষ সুবিধা এই যে, মুহাম্মদের আবিষ্কৃত বিধানে তাঁর পার্টির সদস্য মুসলমানরা **"অবিশ্বাসীদের"** যত বেশিই খুন

করুক না কেন, সেই অপরাধে তাঁদের-কে কখনোই মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। কিন্তু কোন অবিশ্বাসী যদি 'তাঁর একটি সদস্যকেও' খুন করে, তবে সেই অবিশ্বাসী-কে অবশ্যই মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। [125]

মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর দলে যোগদান করার আরও সুবিধা এই যে, লুটের মালের (গনিমত) হিস্যায় ধনী ও দাস-দাসীর মালিক ও দাসী ভোগের সুবর্ণ সুযোগ! কাফেরদের ঘর-বাড়ী-সহায়-সম্পত্তি লুট ও বউ-বাচ্চাদের দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করে নিজ কর্মে (এমন কি যৌন কর্মে) ব্যবহার অথবা বিক্রয় লব্ধ অর্থের হিস্যায় জীবিকা-বৃত্তি ও ধনবান হবার "ঐশী প্রলোভন"! ১০০% ইসলাম সম্মত: হালাল উপার্জন!

মুহাম্মদের ভাষায়:

৮.১ (সূরা আল-আনফাল) - *"আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহ্ এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর-যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"*

৮:৪১ - *"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্র জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্নীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল/ আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"*

৮::৬৯ - *"সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"*

>> মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের জন্য হিস্যা এক পঞ্চমাংশ, আর হামলায় (জিহাদ) অংশগ্রহণকারী "মুমিনদের" হিস্যা বাঁকি চার পঞ্চমাংশ! আর ভীত-সন্ত্রস্ত কাফেররা যদি বিনা যুদ্ধেই আত্ম-সমর্পণ করেন, তবে সেই কাফেরদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক মুহাম্মদ ও তার পরিবার ও অন্যান্যরা।

৫৯:৬-৮ (সূরা আল হাশর) – *"আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে,--"*

কেন?

"যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"

>> অর্থাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত কাফেররা যদি বিনা যুদ্ধেই আত্ম-সমর্পণ করেন, তবে সেই কাফেরদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পুরোটাই "মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর।" আল্লাহ-কে কী লুটের মালের ভাগ দেওয়া সম্ভব? অবশ্যই নয়। সুতরাং, পুরোটাই মুহাম্মদের! তিনি তা ব্যয় করতেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ পোষণ ও পার্টির স্বার্থে অভাবগ্রস্ত মুহাজির, ইয়াতীম, ও মুসাফির সদস্যদের প্রয়োজনে।

এ ছাড়াও মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের প্রলোভন দিচ্ছেন এই বলে:

২৪:৫৫ (সূরা আন-নূর) - *"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।"*

>>> এ সমস্ত উদাহরণ মুহাম্মদের "পার্থিব প্রলোভন" ও শাস্তির সামান্য কিছু নমুনা। এ ছাড়াও আছে তাঁর "অপার্থিব" মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত সুখের লীলাভূমি বেহেশতের প্রলোভন ও জাহান্নামের 'সাইকোপ্যাথিক (Psychopathic)' অনন্ত বীভৎস শাস্তির হুমকি; যা বর্ণিত আছে তাঁর স্বরচিত জবানবন্দি 'কুরআনের' পাতায় পাতায় (পর্ব: ২৬-২৭)!

সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশ, নির্দেশ ও আদর্শের বাস্তবায়নই হলো 'ইসলামের' একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই জগতের সকল 'মুমিন মুসলমানরা' তাঁদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও কর্ম জীবনে নবী মুহাম্মদের শিক্ষা ও আদর্শ-কে অনুকরণ, অনুসরণ ও অনুশীলন করার চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই: ব্যক্তি জীবনে শিক্ষা, দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশ ভেদে জগতের সকল মুমিন মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনা কিছুটা আলাদা হলেও, যেহেতু তাঁরা সকলেই নবী মুহাম্মদের শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ ও অনুশীলন করেন; তাঁদের সকলের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-কাণ্ডের বহুলাংশই নবী মুহাম্মদের শিক্ষা-আদর্শ ও কর্ম-কাণ্ডেরই বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই, জগতের সকল "মুমিন মুসলমানরা" তাঁদের উঠোনের পাশের 'দয়াল দাস-দের' ভালবাসতে পারেন না, ঘৃণা করেন; শুধু এই কারণে যে তাঁরা 'অবিশ্বাসী কাফের-মুশরিক'। কিন্তু সাত সমুদ্র-তের নদী পারের বহু দূরের

'আব্দুর রহমান-দের', তথা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য ভালোবাসা ও প্রয়োজনে সাহায্য-সহানুভূতির হাত তাঁরা বাড়িয়ে দেন মুক্তহস্তে; শুধু এই কারণে যে তাঁরা মুসলমান। এটি মুহাম্মদের শিক্ষা।

নিশ্চিতরূপেই জগতের সকল মুসলমান "মুমিন নয়!" জগতের অধিকাংশ মুসলমানই সাধারণ মুসলমান, যারা জেনে বা না জেনে ইসলামের যাবতীয় অমানবিক ও বীভৎস শিক্ষা ও আদর্শের অনুশীলন না করে নিজেদের বিবেক ও বুদ্ধি মোতাবেক মুক্ত-চিন্তার চর্চা করেন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[121] কুরাইশদের প্রতি মুহাম্মদের অভিশাপ বর্ষণ:
সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর: ২১৫ (অনুরূপ হাদিস- ২৯৭, ৩৪৭)

[122] আবু-তালিবের প্রতি মুহাম্মদের মনোভাব:
সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর: ১৯৭ (অনুরূপ হাদিস- ২৯৫):

[123] আবু-লাহাবের প্রতি মুহাম্মদের অভিশাপ (কুরআন: ১১১:১-৫):
সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর: ২৯৩ (অনুরূপ হাদিস- ২৯৪):

[124] সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই ৫২, হাদিস নম্বর: ২৮৩ (অনুরূপ হাদিস- ২৮৪)
Narrated Abu Juhaifa: I asked Ali, "Do you have the knowledge of any Divine Inspiration besides what is in Allah's Book?" 'Ali replied, "No, by Him Who splits the grain of corn and creates the soul. I don't think we have such knowledge, but we have the ability of understanding which Allah may endow a person with, so that he may understand the Qur'an, and we have what is written in this paper as well." I asked, "What is written in this paper?" He replied, "(The regulations of) blood-money, the freeing of captives, and the judgment that no Muslim should be killed for killing an infidel."

১৮০: সাফল্যের চাবি: ঘৃণা-ত্রাস-প্রলোভন! (দুই)

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত চুয়ান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আমাদের চারিপাশের এক অতি সাধারণ প্রামাণিক চাক্ষুষ দৃশ্য এই যে, 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-বিশ্বাস' হলো এমন একটি বিষয়, যা প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ও বংশ-বংশানুক্রমে সংক্রামিত একটি অবস্থান। স্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। তাঁরা ব্যতিক্রম, উদাহরণ মাত্র। আজ যে ধার্মিক ইসলাম বিশ্বাসী 'মুমিন মুসলমান', মুসলিম পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরম একাগ্রতায় 'ইসলাম' ধর্মের আদেশ-নিষেধ ও অনুশাসনগুলো পালন করার চেষ্টা করছেন; তিনি যদি এই পরিবারে জন্ম গ্রহণ না করে অন্য কোন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কিংবা আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে নাম না জানা কোন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতেন, তবে তিনি প্রায় নিশ্চিতরূপেই এই একই নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় আফ্রিকার জঙ্গলের সেই ধর্মেরই আদেশ-নিষেধ-অনুশাসন পালন করার চেষ্টা করতেন, যে ধর্ম-পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করতেন। যা আমরা শতভাগ সুনিশ্চিত রূপে জানি তা হলো, কোন মানুষের পক্ষেই বাছাই করে নিজ নিজ পছন্দমত কোন নির্দিষ্ট ধর্ম-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষমতা আমাদের নেই।

জীবনের এমনই এক চরম বাস্তবতায় আমাদের চারিপাশের আর এক অতি সাধারণ চাক্ষুষ দৃশ্য এই যে, 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে' বিশ্বাসী অধিকাংশ মানুষই তাঁদের অন্তরে এই

বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করেন যে "তাঁর ধর্মটিই একমাত্র সত্য অথবা শ্রেষ্ঠ;" তা সেই ধর্মটি তিনি পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত হউন কিংবা ধর্মান্তরিত হয়ে। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এই ধর্মটি ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্মই আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ভুল। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও এই সংকীর্ণ চিন্তাধারার ব্যতিক্রম ছিলেন না। মুহাম্মদ "তাঁর আল্লাহর" রেফারেন্সে দাবী করেছেন:

"ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ও অন্য কোন ধর্ম কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়!"

মুহাম্মদের ভাষায়:

৩:১৯ (সূরা আল ইমরান) - *"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।"*

৩:৮৫ - *"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।"*

>> অর্থাৎ, 'ইসলাম' এর একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা হলো: জগতের সমস্ত মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর শিক্ষা ও আদেশ-নিষেধে বিশ্বাসী "মুসলমান"; অন্যদল মুহাম্মদ অবিশ্বাসী, সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদী "কাফের- মোনাফেক-মুরতাদ।"

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিকটি হলো: প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এক ধর্ম অন্য ধর্মের লোকদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পার্থক্য করতে অনুপ্রাণিত করে। আর এর সবচেয়ে জঘন্য রূপটি হলো, যখন কোন ধর্ম ও তার ধর্মগ্রন্থ অন্য সমস্ত

ধর্মের লোকদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অপছন্দ ও ঘৃণার শিক্ষা দান করে। 'ইসলাম' ও তার ধর্মগ্রন্থ 'কুরআন' নিশ্চিত রূপেই শেষোক্ত প্রকৃতির।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন্ দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার অধিকারী ছিলেন ও তার বহি:প্রকাশ কী ছিল; কারা ছিলেন তাঁর এই বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার প্রত্যক্ষ স্বত্বভোগী ও কারা ছিলেন চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত; ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা কুরআন ও সিরাত-হাদিস গ্রন্থের যে 'ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের' উদ্ধৃতগুলো পেশ করেন, তা কী কারণে সার্বজনীন নয়; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত "মুমিন মুসলমান বনাব অন্যান্য" - এই দুই দল মানব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুমিন মুসলমানদের কীরূপ আচরণ অত্যাবশ্যক ('আল্লাহর আদেশ'), তা মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত জবানবন্দি কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন:

৪৮:২৯ (সূরা আল ফাতহ) - *"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"*

>> মুহাম্মদের এই বাণী-তে যা সুস্পষ্ট তা হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন "কাফেরদের প্রতি কঠোর!" ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক সংজ্ঞা অনুযায়ী মোনাফেক ও মুরতাদ ছাড়া "জগতের সকল ইসলাম-অবিশ্বাসী মানুষরাই 'কাফের'" সম্প্রদায়ভুক্ত। মুহাম্মদের এই বানীর প্রেক্ষাপট যাইই হোক না কোন, শুধুমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে (যে বিশ্বাস প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত) বিভক্ত "সকল মানুষের বিরুদ্ধে" কঠোরতা প্রদর্শন নিশ্চিতরূপেই পৃথিবীর যে কোন সভ্য সমাজেই অবিচার ও ন্যায়-নীতি বিরুদ্ধ অপরাধ। মুসলমান ও কাফেরদের সঙ্গে আচরণ-কালে মুহাম্মদ যে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তাঁর নিজেরই জবান-বন্দি 'কুরআন।' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা 'কাফেরদের' প্রতি কী ধরণের পৈশাচিক কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন,

তার বহু উদাহরণ আমরা জানতে পারি 'কুরআনের' বর্ণনায়। কীরূপ অমানুষিক নৃশংসতায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই আগ্রাসী হামলাগুলো পরিচালনা করতেন, তা মুহাম্মদ নিজেই বর্ণনা করেছেন। নমুনা:

“তাদের” গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়:

৮:১২-১৩ (সূরা আল-আনফাল) - *"--আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। --"।*

>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে “প্রথম আগ্রাসী ও আক্রমণকারী" ব্যক্তিরা ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। অবিশ্বাসীরা নয়। ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-টি হলো: বদর যুদ্ধ (মার্চ, ৬২৪ সাল)। এটি ছিল কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি ডাকাতি হামলার কবল থেকে তাঁদের বাণিজ্য-মালামাল রক্ষা ও এই ঘটনার দুই মাস আগে মুহাম্মদের "নাখলায় ডাকাতি" হামলায় আমর বিন আল-হাদরামী নামের এক নিরীহ কুরাইশ কাফেলা যাত্রীকে নৃশংস ভাবে খুন ও ওসমান বিন আবদুল্লাহ ও আল হাকাম বিন কেউসুন নামের দুইজন কাফেলা-যাত্রীকে বন্দি করে তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় ঘটনার প্রতিক্রিয়াই। এই যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপটের সবিস্তার বর্ণনা আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে লিখে রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম এই যুদ্ধের প্রাক্কালেই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের এই নৃশংস-বীভৎস নির্দেশ (বিস্তারিত: পর্ব: ৩০-৪৩)।

“তাদের” গর্দার মার, পরাভূত কর ও শক্ত করে বেধে ফেল:

৪৭:৪ (সূরা মুহাম্মদ) - *"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দার মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন*

তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না"

আর এই কর্মের পুরস্কার হলো:
৪৭:৫-৬ – *"তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে **জান্নাতে দাখিল করবেন,** যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।"*

>>> যুদ্ধ মানেই হলো নৃশংসতা, মানুষ খুন-জখম ও অন্যের ক্ষতি সাধন। মারো, অথবা মরো! জয়ী অথবা পরাজিত হয়ে জীবিত ফিরে আসা; অথবা লাশ হয়ে। জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারলে কী পরিমাণ পার্থিব 'গনিমত' আয়ত্ত করা যাবে, তার প্রলোভন প্রদান করে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কী ভাবে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী সহিংসতায় উদ্বুদ্ধ করতেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা যদি জয়ী অথবা পরাজিত অবস্থায় এই আগ্রাসী অপকর্মে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের কী হবে? হামলায় নিহত এই সকল মৃত-ব্যক্তি ও মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার ও আদেশ নিষেধ যথাযথ পালনকারী মৃত-অনুসারীদের জন্য মুহাম্মদ যে "অপার্থিব প্রলোভন" প্রদান করেছিলেন, তার নাম হলো জান্নাত (বেহেশত): "মুহাম্মদের জান্নাত!"

"মুহাম্মদের" জান্নাত:

মুহাম্মদ তাঁর কল্পনায় জান্নাত নামের এমন এক আবাসস্থল নির্মাণ করেছেন, যা অসংখ্য সাধারণ মানুষ-কে প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা রাখে। বিশেষ করে যারা পার্থিব ভোগ বিলাস কামনা করেন, তাঁদের জন্য এই স্থানটি পার্থিব 'গণিমতের' চেয়ে লক্ষ-

কোটি গুন বেশী আরাধ্য! মুহাম্মদ তাঁর রচিত কুরআনের অসংখ্য বাণীতে তাঁর অনুসারীদের বিভিন্নভাবে "জান্নাতের প্রলোভন" দেখিয়েছেন। জান্নাতের সবচেয়ে লোভনীয় বার্তা-টি হলো এই যে: এই সুখ-ভোগ স্বল্প জীবনের সীমাবদ্ধতায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার নয়। এই প্রলোভন মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত ও অসীম কাল-ব্যাপী স্থায়ী সুখ-শান্তির প্রলোভন!

মুহাম্মদের ভাষায়:

৯:২০-২১ (সূরা আত তাওবাহ) - *"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।"*

কী আছে "মুহাম্মদের" এই জান্নাত নামক স্থানটিতে?

নবী মুহাম্মদ যে কী অসাধারণ প্রতিভাধর কল্পনা-শক্তির অধিকারী ছিলেন, তা আমরা জানতে পারি তাঁর রচিত কুরআনের 'জান্নাত ও জাহান্নাম (দোযখ)' এর বর্ণনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাঁর 'জাহান্নাম' এর বর্ণনা যে কী পরিমাণ ভয়াবহ ও বীভৎস তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব:২৬-২৭)। আর তাঁর জান্নাতের বর্ণনা হলো:

সেই স্থানটিতে "শুধু সুখ আর সুখ:"

৪৪:৫১-৫৭ *(সূরা আদ দোখান) - "নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে - উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব।*

তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য।"

সেখানে থাকবে:

৪৭:১৫ (সূরা মুহাম্মদ) - *"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যারা স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?"*

সেখানে হুরিদের সাথে "তাদের" বিবাহ দেওয়া হবে:

৫২:২০ (সূরা আত্ব তূর) - *"তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে।আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।"*

সেখানে "তাদের" পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেয়া হবে:

৫২:২১ - *"যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী।"*

শুধু হুরিরাই নয়, কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে:

৫২:২৪ – *"সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে।"*

তথায় "তারা" থাকবে সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে:

৫৪: ৫৪-৫৫ (সূরা আল ক্বামার)- *"খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।"*

"শুধু সুখ আর সুখ:"

৫৫: ৪৬-৭৬ (সূরা আর রহমান):

("অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে" -এই একই বাক্য বারংবার পুনরাবৃত্তি পরিহার।)

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান। উভয় উদ্যানই ঘন শাখা পল্লব বিশিষ্ট। উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগন, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি। প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে?

এই দু'টি ছাড়া আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। কালোমত ঘন সবুজ। তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।"

সেখানে আরও থাকবে:

৫৬:১৫-৩৭ (সূরা আল ওয়াক্বিয়া):

"স্বর্ণ খচিত সিংহাসন। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্ত ও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফল-মুল নিয়ে, এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে।

তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে। এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, এবং দীর্ঘ ছায়ায়। এবং প্রবাহিত পানিতে, ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়, আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা।"

আরও আছে:

৭৬:৫ (সূরা আদ-দাহর)-*"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র।"*

৭৬:১২-২১ (সূরা আদ-দাহর):

"এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা। আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'।"

এখানেই শেষ নয়, আরও আছে:

৭৮:৩১-৩৭ (সূরা আন-নাবা):

"পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী। এবং পূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না।"

৮৩:২২-২৮ (সূরা আত-তাতফীফ):

"নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।"

৮৪:২৫ (সূরা আল ইনশিক্বাক্ব) - *"কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।*

৮৫:১১ (সূরা আল বুরূজ) - *"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।"*

৮৮: ১০-১৬ (সূরা আল গাশিয়াহ):

"তারা থাকবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। এবং সংরক্ষিত পানপাত্র এবং সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।"

>>> এ সমস্ত উদাহরণ মুহাম্মদের "অপার্থিব" মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত সুখের লীলাভূমি বেহেশতের প্রলোভনের নমুনা। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, "মুহাম্মদের

জান্নাতের" এই বর্ণনার প্রায় সমস্তই শারীরিক (Physical) ভোগ, বিলাস, সম্পদ, সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা। তাঁর 'পার্থিব গণিমত' প্রলোভনের অনুলিপি! অনন্তগুণ বর্ধিত কলবরে। সেই একই:

"ঘন শাখা পল্লববিশিষ্ট উদ্যান, পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, শরাবের নহর, মধুর নহর, রকমারি ফল-মূল - যা মরুভূমিতে অবস্থানরত প্রায় সকল আরবদেরই কাঙ্ক্ষিত! রাজার সিংহাসন ও সেখানে হেলান দিয়ে বসা, নারী প্রলোভন: আয়তলোচনা হুর ও তাদের সাথে বিবাহবন্ধন ও সাথে আরও থাকবে সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোরদের সেবার প্রলোভন! পরিধানের জন্য চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র।" ইত্যাদি, ইত্যাদি! কী নাই সেখানে? আরও আছে,
"অমরত্ব (কুরআন: ৪৪:৫৬) ও মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেওয়ার প্রলোভন (কুরআন: ৫২:২১)" - যা জগতের প্রায় সকল মানুষেরই কাঙ্ক্ষিত।

মুহাম্মদের জান্নাতের এই বর্ণনায় "মানসিক প্রশান্তির" উপকরণের বর্ণনা (যেমন, কুরআন: ৫২:২১) অতি যৎসামান্য। তাঁর এই জান্নাতের বর্ণনায় যে ধারণাটি পাওয়া যায় তা হলো, নবী মুহাম্মদ "ভোগ বিলাসেই শান্তি" তত্ত্ব বিশ্বাসী ছিলেন।

'কুরআনে' পুনরাবৃত্তি: (পর্ব: ১৭)

'কুরআনের' এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে: একই ঘটনা ইনিয়ে বিনিয়ে, বিভিন্নভাবে বারংবার বর্ণনা। মুহাম্মদ তাঁর কুরআনে মুসা (আ:) ও ফেরাউনের গল্প বর্ণনা করছেন কমপক্ষে ২১ বার; নূহ (আঃ) এর গল্প কমপক্ষে ১২ বার; ইবরাহিম (আ:) এর গল্প কমপক্ষে ১২ বার; লূত (আ:) এর গল্প কমপক্ষে ৯ বার; আ'দের গল্প কমপক্ষে ৮ বার; সালেহ ও সামুদের গল্প কমপক্ষে ৭ বার; আদম হাওয়া ও ইবলিস এর গল্প কমপক্ষে ৫ বার; দাউদ ও সোলায়মান (আ:) এর গল্প কমপক্ষে ৫ বার ও মাদায়েনের শোয়েব (আ:) এর গল্প কমপক্ষে ৩ বার। এ ছাড়াও মুহাম্মদ "সূরা আর

রহমান" এর ১৩-৭৮ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে, “অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে;" এই একই পুনরাবৃত্তি করেছেন একত্রিশ বার! 'সূরা আল মুরসালাত' এর ১৫ থেকে ৫০ নম্বর আয়াতে (৭৭:১৫-৫০) "সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে;" এই একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন দশ বার। "সূরা আল ক্বামার" এর ১৭ থেকে ৪০ নম্বর আয়াতে, "আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি--;” এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন কমপক্ষে চার বার (কুরআন: ৫৪:১৭, ৫৪:২২, ৫৪:৩২, ৫৪:৪০)। আর "এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস" জাতীয় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কমপক্ষে পাঁচ বার (কুরআন: ২: ২৩; ১০:৩৮; ১১:১৩; ১৭:৮৮; ৫২:৩৩-৩৪)।

পুনরাবৃত্তি পরিহার করার পর 'কুরআন' এর বক্তব্য সামান্যই।

১৮১: জিহাদ-সন্ত্রাস: নির্দেশ প্রদান!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত পঞ্চান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) যখন তাঁর ধর্ম-প্রচার শুরু করেছিলেন, কুরাইশরা তাঁর সেই প্রচারণায় কোনরূপ প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু মুহাম্মদ যখন তাঁর আল্লাহর নামে কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী, কৃষ্টি-সভ্যতা ও পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা শুরু করেছিলেন, একমাত্র তখনই কুরাইশরা তাঁদের সেই অপমানের প্রতিবাদে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শুধু তাইই নয়, কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুহাম্মদের এই আগ্রাসী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবমাননাকর প্রচারণা সত্ত্বেও "অবিশ্বাসী-কুরাইশরাই ছিলেন নমনীয়, আর মুহাম্মদ ছিলেন অনমনীয়।" [125] [126]

মুহাম্মদের ভাষায়:

২১:৩৬ (সূরা আম্বিয়া) - "কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে?"

৩৪:৪৩ (সূরা সাবা) - "যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।"

৬৮:৯ (সূরা আল কলম) - "তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।"

>>> কুরাইশদের প্রতিরোধের মুখে মুহাম্মদের প্রচারণা প্রচণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেই মুহাম্মদ "তাঁর ধর্মরক্ষার খাতিরে" কিছু অনুসারী-কে প্রথমে আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) ও পরে মদিনায় প্রেরণ করেন। অবশেষে তিনি নিজেও মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের সিদ্ধান্ত নেন ও ৬২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় প্রস্থান (হিজরত) করেন। মুহাম্মদের এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের প্রকৃত কারণ হলো:

এই ঘটনার বছর তিনেক আগে (৬১৯ সাল) মুহাম্মদের মতবাদ প্রচারে সর্বপ্রকার গোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানকারী চাচা আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ অল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব হাশেমী বংশের গোত্র প্রধান নিযুক্ত হোন। আবু লাহাব শুধু অবিশ্বাসীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধবাদী ও কঠোর সমালোচনা-কারীদের একজন। এই সেই আবু লাহাব, ৬১৩ সালে যে লোকটি ও তাঁর স্ত্রী-কে মুহাম্মদ একদল উপস্থিত জনতার সম্মুখে, প্রকাশ্য দিবালোকে, অসম্মান ও অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন (পর্ব: ১২)। আশ্চর্য হলেও সত্যি, সেই লোকটিই হাশেমী বংশের গোত্র প্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর মুহাম্মদ-কে রক্ষার নিমিত্তে আবু তালিবের মতই স্ব-গোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা বলবত রেখেছিলেন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি অবিশ্বাসী-কুরাইশদের সহমর্মিতার এমন বহু উদাহরণই আমরা জানতে পারি কুরআন

ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই সিরাত-হাদিস গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায়।

অতঃপর আবু লাহাব যখন জানতে পারেন যে তাঁর মৃত পিতা আবদুল মুত্তালিব-কে তাঁর এই ভাতিজা মুহাম্মদ "জাহান্নামের বাসিন্দা" বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন, তখন আবু লাহাব ক্রোধান্বিত হোন ও মুহাম্মদের ওপর থেকে তাঁর স্ব-গোত্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা-টি বাতিল করেন! এমত পরিস্থিতিতে, ধর্ম-প্রচারের নামে কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবী, কৃষ্টি-সভ্যতা ও পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-কারী মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা আরও কঠোর জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁরা বিভিন্ন কলা-কৌশলে তাঁদের ধর্মান্তরিত পরিবার সদস্য, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের তাঁদের পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে কুরাইশদের যে পরিবার সদস্য, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবরা মুহাম্মদের মতবাদে একদা 'ইসলামে' দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই আবার তাঁদের পূর্ব-ধর্মে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের সাথে যোগদান করতে থাকেন। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই মুহাম্মদ তাঁর ধর্মরক্ষার খাতিরে মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসন ব্রতী হোন।

'কুরআনের' পর্যালোচনায় আমরা যে সত্যের সন্ধান পাই তা হলো, কুরাইশদের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাটি ছিল মূলত: অহিংস। আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে অতি অল্প সংখ্যক পারিবার-নিজস্ব ও মালিক-দাস সম্পর্কিত "শারীরিক আঘাতের" বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, তারও সত্যতার প্রমাণ মুহাম্মদের স্ব-রচিত জবানবন্দি কুরআনে অনুপস্থিত (পর্ব ৪১-৪২)!

"মুহাম্মদের মক্কার সমগ্র নবী জীবনে (৬১০-৬২২ সাল) কুরাইশরা মুহাম্মদের কোন একটি অনুসারীকে 'খুন করেছিলেন' এমন উদাহরণ 'কুরআনের' কোথাও নেই । Not a single one! এমন কী তাঁরা কোন মুহাম্মদ অনুসারীকে শারীরিক আঘাত করেছিলেন, এমন কোন সুস্পষ্ট তথ্যও 'কুরআনে' খুঁজে পাওয়া যায় না।"

অন্যদিকে, মদিনায় হিজরতের পর মুহাম্মদ যে তাঁর আল্লাহর নামে গণিমত, জান্নাতের প্রলোভন, প্রত্যক্ষ মৃত্যু হুমকি (কুরআন: ৯:৫২; ৪:৮৯) ও মৃত্যু-পরবর্তী জাহান্নামের শাস্তির হুমকি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁকে অবিশ্বাসী, সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের সহিংসতায় উদ্বুদ্ধ করতেন, তা কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

>>> সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মানসিকতার অধিকারী নবী মুহাম্মদ 'কাফেরদের' প্রতি কীরূপ অমানুষিক কঠোরতা ও অমানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে। মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পর মুহাম্মদ তাঁর পরবর্তী দশ বছরের মদিনা জীবনে (৬২২-৬৩২ সাল) একের পর এক মোট ২৭-২৮টি সুরা (সূত্র-ভেদে বিভিন্নতা আছে) রচনা করেন। নাজিলের ক্রমানুসারে মদিনায় রচিত তাঁর সর্বপ্রথম সুরাটি হলো 'সূরা আল বাক্কারাহ।' মদিনায় রচিত তাঁর এই সর্বপ্রথম সুরাতেই মুহাম্মদ কাফেরদের' বিরুদ্ধে "সহিংস হামলার আদেশ" জারী করেন। আর তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমান্বয়ে অমানুষিক নৃশংস ও বীভৎস আকার ধারণ করে। 'কুরআনে' অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাঁদের হামলা, খুন ও সহিংসতার আদেশ সংক্রান্ত বাণীর সংখ্যা দেড় শতের ও অধিক। সামান্য কিছু নমুনা:

নাজিলের ক্রমানুসারে মদিনায় রচিত সুরার নাম ও ব্র্যাকেটে চিরাচরিত ক্রমিক নম্বর:

মদিনায় প্রথম সূরা: আল বাক্কারাহ (সংকলিত কুরআনে নম্বর ২): [127] [128]
(ব্যতিক্রম আয়াত-২৮১, যা বিদায় হজের সময় রচিত)

মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পর প্রথমাবস্থায় মদিনার ইহুদি-খ্রিস্টান ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুহাম্মদ নমনীয় আচরণ শুরু করেন। উদ্দেশ্যে? তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর মতবাদে তাঁদের-কে দীক্ষিত করানোর প্রচেষ্টা। সে কারণেই, হিজরত পরবর্তী মুহাম্মদের সর্বপ্রথম সুরা, ‘সূরা আল বাক্কারাহর’ কিছু

বানী 'ইহুদি-খ্রিস্টান' ও অন্যান্য ধর্মাম্বলীদের প্রতি আপাত সহনশীল (যেমন: "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই [কুরআন:২:২৫৬])। এমন কী প্রথমাবস্থায় তিনি তাঁর নামাজের কেবলা 'মসজিদুল হারামের (মক্কা-শরীফ)' পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে নির্ধারণ করেন। কিন্তু, তাঁর মদিনা হিজরতের ১৬-১৭ মাস পরেও যখন তাঁরা তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ ও তাঁর কর্ম-কাণ্ডের মৌখিক সমালোচনা করা শুরু করেন, তখন তিনি তাঁর নামাজের কেবলা পরিবর্তন করে মক্কা শরীফের দিকে স্থানান্তর করেন (কুরআন: ২:১৪২-১৪৯)। [129]

এই সেই সুরা যেখানে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে ঘোষণা দিয়েছেন, "*আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি (কুরআন: ২:১০৬)"* - যার সরল অর্থ হলো, যদি "মুহাম্মদের" দুই বা ততোধিক আদেশ-নির্দেশ পরস্পরবিরোধী হয়, তবে যে নির্দেশ-টি তিনি সবচেয়ে পরে জারী করেছেন, সেটাই হলো উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। ইসলামের পরিভাষায় এই নিয়মটি-কে বলা হয়, "আল-নাসিক ওয়া আল-মানসুক।"

>> মদিনায় স্বেচ্ছা নির্বাসনের ছয়-সাত মাস পরেই (মার্চ, ৬২৩ সাল), জীবিকার প্রয়োজনে মুহাম্মদ রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে অতর্কিতে কুরাইশ বাণিজ্য-কাফেলার উপর হামলা ও আরোহীদের হতাহত ও খুনের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন (ডাকাতি) এবং জীবিত আরোহীদের ধরে নিয়ে এসে তাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ অর্থ-প্রাপ্তির বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার লাভজনক সন্ত্রাসী কর্ম-কাণ্ড শুরু করেছিলেন। পর পর সাতটি ডাকাতি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ৬২৪ সালের জানুয়ারি মাসে (বরাবর রজব, হিজরি দ্বিতীয় সাল) অষ্টম বারের "নাখলা অভিযানে" আসে সফলতা। এই হামলায় মুহাম্মদ অনুসারীরা আমর বিন আল হাদরামী নামের এক নিরীহ বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ-কে করে খুন ও আরও দুইজন কুরাইশ-কে বন্দি করে ধরে বিয়ে এসে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে

"কুরাইশদের বিরুদ্ধে" আগ্রাসী সহিংস নৃশংস যাত্রার সূচনা করেন। আর এই হামলার বৈধতা প্রদানে মুহাম্মদ হাজির করেন (পর্ব: ২৯):

২:২১৭ – *“সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ।---"*

>> 'ইসলামের' ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, "ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি-কারী" ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, অবিশ্বাসীরা নয়; যার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তাঁরই স্ব-রচিত জবানবন্দি 'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত 'সিরাত ও হাদিস গ্রন্থ।'

মদিনায় রচিত মুহাম্মদের দ্বিতীয় সুরাটি হলো, ‘সুরা আনফাল’। আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ এই 'সুরা আনফাল-টি' রচনা করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, 'বদর যুদ্ধের' প্রাক্কালে। আর এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ৬২৪ সালের ১৫ই মার্চ (বরাবর ১৯শে রমজান, মতান্তরে ১৭ই রমজান, হিজরি দ্বিতীয় সাল)। অর্থাৎ, মুহাম্মদের 'সুরা আল-বাক্বারাহর' রচনার সময়কাল ছিল ৬২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৬২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, সুদীর্ঘ আঠারো মাস! [130]

"আক্রমণকারীর" আক্রমণের নির্দেশ:

২:১৯০ (সূরা আল বাক্বারাহ) - *"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"*

>> আক্রান্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার নিমিত্তে যে কোন আগ্রাসী-আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু যদি "কোন আক্রমণকারী" তাঁর অনুসারীদের এই নির্দেশ জারী করেন যে, "যদি কেউ তাঁর আক্রমণের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহায় লড়াইয়ে জড়িত হয়, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে; তবে তা হয় সন্ত্রাসের এক উদাহরণ।" আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, 'সুরা-বাকারা' রচনার সময়-কালে রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলার ওপর সংঘবদ্ধ আক্রমণকারী গুষ্টির লোকেরা ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীরা। এই সময়টি-তে কোন অবিশ্বাসীই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কখনোই কোন আক্রমণ করেন নাই। সুতরাং, মদিনায় এসে কুরাইশদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হামলা, সম্পদ লুণ্ঠন, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি সহিংসতা শুরু করার পর মুহাম্মদের এই ২:১৯০ নির্দেশ-টি হলো:

"প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনুসারীদের প্রতি এক আগ্রাসী আক্রমণকারীর আক্রমণের নির্দেশ! আত্মরক্ষার নিমিত্তে নয়! আগ্রাসনের নিমিত্তে।"

অতঃপর "অমানুষিক-বীভৎস" নির্দেশ:

২:১৯১ - *"আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।"*

>> অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ তাঁর সকল অমানবিক আক্রমণ, সন্ত্রাস ও খুনের শুধু বৈধতাই দিচ্ছেন না, দোষারোপ চাপাচ্ছেন কুরাইশদের উপর! তাঁর জ্বালাময়ী

বক্তব্য, "তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে"- এ জাতীয় বক্তব্য তিনি শুরু করেছিলেন মদিনায় এসে। কখন? “রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর তাঁর অনৈতিক আগ্রাসী কর্ম-কাণ্ড (ডাকাতি) ও বদর যুদ্ধে অমানুষিক নৃশংসতায় তাদের নিজেদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের হত্যা ও বন্দী করার পর।" কি উদ্দেশ্যে? “আগ্রাসী আক্রমণে লুণ্ঠিত মালামাল "হালাল" করার প্রয়োজনে! তাঁর মক্কাবাসী সহচরদের তাদের নিজেরই পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপীয়ে তোলার প্রয়োজনে।"

অতঃপর, ২:১৯০ বানীর অনুরূপ পুনরাবৃত্তি:
২:১৯২ - *"আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু।"*

>> মুহাম্মদের **২:১৯১** বীভৎস আদেশ-টির বৈধতা প্রদানের অপচেষ্টায় ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা কুরআনের ২:১৯০ ও ২:১৯২ নির্দেশের উদ্ধৃতি হাজির করেন।

অতঃপর, "আল্লাহর দ্বীন" প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত লড়ায়ের নির্দেশ:
২:১৯৩ - *"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।"*

মদিনায় দ্বিতীয় সুরা - আল-আনফাল (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৮):
(ব্যতিক্রম আয়াত: ৩০-৩৬, যা মক্কায় রচিত)

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই সুরা-টি মুহাম্মদ রচনা করেছিলেন বদর যুদ্ধের (পর্ব: ৩০-৪৩) প্রাক্কালে। মুহাম্মদের নির্দেশ:

"তাদের" গর্দানে আঘাত হান ও কাট জোড়ায় জোড়ায় (পর্ব: ৩৪):

৮:১২ - *"যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।"*

আবারও "আল্লাহর দ্বীন" প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত লড়ায়ের নির্দেশ:

৮:৩৯ - *"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।"*

যুদ্ধের উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান:

৮:৬৫-৬৬- *"হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। ---------"*

মদিনায় তৃতীয় সূরা: আল ইমরান (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৩)

এই সুরার ১২১-১৭৯ নম্বর আয়াত মুহাম্মদ রচনা করেছিলেন 'ওহুদ যুদ্ধের' প্রাক্কালে (পর্ব-৭০)।

জিহাদের উৎসাহ ও হুমকি-প্রলোভন:

৩:১৪২ - "তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"

৩:১৫১-১৫২ - "খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করব।" কারণ?

"কারণ, ওরা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুত: জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"

মদিনায় চতুর্থ সূরা: আল আহযাব (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৩৩)

এই সুরার কিছু অংশ মুহাম্মদ খন্দক যুদ্ধ (৩৩:৯-২৫) ও বানু-কুরাইজা গনহত্যার (৩৩:২৬-২৭) প্রাক্কালে রচনা করেছিলেন (পর্ব: ৮১ ও ৯৪)।

মদিনায় ষষ্ঠ সূরা: আন নিসা (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৪)

"তাদেরকে" পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর:

৪:৮৯ (সূরা আন নিসা) - "তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।"

যুদ্ধের উৎসাহ প্রদান:

৪:৭১-৭৭ (সূরা আন নিসা) – *"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। -----"*

৪:৮৪ – *"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই*

আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।"

মদিনায় একবিংশ সূরা: আত-তাহরীম (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৬৬)

কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ:

৬৬:৯ (সূরা আত-তাহরীম) – "হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।"

মদিনায় পঁচিশতম: আল ফাতহ (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৪৮): যা 'হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি' প্রাক্কালে রচিত [পর্ব: ১২৩])

আবারও "আল্লাহর দ্বীন" প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত লড়ায়ের নির্দেশ:

৪৮:১৬ (সূরা আল ফাতহ) – *"গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন।"*

মদিনায় ছাব্বিশতম সূরা: আল মায়েদাহ (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৫):

(ব্যতিক্রম আয়াত-৩, যা বিদায় হজের সময় রচিত)

"তাদেরকে" হত্যা কর অথবা হস্ত-পদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দাও:

৫:৩৩ (সূরা আল মায়েদাহ) – *"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক*

থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

মদিনায় সাতাশতম সূরা: আত তাওবাহ (সংকলিত কুরআনে নম্বর ৯):
(ব্যতিক্রম শেষের দু'টি আয়াত, যা মক্কায় রচিত)

পরিশেষে মুহাম্মদের সর্বশেষ-চূড়ান্ত নির্দেশ:

৯:৫ (সূরা আত তাওবাহ) - *"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু, যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"*

>> তথাকথিত মোডারেট ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে অবস্থানকালে "খ্রিস্টান ও ইহুদীদের" সাথে আলাপ আলোচনাকালে কুরআনের যে আপাত সহনশীল বানীগুলোর উদ্ধৃত করে তাঁদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেন, তার একটি হলো এই:

৩:৮৪ (সূরা আল ইমরান)- *"বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।"*

>> এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই সব পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা ইহুদী-খ্রিস্টানদের এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন যে 'ইসলাম' তঁদের নবীদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোর ওপর

বিশ্বাস রাখে, যা হলো প্রতারণা ও মিথ্যাচার। কারণ, "মুহাম্মদের চূড়ান্ত নির্দেশ হলো সুরা আত তাওবাহর আদেশ ও নিষেধ।" যেখানে তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা:

৯:২৯ - *"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"*

৯:৩০ - *"ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।"*

>> শক্তিহীন দুর্বল অবস্থায় অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যাবতীয় "পলিটিক্যাল কারেক্টনেস" জাতীয় নমনীয় নির্দেশের কবর রচিত হয়েছে শক্তিমান মুহাম্মদের সর্বশেষ চূড়ান্ত নির্দেশ, 'তরবারির আয়াত (কুরআন: ৯:৫)' ও ৯:২৯ নির্দেশটির মাধ্যমে! তথাকথিত মোডারেট ইসলামী পণ্ডিতরা জেহাদের এরূপ স্পষ্ট আদেশ কে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেন। বিভ্রান্ত করেন সরলপ্রাণ বিশ্বাসী সাধারণ মুসলমানদের। মুহাম্মদের ঘোষণা অত্যন্ত স্পষ্ট:

"যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ইসলামী রাজত্ব কায়েম না হবে, ততদিন পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সন্ত্রাস (মুহাম্মদের জিহাদ) চালিয়ে যেতে হবে।"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[125] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯

"When the apostle openly displayed Islam as God ordered him his people did not withdraw or turn against him, so far I have heard, until he spoke

disparagingly of their gods. When he did that they took great offence and resolve unanimously to treat him as an enemy ----.

[126] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৬, ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪

[127] নাজিলের ক্রমানুসারে মদিনায় রচিত সুরাগুলো - কৃতজ্ঞতায় ইন্টারনেট:

https://yassarnalquran.files.wordpress.com/2010/07/chronological-order.pdf

https://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur%27an

[128] ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত 'কুরআন' মোতাবেক সূরা রা'দ, আদ-দাহর ও বাইয়্যিনাহ মক্কায় রচিত; এবং সূরা ফালাক্ব ও নাস মদিনায়: পর্ব: ১৬।

[129] সহি বুখারি, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১৯ ও ১৩:

“Narrated By Al-Bara: We prayed along with the Prophet facing Jerusalem for sixteen or seventeen months. Then Allah ordered him to turn his face towards the Qibla (in Mecca):"And from whence-so-ever you start forth (for prayers) turn your face in the direction of (the Sacred Mosque of Mecca) Al-Masjid-ul Haram..." (2.149)

[130] সহি বুখারি, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১৬৮:

১৮২: জিহাদ-সন্ত্রাস: উৎসাহ-প্রলোভন ও হুমকি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ছাপ্পান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যা আমরা সু-নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে (৬২২-৬৩২ সাল) পার্থিব গণিমত, জান্নাতের প্রলোভন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের তাঁকে নবী হিসাবে অস্বীকারকারী, সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্ম-কাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতেন। মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পর, মুহাম্মদ কীভাবে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের সহিংসতার আদেশ জারী করেছিলেন, তার আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে। আর সেই আদেশ ও নির্দেশগুলো মুহাম্মদ কীভাবে কার্যকর করতেন, তাও আমরা জানতে পারি মুহাম্মদেরই স্বরচিত জবানবন্দী 'কুরআন' ও আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত ‘সিরাত ও হাদিস’ গ্রন্থের বর্ণনায়। সামান্য কিছু উদাহরণ, মুহাম্মদের ভাষায়:

লুটের মালের হিস্যায় ধনী ও দাস-দাসীর মালিক ও দাসী ভোগের সুবর্ণ সুযোগ:

৮:১ (মদিনায় রচিত দ্বিতীয় সুরা - আল-আনফাল):

"তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর-যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"

>> মুহাম্মদ ঘোষণা দিচ্ছেন, **"গণীমতের মাল হল আল্লাহ্‌র--।"** এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা (যদি থাকে) কী লুঠের মালের ভাগ নেন? সৃষ্টিকর্তা কী এতটা ক্ষুদ্র হতে পারেন?

৮:৪১ - *"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"*

>> মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের জন্য হিস্যা এক পঞ্চমাংশ (২০%), আর হামলায় অংশগ্রহণকারী মুমিনদের হিস্যা বাঁকি চার পঞ্চমাংশ! তৎকালীন আরবে অন্যান্য যুদ্ধবাজ দলপতিরা তাদের লুঠের মালের (Khumus) এক চতুর্থাংশ (২৫%) তাদের নিজেদের হিস্যায় রাখতেন। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জন্য ঐ সকল যুদ্ধবাজ দলপতিদের চেয়ে অতিরিক্ত আরও পাঁচ শতাংশ বেশী সংরক্ষিত রেখেছিলেন (পর্ব: ৩৭ ও ৫২)।

৮:৬৯ - *"সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"*

>> মুহাম্মদের শিক্ষা, **"লুঠের মাল (গনীমত) হলো পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু!'** কাফেরদের ঘর-বাড়ী-সহায়-সম্পত্তি লুট ও বউ-বাচ্চাদের দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করে নিজ কর্মে (এমন কি যৌন কর্মে) ব্যবহার অথবা বিক্রয় ও সেই বিক্রয় লব্ধ অর্থের হিস্যায় জীবিকা-বৃতি ও ধনবান হবার প্রলোভন!

৩৩:২৬ (মদিনায় রচিত চতুর্থ সুরা: সূরা আল আহযাব):
"কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।"

৩৩:২৭ – "*তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।"*

>> খন্দক যুদ্ধে চরম বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পর, মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর পরই মুহাম্মদ কীভাবে "বানু কুরাইজা" গোত্রের ওপর গণহত্যা ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি করেছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে মুহাম্মদেরই জবান বন্দি কুরআনের এই বানীগুলো (পর্ব: ৮১ ও ৯৪)।

৫৯:৬- (মদিনায় রচিত পঞ্চদশ সুরা: সূরা আল হাশর):
"আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

৫৯:৭ – "আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত

না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

৫৯:৮- "এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"

>> অর্থাৎ, ভীত-সন্ত্রস্ত কাফেররা যদি "বিনা যুদ্ধেই আত্ম-সমর্পণ করেন" তবে সেই কাফেরদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-আত্মীয়-স্বজন এবং মুহাম্মদ অনুসারী ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য; যা মুহাম্মদ ব্যয় করতেন তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে। মুহাম্মদ কীরূপে মদিনার বনি নাদির গোত্রের সমস্ত মানুষ-কে তাঁদের শত শত বছরের আবাস-ভূমি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে উচ্ছেদ করেছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তাঁরই রচিত জবান-বন্দি "কুরআন: ৫৯: ২-১৭"- এর বানীগুলো (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)!

৪৮:১৮ (মদিনায় রচিত পঁচিশতম সুরা: সূরা আল ফাতহ):
"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।"

৪৮:১৯ -"এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

৪৮:২০ - "আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্দ করে দিয়েছেন-যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

>> কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পর, প্রায় ১৩০০ ব্যর্থ মনোরথ অনুসারীদের নিয়ে মদিনায় ফিরে যাবার প্রাক্কালে, অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের এই প্রলোভন (পর্ব: ১২৩)। অতঃপর, খাইবারের ইহুদি জনপদের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অতর্কিত হামলায় লুণ্ঠিত প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও দাস-দাসী (গণিমত) হস্তগত করন! চরমতম নৃশংসতায় স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের খুন করে মুহাম্মদ সপ্তদশী সুন্দরী ইহুদি কন্যা সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব-কে তাঁর শয্যা-সঙ্গিনী করেন (পর্ব: ১৪৩)!

"মুহাম্মদের" প্রলোভন ও হুমকি:

৩:১৪২ (মদিনায় রচিত তৃতীয় সূরা: আল ইমরান):
"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"

৩:১৫৭ - *"আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।"*

৩:১৬৯ - *"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।"*

৪:৯৫ (মদিনায় রচিত ষষ্ঠ সুরা: সূরা আন নিসা):
"গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, - সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।"

>> এই সেই "৪:৯৪-বাণী", যা মুহাম্মদের "আল্লাহ" অমানবিক ও অযৌক্তিক ভাবে নাজিল করার পর, এক অন্ধ ব্যক্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তৎক্ষণাতই শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন!

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [131]

সহি বুখারি, ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১১৬:

'যায়েদ বিন থাবিত হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী তাকে লিখতে নির্দেশ করেন, "(গৃহে) উপবিষ্ট মুসলমান - এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, সমান নয়।"

যায়েদ আরও বলেন: যখন আল্লাহর নবী তাকে এই নির্দেশটি দিচ্ছিলেন তখন ইবনে আম মাকতুম সেখানে আসে ও বলে, "হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর কসম, (আল্লাহর পথে) যদি আমার যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকতো, তবে আমি তা করতাম," আর সে ছিল এক অন্ধ ব্যক্তি। তাই আল্লাহ তার নবীর ওপর নাজিল করেন, সে সময় তাঁর উরুটি ছিল আমার উরুর ওপরে, আর তাঁর উরুটি এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে আমি ভীত হয়েছিলাম এই ভেবে যে তা আমার উরুটি ভেঙ্গে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহর নবীর এই অবস্থাটি কেটে যায় ও আল্লাহ নাজিল করেন,"ব্যতিক্রম হলো তারা, যারা বিকলাঙ্গ (আঘাত জনিত কারণে অথবা অন্ধ অথবা পঙ্গু, ইত্যাদি)।"' - [অনুবাদ: লেখক]

(Narrated By Zaid bin Thabit: That the Prophet dictated to him: "Not equal are those of the believers who sit (at home) and those who strive and fight in the Cause of Allah."
Zaid added: Ibn Um Maktum came while the Prophet was dictating to me and said, "O Allah's Apostle! By Allah, if I had the power to fight (in Allah's Cause), I would," and he was a blind man. So Allah revealed to his Apostle while his thigh was on my thigh, and his thigh became so heavy that I was afraid it

might fracture my thigh. Then that state of the Prophet passed and Allah revealed: "Except those who are disabled (by injury or are blind or lame etc).")

>> নিশ্চিতরূপেই অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিরাপদ নয়। তাঁদের জন্য যুদ্ধ অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে তাঁদের-কে অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় "কম মর্যাদা সম্পন্ন" ঘোষণা করা অমানবিক ও অযৌক্তিক। সেই মুহূর্তে যদি সেখানে এই অন্ধ ব্যক্তিটির আগমন না ঘটতো, কিংবা এই ব্যক্তিটি যদি মুহাম্মদের কাছে তাঁর একান্ত যুক্তিসঙ্গত অভিযোগটি না করতেন; তবে "মুহাম্মদের আল্লাহর" এই অযৌক্তিক বানীটিই হতো কুরআনের অসংখ্য "নো সেন্স ও ননসেন্স (পর্ব: ২২)" বাণীগুলোর আর একটি উদাহরণ!

৪৯:১৫ (মদিনায় রচিত বিশতম সুরা: সূরা আল হুজরাত):
"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।"

"আল্লাহর নামে" মুহাম্মদের ধার ভিক্ষা:

৫৭:১১ (মদিনায় রচিত অষ্টম সুরা: সূরা আল হাদীদ):
"*কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।"*

৫৭:১৮ - *"নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।"*

>> "বহুগুণে বৃদ্ধির" প্রলোভনের মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জিহাদে পুঁজি খাটানোর আহ্বান জানাচ্ছেন!

৪৭:৭ (মদিনায় রচিত নবম সুরা: সূরা মুহাম্মদ):
"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।"

৬৪:১৭ (মদিনায় বাইশতম সুরা: সূরা আত-তাগাবুন):
"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।"

৬১:৪ (মদিনায় রচিত তেইশতম সুরা: সূরা আছ-ছফ)
"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর।"

৬১:১০-১১ -*"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।"*

অতঃপর "বেহেশত" ও আসন্ন বিজয়ের প্রলোভন:
৬১:১২-১৩ - *"তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।"*

>> কুরআনের অন্যত্র মুহাম্মদ "তাঁর আল্লাহর" শক্তিমত্তার ধারা বিবরণীতে দাবী করেছেন, *'তিনি (আল্লাহ) যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায় (কুরআন: ৩৬:৮২)।'* কুরআনের এই বানীটিই হলো বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত, **"কুন ফা ইয়া কুন"**। যে আল্লাহ এত ক্ষমতাবান, সেই আল্লাহই যখন মানুষের কাছে "বহুগুণ মুনাফা বৃদ্ধির (সুদ-বাণিজ্য)" প্রলোভন ও হুমকি প্রদানের মাধ্যমে ধার-ভিক্ষা করেন, তখন সহজেই বোঝা যায়, **"প্রয়োজনটি মুহাম্মদের!"** আর আল্লাহ হলো তাঁর প্রয়োজনের বাহন! যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন! (বিস্তারিত: পর্ব: ১১)!

"অবিশ্বাসীদের" বন্ধুরূপে গ্রহণ না করার কঠোর নির্দেশ:

৫৮:২২ (মদিনায় রচিত উনবিংশ সুরা: সূরা আল মুজাদালাহ):
"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"

>> মুহাম্মদ তাঁর এই ঘোষণায় জারী করেছেন, তাঁদের অনুসারীদের কেউ যেন "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ-কারীদের" সাথে বন্ধুত্ব না করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। আর ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মদিনায় রচিত তাঁর সাতাশতম সূরা (সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা) আত তাওবাহর চূড়ান্ত নির্দেশ হলো:

৯:২৩ - *"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।"*

"জিহাদের" চূড়ান্ত নির্দেশ ও অমান্যকারীদের কঠোর হুমকি:

৯:২৪ - *"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর - আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"*

প্রলোভন:

৯:৪১ - *"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"*

হুমকি:

৯:৭৩ - *"হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।"*

"নিকটবর্তী" অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কঠোরতা ও সহিংসতার নির্দেশ:

৯:১২৩ - *"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।"*

>>> মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ের প্রথমাবস্থায় অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের সহিংসতা ও কর্ম-কাণ্ডের আদেশ-নির্দেশগুলো "কিছুটা" সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর বানী ও কর্ম-কাণ্ডের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করে পরিবর্তিত হয়, "সকল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে;" তা তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদের সমালোচনা-কারী ও বিরুদ্ধবাদী হোক বা না হোক! শুধু এই অপরাধে যে, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর মতবাদে অবিশ্বাসী।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[131] সহি বুখারি: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১১৬:
(অনুরূপ হাদিস - সহি বুখারি: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ১১৭)

‘আল-বারা হইতে বর্ণিত: যখন এই বানীটি, "(গৃহে) উপবিষ্ট মুসলমান এবং ঐ মুসলমান (৪:৯৫)" নাজিল হয়, আল্লাহর নবী যায়েদ-কে ডেকে পাঠান, যিনি এটি লিপিবদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে ইবনে আম মাকতুম সেখানে আসে ও তাঁর অন্ধত্ব বিষয়ে অভিযোগ করে, তাই আল্লাহ নাজিল করে, "ব্যতিক্রম হলো তারা, যারা বিকলাঙ্গ (আঘাত জনিত কারণে অথবা অন্ধ অথবা পঙ্গু, ইত্যাদি)।"’

১৮৩: জিহাদ-সন্ত্রাস: অনুসারীদের অনীহা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত সাতান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

'কুরআন' ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত 'সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, অনুসারীদের প্রতি মুহাম্মদের সর্বশেষ চূড়ান্ত নির্দেশ এই যে: *"যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীতে 'ইসলাম' ও তাঁর সমস্ত হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয় (কুরআন: ২:১৯৩, ৮:৩৯, ৪৮:১৬) এবং অবিশ্বাসীরা মুসলমানিত্ব বরণ কিংবা অবনত মস্তকে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করতে রাজী হয় (কুরআন: ৯:৫ ও ৯:২৯), ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে!"* মুহাম্মদের এই নির্দেশ আত্ম-রক্ষার নিমিত্তে লড়াইয়ের কোন নির্দেশ নয়। এই নির্দেশ, তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে পৃথিবীর সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে **"আগ্রাসনের নির্দেশ!"**

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আল্লাহর নামে জারীকৃত মুহাম্মদের এই নির্দেশ পৃথিবীর প্রতিটি 'মুমিন মুসলমানদের' জন্য অবশ্য পালনীয় (কুরআনের নির্দেশ: 'ফরজ') বিধান। আর তা বলবত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত! মুহাম্মদের আবিষ্কৃত 'জিহাদের' এই বাধ্যতা থেকে কেবলমাত্র মুহাম্মদের সেই অনুসারীরাই রেহায় পাবেন, যারা,

মুহাম্মদের ভাষায়:

৯:৯১ (সূরা আত তাওবাহ) - *"দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"*

৯:৯২ - *"আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।"*

>> অর্থাৎ, দূর্বল, রুগ্ন ও একান্ত দরিদ্র-অসহায় কোন অনুসারী যদি তাঁদের দুরবস্থার কারণে 'ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার' এই সশস্ত্র সংগ্রামে সশরীরে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তবে তাঁরা মুহাম্মদের আরোপিত এই বাধ্যতা থেকে পরিত্রাণ পাবেন এই শর্তে যে:

"তাঁদের-কে সর্বান্তকরণে মুহাম্মদের প্রতিটি আদেশ ও নির্দেশের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে হবে।"

মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পর কীভাবে মুহাম্মদ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের সহিংসতার আদেশ জারী করেছিলেন ও তা তিনি কী পন্থায় কার্যকর করতেন, তার আলোচনা গত দু'টি পর্বে করা হয়েছে। কুরআন ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা আর যে সত্যের সন্ধান পাই তা হলো, পার্থিব গণিমত ও অনন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লীলাভূমি অপার্থিব জান্নাতের প্রলোভন (পর্ব: ১৮০), প্রত্যক্ষ মৃত্যু-হুমকি (কুরআন: ৯:৫২, ৪:৮৯) ও জাহান্নামের পরোক্ষ হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন (পর্ব:২৭) উপেক্ষা করে মুহাম্মদের বহু অনুসারীই তাঁর

এসকল অমানবিক ও অনৈতিক আগ্রাসী সন্ত্রাসী হামলায় অংশগ্রহণে ছিলেন অনিচ্ছুক। সামান্য কিছু উদাহরণ, মুহাম্মদের ভাষায়:

"তোমাদের" উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে যদিও তা তোমাদের অপছন্দ:

২:২১৬ (মদিনায় রচিত প্রথম সূরা: সূরা আল বাক্কারাহ):
"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত: আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।"

>> অর্থাৎ মুহাম্মদ ঘোষণা করছেন, "তাঁর অনুসারীদের" কাছে যুদ্ধ অপছন্দ হলেও তা তাঁদের জন্য অবশ্য কর্তব্য! কারণ "তিনিই" ভাল জানেন, কোন কাজটি তাঁর অনুসারীদের জন্য মঙ্গলময়!

মুহাম্মদের বহু অনুসারী বিভিন্ন অজুহাতে চাইতেন "জিহাদ" থেকে অব্যাহতি:

৮:৫-৭ (মদিনায় রচিত দ্বিতীয় সুরা: সুরা আল-আনফাল):
"যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে।"

>> এখনকার মতই মুহাম্মদের সময়েও তাঁর বহু অনুসারী মুহাম্মদের অনৈতিক ও আগ্রাসী "জিহাদি" আদেশ বিভিন্ন অজুহাতে অমান্য করার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে তা যদি হয় পার্থিব লাভ ক্ষতির হিসাবে ঝুঁকি-পূর্ণ!

৪: ৬৬ (মদিনায় রচিত সুরা ষষ্ঠ: সূরা আন নিসা):

"আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।"

৪:৭১-৭২ - *"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।"*

৪৮:১১ (মদিনায় রচিত পঁচিশতম সুরা: সূরা আল ফাতহ):

"মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবেঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই।"

মদিনায় সাতাশতম সূরা [সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা] - সুরা- আত তাওবাহ:

৯:৩৮-*"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।"*

৯:৪৪-৪৫ - *"আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন। নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা*

আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।"

৯:৪৯ - *"আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।"*

"এবং" যথারীতি জিহাদে অনিচ্ছুক অনুসারীদের প্রতি হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন:

মদিনায় রচিত নবম সুরা - সূরা মুহাম্মদ:

৪৭:২০ - *"যারা মুমিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে।"*

৪৭:৩১ - *"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।"*

মদিনায় রচিত সর্বশেষ নির্দেশ-যুক্ত সুরা: সুরা আত তাওবাহ:

৯:৩৯ - *("যদি (জেহাদ) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"*

শুধু কী তাই?

'কুরআনেরই' বর্ণনায় আমরা আর যে সত্যের সন্ধান পাই তা হলো, মুহাম্মদের হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে তাঁর বহু অনুসারী মুহাম্মদের করাল

গ্রাস থেকে "অবিশ্বাসীদের" বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। আর সে কারণে মুহাম্মদ তাঁর এ সকল অনুসারীদের যথারীতি "মুনাফিক" নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। অবিশ্বাসীদের-কে সাহায্যকারী এই সব অনুসারীদের উদ্দেশে "মুহাম্মদের" বিষোদগারের সাক্ষ্য ধারণ করে আছে তাঁরই জবানবন্দি 'কুরআন':

মদিনায় রচিত পঞ্চদশ সুরা - সূরা আল হাশর:

৫৯:১১ - *"আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।"*

৫৯:১২ - *"যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না।"*

কাফের ও মুনাফেকদের অন্তরে "মুহাম্মদ" যে কী পরিমাণ ত্রাসের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে মুহাম্মদের এই বানীটি:

৫৯:১৩ - *"নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।"*

মদিনায় রচিত উনবিংশ সুরা - সূরা আল মুজাদালাহ:

৫৮:১৪-১৫ - *"আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও*

দলভূক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। আল্লাহ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ।"

সংক্ষেপে:

মুহাম্মদের বহু অনুসারীই তাঁদের ওপর আরোপিত মৃত্যু হুমকি সহ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও "জিহাদের নামে" অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের অমানুষিক নৃশংস আগ্রাসী আদেশ ও নির্দেশগুলো বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে চলতেন। শুধু তাইই নয়, তাঁরা মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে অবিশ্বাসীদের বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। মুহাম্মদেরই স্বরচিত জবান-বন্দি 'কুরআন' ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত সিরাত ও হাদিস' গ্রন্থের বর্ণনায় তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শত প্রলোভন ও মৃত্যু-হুমকি উপেক্ষা করে ধর্মের নামে আরোপিত প্রবল পরাক্রমশালী **"অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে"** বিবেকবান সাধারণ মানুষরা যে মানবিকতার চর্চা করতে পারেন, তার উদাহরণ হলো ইসলামের এই ইতিহাসগুলো। আজকের পৃথিবীও তার ব্যতিক্রম নয়।

****এই পর্বটি উৎসর্গ:**

"প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ঐসব মানুষদের উদ্দেশ্যে, যারা ধর্মের যাবতীয় অমানবিক আদেশ-নির্দেশ ও অনুশাসনগুলো জানা সত্বেও তা উপেক্ষা করে জীবনের শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মানবিকতা ও মুক্ত-চিন্তার চর্চা, প্রচার ও প্রসারে ব্রতী।"

১৮৪: মুতার যুদ্ধ-১: কে ছিল আক্রমণকারী?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ – একশত আটান্ন

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ওহুদ যুদ্ধের চরম পরাজয়, আল-রাজী ও বীর মাউনায় অনুসারীদের হত্যা, খন্দক যুদ্ধের চরম বিপর্যয় ও হুদাইবিয়াই অবমাননাকর সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরের পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সংঘাতময় ঘটনাবহুল নবী জীবনের পরবর্তী বিপর্যস্ত ও বিষাদময় ঘটনাটি হলো 'মুতা হামলা।' হিজরি ৬ সালের জিলকদ মাসে হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে হিজরি ৮ সালের জুমাদিউল আওয়াল মাসে 'মুতা হামলার' পূর্ব পর্যন্ত, হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি পরবর্তী সতেরো মাস সময়ে, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিশ্বাসী জনপদের ওপর একের পর এক কমপক্ষে চৌদ্দটি সশস্ত্র হামলা সংঘটিত করেন। আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই প্রত্যেকটি হামলায় আক্রমণকারী ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)! প্রথম তিনটির নেতৃত্বে ছিলেন নবী মুহাম্মদ স্বয়ং। পরবর্তী এগারোটি হামলার কোনটিতেই মুহাম্মদ নিজে অংশগ্রহণ করেন নাই; তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে এই হামলাগুলো কার্যকর করেছিলেন তাঁর অনুসারীরা। আক্রান্ত অবিশ্বাসী জনপদ-বাসী করেছিলেন তাঁদের জান-মাল রক্ষার চেষ্টা। এ বিষয়ের আলোচনা 'আল ফাতহ বনাম আঠারটি হামলা (পর্ব-১২৪)' পর্বে করা হয়েছে। 'মুতা হামলার' বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে মুহাম্মদের এই সব আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের আর একবার আলোকপাত করা যাক; অতি সংক্ষেপে:

হিজরি ৭ সাল:

১) খায়বার হামলা - হামলাকারী নবী মুহাম্মদ স্বয়ং:

>> হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তি (মার্চ-এপ্রিল, ৬২৮ সাল) শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার মাত্র দেড়-মাস পর, হিজরি ৭ সালের মহরম মাসে (মে-জুন, ৬২৮ সাল) মুহাম্মদ মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দূরবর্তী খায়বার নামক স্থানের ইহুদি জনপদের ওপর অতর্কিত আগ্রাসী আক্রমণ চালান। অমানুষিক নৃশংসতায় তিনি তাঁদের পরাস্ত করেন ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের যৌনদাসী-রূপে ভাগাভাগি করে নেন। এক পঞ্চমাংশ তাঁর নিজের, বাঁকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের (কুরআন: ৮:৪১)।

২) 'ফাদাক' আগ্রাসন - হুমকিদাতা নবী মুহাম্মদ স্বয়ং:

>> খায়বার হামলা শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন-কালে মুহাম্মদ খায়বারের নিকটবর্তী ফাদাক নামক স্থানের ইহুদি জনপদের মানুষদের হুমকি প্রদান করেন, এই বলে, "যদি না তাঁরা" তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নেয়, কিংবা তাঁকে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা দিতে রাজী হয়; তবে তাঁদের ওপরও 'খায়বারের অনুরূপ' নৃশংস হামলা সংঘটিত করা হবে।" ভীত সন্ত্রস্ত ফাদাক-বাসী তাঁদের নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তার মূল্য বাবদ মুহাম্মদের চাহিদা মোতাবেক তাঁকে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা দিতে রাজী হোন। 'আল্লাহর' নামে মুহাম্মদ দাবী, তিনি যেহেতু তাঁদের এই সমস্ত সম্পদ কোনরূপ হামলা ছাড়াই হস্তগত করেছিলেন, তাই এই সম্পত্তির মালিক শুধুই তাঁর ও তাঁর আল্লাহর! আর যেহেতু আল্লাহ-কে লুটের মালের (গণিমত) ভাগ পৌঁছে দেয়া কখনোই সম্ভব নয়, অর্জিত সমস্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক "শুধুই মুহাম্মদ!" এই 'গণিমত' উপার্জনের অর্থে চলতো নবী মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের জীবিকা ও ভরণ পোষণ। আর তিনি তা আরও ব্যয় করতেন অভাবগ্রস্ত

আদি মক্কাবাসী অনুসারী (মুহাজির), ইয়াতীম ও মুসাফির অনুসারীদের কল্যাণে (কুরআন: ৫৯:৬-৭)। তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে।

৩) ওয়াদি আল-কুরা হামলা - হামলাকারী নবী মুহাম্মদ স্বয়ং:

>> খায়বার ও ফাদাক আগ্রাসন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন-কালে পথিমধ্যে ওয়াদি আল-কুরা হামলা শেষে মুহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিজরি ৭ সালের সফর মাসে (জুন-জুলাই, ৬২৮ সাল)।

৪) তুরাবা হামলা - হামলাকারী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ:

>> নেতৃত্বে উমর ইবনে খাত্তাব।

৫) নাজাদ আক্রমণ - আক্রমণকারী নবী মুহাম্মদ:

>> শাবান মাস (ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ৬২৮ সাল), নেতৃত্বে আবু বকর ইবনে কুহাফা।

৬) বানু মুরাহ আক্রমণ - আক্রমণকারী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ:

>> শাবান মাস, নেতৃত্বে বশির বিন সা'দ।

৭) বানু আল-মুরাহ আক্রমণ - আক্রমণকারী মুহাম্মদ:

>> নেতৃত্বে গালিব বিন আবদুল্লাহ।

৮) আল-মেফায় আবদ বিন থালাবা গোত্র আক্রমণ - আক্রমণকারী নবী মুহাম্মদ:

>> রমজান মাস (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ৬২৯ সাল), নেতৃত্বে গালিব বিন আবদুল্লাহ।

৯) য়ুমুন ও আল-জিনাব আক্রমণ - আক্রমণকারী নবী মুহাম্মদ:

>> শওয়াল মাস, নেতৃত্বে বশির বিন সা'দ।

অতঃপর, হিজরি ৭ সালের জিলকদ মাস। মুহাম্মদ তাঁর সাথে ঠিক এক বছর আগে হুদাইবিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল জীবিত অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে 'ওমরাহ'

পালনের নিমিত্তে মক্কায় গমন করেন। আর তিনি তা সমাধা করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন জিলহজ মাসে (পর্ব: ১৭৪)। অতঃপর ঐ মাসেই,

১০) বানু সুলায়েম হামলা - আক্রমণকারী নবী মুহাম্মদ:

>> জিলহজ মাস, নেতৃত্বে ইবনে আবি আল-আওজা আল-সুলামি।

হিজরি ৮ সাল:

১১) আল-কাদিদে বানু মুলায়িহ গোত্রের ওপর হামলা - হামলাকারী মুহাম্মদ:

>> সফর মাস (মে-জুন, ৬২৯ সাল), নেতৃত্বে গালিব বিন আবদুল্লাহ আল কালবি (পর্ব- ১৭৫)।

১২) আল মুনধির বিন সাওয়া আল-আবদি গোত্র হামলা - হামলাকারী নবী মুহাম্মদ:

>> নেতৃত্বে আল-আলা বিন আল-হাদরামি।

১৩) বানু আমির গোত্র হামলা - হামলাকারী নবী মুহাম্মদ:

>> রবিউল আওয়াল মাস (জুন-জুলাই, ৬২৯ সাল), নেতৃত্বে শুজা বিন ওয়াহাব।

১৪) ধাত আতলাহ আক্রমণ - আক্রমণকারী নবী মুহাম্মদ:

>> নেতৃত্বে কাব বিন উমায়ের আল-গিফারি।

অতঃপর, মুতা হামলা: কে ছিল আক্রমণকারী?

হিজরি ৭ সালের জিলহজ মাসে 'ওমরাহ' পালন শেষে মদিনায় ফিরে আসার চার মাস পর, হিজরি ৮ সালের জমাদিউল আউয়াল মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ৬২৯ সাল) মুহাম্মদ সিরিয়ার উদ্দেশ এক আক্রমণকারী দল প্রেরণ করেন। দলটি মুতা নামক স্থানে চরম বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়। ইসলামের ইতিহাসে যা 'মুতার যুদ্ধ' নামে অবিহিত। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২

খৃষ্টাব্দ), মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিক তাঁদের নিজ নিজ 'সিরাত গ্রন্থে' বিভিন্নভাবে এই ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় [কবিতা পঙক্তি পরিহার] ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [132]
(আল-ওয়াকিদি, ইবনে সা'দ ও আল-তাবারীর বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ): [133] [134] [135] [136]

'তিনি জিলহজ মাসের অবশিষ্ট সময় এবং মহরম, সফর ও রবির দুই মাস [রবিউল আওয়াল ও রবিউস সানি] সেখানে অবস্থান করেন। সেই সময়টিতে মুশরিকরা ছিল তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। জুমাদিউল আওয়াল মাসে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সেনাদল প্রেরণ করেন, যা মুতা নামক স্থানে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। [137]

উরওয়া বিন আল-যুবায়েরের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের বলেছেন: আল্লাহর নাবী হিজরি ৮ সালের জুমাদিউল আওয়াল মাসে মুতায় যুদ্ধ-অভিযান প্রেরণ করেন; নেতৃত্বে যায়েদ বিন হারিথা, যদি যায়েদ বিন হারিথা নিহত হয় তবে নেতৃত্বে থাকবে জাফর বিন আবু তালিব, আর সে যদি নিহত হয় তবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। এই অভিযানে যোগদানকারী অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ৩০০০, তারা যাত্রার প্রস্তুতি নেয়।

তারা রওনা হওয়ার প্রাক্কালে লোকেরা আল্লাহর নবীর নিযুক্ত সেনাপ্রধানদের বিদায় জানায় ও তাদের স্যালুট করে। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা তাঁর বিদায়ের সময়টিতে কেঁদে ফেলে। লোকেরা যখন তার কারণ জানতে চায়, তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, এটি এই জন্য নয় যে আমি এই দুনিয়াকে ভালবাসি, কিংবা তোমাদের প্রতি আমি

অতিশয় অনুরক্ত। এটি এই কারণে যে আমি আল্লাহর নবীকে আল্লাহর গ্রন্থ থেকে জাহান্নাম বিষয়ে এমন একটি আয়াত পাঠ করতে শুনেছি, যেখানে তিনি উদ্ধৃত করেছেন:

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা [কুরআন: ১৯:৭১]।"

আমি জানি না, সেখানে প্রবেশ করার পর আমি কীভাবে সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবো।'

মুসলিমরা বলে, 'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছে, সে তোমাদের রক্ষা করবে ও নিরাপদ ও অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।' -- অতঃপর লোকেরা যাত্রা শুরু করে, আল্লাহর নবী তাদের সঙ্গে ছিলেন; তাদের বিদায় জানানোর পর তিনি ফিরে আসেন।

তারা তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে ও সিরিয়ার মা'আন (Ma'an) নামক স্থানে এসে শুনতে পায় যে হিরাক্লিয়াস ১০০,০০০ গ্রীক সৈন্যসহ আল-বালগার ('al-Balga/Balqa') মা'ব নামক স্থানে এসে পৌঁছেছে এবং ইরাশার বালি নামক স্থানের মালিক বিন যাফিলা নামের এক লোকের নেতৃত্বে তার সাথে যোগদান করেছে লাখম, জুধাম, আল-গায়ান ও বাহরার (আল-তাবারী: 'গোত্রের') ১০০,০০০ লোক।

যখন মুসলমানরা এই খবর শুনতে পায়, এমত পরিস্থিতিতে তাদের কী করা উচিত এই চিন্তায় তারা মাআনে দুই রাত্রি অবস্থান করে। তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে তারা আল্লাহর নবীর কাছে শত্রুর সংখ্যার খবর জানিয়ে চিঠি দেবে; যদি তিনি তাদের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান তবে তো ভালোই, নতুবা তারা তাঁর হুকুমের জন্য অপেক্ষা করবে।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা লোকদের উৎসাহ প্রদান করে, এই বলে: "তোমারা অপছন্দ করো সেই বিষয়টি যার সন্ধানে তোমরা এসেছ, অর্থাৎ 'শহীদ হওয়া'। শত্রুদের সঙ্গে আমারা যে লড়াই করছি তা কোন সংখ্যা বা শক্তি বা সংখ্যাধিক্যের মাপকাঠিতে নয়, বরং আমরা তাদের মোকাবিলা করছি (তাবারী: 'যুদ্ধ করছি') আমাদের এই ধর্মের জন্য, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছে। সুতরাং এগিয়ে চলো! উভয় সম্ভাবনায় আমাদের জন্য উত্তম: বিজয়ী হওয়া, কিংবা শহীদ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা।" লোকেরা বলে, "আল্লাহর কসম, ইবনে রাওয়াহা ঠিকই বলেছে।" অতঃপর তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়। ----

লোকেরা সম্মুখে অগ্রসর হয় ও যখন তারা বালগার সীমান্ত এলাকায় এসে পৌঁছে, হিরাক্লিয়াসের গ্রীক ও আরব সৈন্যরা মাশারিফ (Masharif) নামের এক গ্রামে তাদের সম্মুখীন হয়। যখন শত্রুরা নিকটবর্তী হয়, মুসলমানরা পিছু হটে মুতা নামের এক গ্রামে সরে আসে। সেখানে সৈন্যদল একে অপরের সম্মুখীন হয় ও মুসলমানরা অবস্থান নেই এই ভাবে যে, তাদের ডান পাশের নেতৃত্বে থাকে বানু উধরা গোত্রের কুতবাহ বিন কাতাদা ও বাম পাশের নেতৃত্বে থাকে উবায়া বিন মালিক নামের এক আনসার।'

আল-ওয়াকিদির (ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দ) অতিরিক্ত বর্ণনা:

‘আল-ওয়াকিদি আমাদের বর্ণনা করেছেন, এই বলে: উমর বিন আল-হাকামের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাবিয়া বিন উসমান আমাকে যা বলেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন:

'আল্লাহর নবী বানু লিহিব গোত্রের আল-হারিথ বিন উমায়ের আল-আযদি নামের এক লোক-কে এক ডকুমেন্ট সহকারে বুসরার [সিরিয়া] শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। যখন তিনি মুতা নামক স্থানে এসে পৌঁছান, শুরাহবিল বিন আমর আল-

ঘাসানি (Shurahbīl b. ʻAmr al-Ghassānī) নামের এক লোক তার মুখোমুখি হয় ও বলে,

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"
তিনি জবাবে বলেন, "আল-শাম [সিরিয়া-প্যালেস্টাইন অঞ্চল]।"
সে বলে, "তুমি সম্ভবত: আল্লাহর নবীর পত্রবাহকদের একজন।"
তিনি বলেন, "হ্যাঁ। আমি আল্লাহর নবীর একজন পত্রবাহক।"

অতঃপর, শুরাহবিল হুকুম জারী করেন যে তাকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় ও হত্যা করা হয়। শুধু তাকেই হত্যা করা হয়েছিল, আল্লাহর নবীর ব্যাপারে। । খবর-টি আল্লাহর নবীর কাছে এসে পৌঁছে, ও তা তাঁকে ভীষণ আবেগ-আপ্লুত করে। তিনি তাঁর লোকদের ডেকে পাঠান ও তাদেরকে আল-হারিথের খুনের খবর ও কে তাকে হত্যা করেছে তা অবহিত করান। লোকেরা দ্রুত সমবেত হয় বের হয়ে এসে আল-জুরফ নাম স্থানে শিবির স্থাপন করে। আল্লাহ নবী তাদেরকে বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। -----'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারী এই হামলার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। অন্যদিকে আল-ওয়াকিদি এই হামলার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে শুরাহবিল বিন আমর আল-ঘাসানি নামের এক লোক কর্তৃক মুহাম্মদের এক পত্র-বাহককে হত্যার উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। আর তার ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তাঁর 'কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির' গ্রন্থে 'মুতা হামলা' উপাখ্যানের চার পৃষ্ঠার বর্ণনায় এই হত্যা-ঘটনাটির "উল্লেখ করেছেন" লাইন ছয়-সাত, ঘটনার কোনরূপ বর্ণনা ছাড়াই।

আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট তা হলো, শুরাহবিল বিন আমর আল-ঘাসানি নামের এই লোকটি কিংবা তার দলবল পূর্বপরিকল্পিত-ভাবে মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোন অনুসারীকে আক্রমণ করেন নাই। তিনি মুহাম্মদের এই পত্র-বাহককে আক্রমণ করেছিলেন পথিমধ্যে, লোকটি যে মুহাম্মদের পত্র-বাহক এই তথ্যটি জানার পর। সুতরাং, নিঃসন্দেহে এই ঘটনাটি দিগ্বিদিকে বহু মাস ও বছরব্যাপী মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে একজন মানুষের তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া; মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোন গোত্র-নেতা বা শাসকের পরিকল্পিত আগ্রাসী-আক্রমণের কোন উদাহরণ নয়। সে কারণেই, আল-ওয়াকিদির এই উপাখ্যান যদি শতভাগ সত্যও হয়, আর মুহাম্মদ যদি এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর পত্রবাহক হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায়, সেই জনপদের সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে তিন-হাজার সশস্ত্র অনুসারীর এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন, তবে তা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের চরম অসহিষ্ণুতা ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিচয়ই বহন করে; বিপরীতটি নয়।

প্রাচীন আরবে 'আল-বালগা (Al-Balga)' এলাকাটি ছিল আধুনিক জর্ডানের বেশীর ভাগ অংশ। মোটামুটিভাবে, উত্তরে ওয়াদি আল-যারকা (Wadi al-Zarqa' or Jabbok) থেকে দক্ষিণে ওয়াদি আল-মুজিব অথবা আরনোন (Wadi al-Mujib or Arnon) পর্যন্ত বিস্তৃত মালভূমি অঞ্চল। বাইজানটাইন শাসন আমলে, আরনোন ছিল আরব ও প্যালেস্টাইন অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকা।' [138]

আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো: বাইজেনটাইন সম্রাট কিংবা তার সৈন্যরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কখনোই আক্রমণ করতে আসেন নাই। মুহাম্মদের আদেশে তাঁর তিন হাজার সশস্ত্র অনুসারী সুদূর মদিনা থেকে ৬০০ মাইলেরও অধিক পথ পাড়ি দিয়ে জর্ডানের 'আল বালগা' এলাকায় এসেছিলেন আগ্রাসী আক্রমণের নিমিত্তে। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় আত্মরক্ষার নিমিত্তে

বাইজেনটাইন সম্রাটের গ্রীক সৈন্যরা ও ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন আরব গোত্রের লোকরা সম্মিলিতভাবে 'মাশারিফ' নামক স্থানে তাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়। তাদের সেই প্রতিরোধের মুখে মুহাম্মদ অনুসারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয় ও মুতা নামক স্থানে এসে যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর শুরু হয় যুদ্ধ।

"অর্থাৎ, অন্যান্য সকল হামলাগুলোর মতই 'মুতা যুদ্ধেও' আগ্রাসী আক্রমণকারী দলটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা; অবিশ্বাসীরা ছিলেন তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।"

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি।

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq:

'He remained there for the rest of Dhu'l-Hijja, while the polytheists supervised the pilgrimage, and throughout al-Muharraman and Safar and the two Rabi's. In Jumada'l-Ula he sent to Syria his force which met with disaster in Mu'ta.

Muhammad b. Ja'far b.al-Zubayr from 'Urwa b.al-Zubayr said: the apostle sent his expedition to Mu'ta in Jumada'l-Ula in the year 8 and put Zayd b. Haritha in Command; if Zayd were slain then Ja'far b.Abu Talib was to take command, and if he were killed then, 'Abdullah b.Rawaha. The expedition got ready to the number of 3000 and prepared to start. When they were about to set off they bade farewell to the apostle's chiefs and saluted them. When 'Abdullah b. Rawaha took his leave of the chiefs he wept and when they asked him the reason he said, 'By God, it is not that I love the world and am inordinately attached to you, but I heard the apostle read a verse from God's book in which

he mentioned hell: "There is not one of you but shall come to it; that is a determined decree of your Lord," and I do not know how I can return after I have been to it.' The Muslims said, 'God be with you and protect you and bring you back to us safe and sound.' ---- Then the people marched forth, the apostle accompanying them until he said farewell and returned. --

They went on their way as far as Ma'an in Syria where they heard that Heraclius had come down to Ma'ab in the Balqa' with 100,000 Greeks joined by 100,000 men from Lakhm and Judham and al-qayn and Bahra and Bali commanded by a man of Bali of Irasha called Malik b. Zafila. When the Muslims heard this they spent two nights at Ma'an pondering what to do. They were in favour writing to the apostle to tell him of the enemy's numbers; if he sent reinforcements well and good, otherwise they would await his orders. 'Abdullah b. Rawaha encouraged the men saying, 'Men, what you dislike is that which you have come out in search of, viz. martyrdom. We are not fighting the enemy with numbers, or strength or multitude, but we are confronting (T. fighting) them this religion with which God has honoured us. So come on! Both prospects are fine: victory or martyrdom.' The men said, 'By God, Ibn Rawaha is right.' ----- The people went forward until when they were on the borders of the Balqa' the Greek and Arab forces of Heraclius met them in a village called Masharif. When the enemy approached, the Muslims withdrew to a village called Mu'ta. There the forces met and the Muslims made their dispositions, putting over the right wing Qutbah Quatada of the B.' Udhra, and over the left wing an Ansari called 'Ubaya b. Malik.'

Al-waqidi added:

'Al-Wāqidī related to us saying: Rabīa b. ʿUthmān related to me from ʿUmar b. al-Hakam, who said: The Messenger of God sent al-Ḥārith b. ʿUmayr al-Azdī, one of the Banū Lihb, to the king of Buṣrā with a document. When he came down to Mu'ta, Shurahbīl b. ʿAmr al-Ghassānī confronted him and said, "Where are

you going?" He replied, "Al-Shām." He said, "Perhaps you are one of the messengers from the Messenger of God?" He said, "Yes. I am a messenger from the Messenger of God." Then, Shuraḥbīl commanded that he be tied with rope, and executed him. Only he was killed for the Messenger of God. [Page 756] The news reached the Messenger of God and affected him badly. He summoned the people and informed them of the death of al-Ḥārith and of who killed him. The people hastened and went out and camped at al-Jurf. The Messenger of God did not clarify the affair. ----'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[132] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৩১- ৫৩৪

[133] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৫২- ১৫৬

[134] অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৫৫- ৭৬০; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭২- ৩৭৪

[135] অনুরূপ বর্ণনা - মুহাম্মদ ইবনে সা'দ: ইংরেজী অনুবাদ ভলুউম-২, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬২

[136] Ibid আল-তাবারী: নোট-৬৪১:

'মুতা ছিল একটি গ্রাম, যার অবস্থান ছিল আল-বালগা নামে পরিচিত এলাকায়। জর্ডানের আধুনিক মুতা শহরটি কারক নামের স্থানটি থেকে থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে ও মৃত সাগরের (the Dead Sea) দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ২০ কিলোমিটার পূর্বে।'

[137] Ibid আল-তাবারী: নোট-৬৪৩:

'তিনি মোটামুটিভাবে ৬২৯ সালের ২৯শে জুন থেকে ২৬শে অগাস্ট পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন ও মুতা অভিযান সংঘটিত করেন ঐ মাসে যার শুরু হয়েছিল ২৭শে অগাস্ট, ৬২৯ সাল।'

[138] Ibid আল-তাবারী: নোট ৬৫৮

১৮৫: মুতার যুদ্ধ-২: জাফর বিন আবু-তালিব খুন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত উনষাট

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

প্রাণী জগতে সম্ভবত: মানুষই হলো একমাত্র জীব, যারা তাঁদের কল্পিত ঈশ্বরের অজুহাত উত্থাপন করে কিংবা না করে দাবী করেন, "তাঁরাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব (আশরাফুল মখলুকাত)!" এই দাবীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে: যারা এই দাবীর দাবীদার, তারাই বিচারক-আলোচক ও সমালোচক। প্রতিপক্ষ অন্য কোন প্রজাতির আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই এখানে নেই! এই দাবীটি মূলত: ধর্মাবতার ও তাঁদের রচিত ধর্মশাস্ত্রের; বিজ্ঞানের নয় (Evidenced based knowledge)। স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও এই চিন্তাধারার ব্যতিক্রম ছিলেন না (কুরআন: ১৭:৭০)। এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে আর যে দাবীটি করেছেন, তা হলো: মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের শতভাগই "তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল!" আর যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়, তা হলো: "মুহাম্মদ-কে" অবশ্য অবশ্যই নবী হিসাবে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে তাঁর শিক্ষা আদেশ ও নির্দেশ পালন করতে হবে! অন্যথায়, 'আল্লাহর' নামে তাঁর দাবী:

"অবিশ্বাসীরা হলো সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব, সৃষ্টির অধম ও অপবিত্র (কুরআন: ৮:৫৫, ৯৮:৬, ৯:২৮)!"

নিজ শ্রেষ্ঠত্বের এই উদগ্র বাসনায় মুহাম্মদ তাঁর প্রতিপক্ষ মানুষদের বিরুদ্ধে কীরূপ আগ্রাসী অমানুষিক নৃশংস সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার আলোচনা গত একশত আটান্ন-টি পর্বে করা হয়েছে। তাঁর এই সহিংস যাত্রার সর্বপ্রথম বলী ছিলেন তিনি নিজে; অতঃপর, তাঁর পরিবার-সদস্যরা; অতঃপর তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায় ও অতঃপর বিশ্বের সমগ্র অমুসলিম মানব সমাজ (পর্ব: ১৫৮)। সহিংস এই যাত্রায় তিনি সর্বপ্রথম যে **'স্বজন-হারানোর বেদনা'** উপলব্ধি করেছিলেন, তা ছিল তাঁর সমবয়সী চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের অমানুষিক হত্যার সময়টিতে (পর্ব: ৬৩-৬৭)। ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে (মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল)।

অতঃপর, তিনি আবারও স্বজন-হারানোর কষ্টে শোকার্ত হয়েছিলেন মুতা যুদ্ধের প্রাক্কালে। এই যুদ্ধে তাঁর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব-কে অমানুষিক নৃশংসতায় কী ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা [কবিতা পঙক্তি পরিহার]: [139] (আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ): [140] [141]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৮৪) পর:

'যখন যুদ্ধ শুরু হয়, যায়েদ বিন হারিথা আল্লাহর নবীর প্রদত্ত ব্যানারটি [আল-ওয়াকিদি: 'সাদা রং'] হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে, যতক্ষণে না সে শত্রুর বর্শার আঘাতে রক্তক্ষরণ-জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর, জাফর তা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে। যখন সে যুদ্ধে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়, সে তার পিঙ্গল বর্ণের ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসে, ঘোড়াটির পিছনের পায়ের হাঁটুর শিরা বা পেশী-তন্তু কেটে (Hamstring) তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয় ও নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে শত্রুর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইসলামের ইতিহাসে জাফরই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার পিছনের পায়ের হাঁটুর পেশী-তন্তু কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল।

ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের তার পিতার **[আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের]** কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, তিনি তাকে বলেছেন:

'আমার পালক পিতা ছিলেন বানু মুররা বিন আউফ গোত্রের ও তিনি মুতা হামলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমার সেই সময়ের কথা মনে আছে, যখন জাফর তার পিঙ্গল বর্ণের ঘোড়া থেকে নেমে আসে ও ঘোড়াটির পিছনের পায়ের হাঁটুর শিরা কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করে, অতঃপর সে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে।"

এই একই সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ইয়াহিয়া বিন আববাদ আমাকে বলেছে:
'জাফর খুন হওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ব্যানারটি হাতে নেয় ও তা নিয়ে সে তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সমানে অগ্রসর হয়। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সে তার মনের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে, কারণে এগিয়ে যেতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। ---

অতঃপর সে তার ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে আসে। তার এক কাজিন (cousin) তার কাছে এক টুকরা হাড্ডিসহ মাংস এনে বলে, "তোমাদের কঠিন সময়ে এই ধরনের বহু যুদ্ধে তুমি অংশ গ্রহণ করেছিলে, এটা খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করো।" সে তা হাতে নেয় ও তার সামান্য কিছু ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন সে তার সেনাদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার আওয়াজ শুনতে পায়, তখন সে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বলে, "এখনো তুমি জীবিত আছ?" সে তার তরবারি পাকড়ে ধরে ও নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে।

অতঃপর, থাবিত বিন আকরাম ব্যানারটি তুলে ধরে। সে ছিল বানু আল-আজলান গোত্রের এক ভাই। সে মুসলমানদের ডেকে বলে যে তারা যেন একজন লোকের

নেতৃত্বে সমবেত হয়। যখন তারা তার নেতৃত্বে সমবেত হতে চায়, তখন সে ইতস্তত করে ও তারা খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে সমবেত হয়। ব্যানারটি হাতে নেওয়ার পর সে শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাকা ও যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অতঃপর সে পশ্চাদপসরণ করে ও শত্রুরা তার কাছ থেকে দূরে থাকে যতক্ষণে না সে তার লোকজনদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।'---

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর <উম্মে ইসা আল-খুযাইয়া হইতে <উম্মে জাফর বিনতে মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আবু তালিব হইতে <তার মাতামহ **আসমা বিনতে উমাইয়া** হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:

'যখন জাফর ও তার সঙ্গীদের হত্যা করা হয়, আল্লাহর নবী আমার কাছে আসেন। আমি তখন চল্লিশটি চামড়া পাকা করা, ময়দা মেখে রুটির-তাল তৈরি করা, ধোয়া-মোছা করা ও আমার সন্তানদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও তেল মালিশ করা সমাধা করছিলাম। তিনি আমাকে জাফরের পুত্রদের তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। যখন আমি তা করি, তিনি তাদের গা শুঁকে আদর করেন। তাঁর চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে উঠে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি জাফর ও তার সঙ্গীদের সম্মন্ধে কোন খারাপ খবর শুনেছেন কি না। তিনি বলেন যে তিনি তা শুনেছেন ও তাদের-কে ঐ দিনে হত্যা করা হয়েছে। আমি উঠে দাঁড়ায় ও চিৎকার করে কাঁদা শুরু করি ও মহিলারা আমার কাছে এসে সমবেত হয়। আল্লাহর নবী তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সময় বলেন, "তোমরা জাফরের পরিবারের প্রতি এমন অমনোযোগী হয়ো না যে তাদের-কে খাদ্য সরবরাহ না করা হয়, কারণ তাদের মাথায় ওপর যে বিপর্যয় এসে পড়েছে তাতে তারা আচ্ছন্ন।" [142]

আবদুল-রহমান বিন আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ < তার পিতা হইতে <আল্লাহর নবীর স্ত্রী **আয়েশা হইতে** প্রাপ্ত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেছে, তিনি বলেছেন:

'যখন জাফর হত্যার খবর এসে পৌঁছে, আমরা আল্লাহর নবীর মুখমণ্ডলে শোকের ছায়া দেখতে পাই। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে যায় ও বলে, "মহিলারা আমাদের ঝামেলা করে ও আমাদের বিরক্ত করে।" তিনি তাকে ফিরে যেতে বলেন ও তাদের-কে শান্ত করতে বলেন। সে চলে যায়, কিন্তু আবার ফিরে এসে একই কথা বলে। আয়েশা এখানে মন্তব্য করেছেন, "'অনধিকারচর্চা প্রায়শই অনধিকারচর্চা-কারীর ক্ষতি করে।" আল্লাহর নবী বলেন, "যাও, তাদের শান্ত থাকতে বলো। আর যদি তারা তা অগ্রাহ্য করে তবে তাদের মুখে ছাই নিক্ষেপ করো।" আয়েশা আরও বলেছেন, "আমি নিজেকে বলি, তোমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক এই কারণে যে তুমি না পেরেছ নিজেকে অবজ্ঞা-পূর্ণ আচরণ থেকে বাঁচাতে, না পেরেছ ঐ কাজটি করতে যা আল্লাহর নবী তোমাকে করতে বলেছে। আমি জানি যে সে তাদের মুখে ছাই নিক্ষেপ করতে পারে নাই।"

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা:

'--অতঃপর, জাফর ব্যানারটি হাতে নেয়। সে তার লাল রঙের ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে আসে, তার পিছনের পায়ের হাঁটুর মাংসপেশি কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে।

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে, তিনি বলেছেন: 'রুম (Rūm) থেকে আগত এক ব্যক্তির আঘাতে তার শরীর দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তার শরীরের অর্ধেক গিয়ে পড়ে আঙ্গুর লতার ওপর, যাতে পাওয়া যায় প্রায় ত্রিশ-টি আঘাতের চিহ্ন।'

আবু মা'শার <নাফিয়া হইতে <ইবনে উমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে, তিনি বলেছেন: 'জাফরের শরীরের দুই ঘাড়ের মাঝখানে ছিল বাহাত্তর-টি ক্ষতচিহ্ন, যেখানে তাকে হয় তরবারির দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, অথবা করা হয়েছিল বর্শা-বিদ্ধ।'

ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবি কাতাদা <আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন সালিহ হইতে <আছিম বিন উমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছে, তিনি বলেছেন: 'জাফরের শরীরে ছিল ষাট-টির ও বেশী কাটার-চিহ্ন, আরও ছিল তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত-চিহ্ন যা তাকে বিদ্ধ করেছিল।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> মুহাম্মদের ইবনে ইশাক ও তাঁর উদ্ধৃতি সাপেক্ষে আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় বলা হয়েছে, *"ইসলামের ইতিহাসে জাফরই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার পিছনের পায়ের হাঁটুর পেশী-তন্তু কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল।"* অন্যদিকে, ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, মুতা যুদ্ধের আড়াই বছর আগে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ৬২৭ সাল), ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটি এই পদ্ধতিতে তাঁর ঘোড়াটিকে বিকলাঙ্গ করে আমৃত্যু যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি ছিলেন "একজন অবিশ্বাসী।" সেই ব্যক্তিটি ছিলেন বানু আমির বিন লুয়াভির গোত্রের আমর বিন আবদু উদ্দ বিন আবু কায়েস (Amr b. 'Abdu Wudd b. Abu Qays)। তিনি ছিলেন এই জাফর ইবনে আবু তালিব ও আলী ইবনে আবু তালিবের পিতার বন্ধু; যিনি খন্দক যুদ্ধে আলীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে আলীকে রক্তাক্ত অথবা হত্যা করতে রাজী ছিলেন না। অন্যদিকে, আলী ইবনে আবু তালিব তাঁকে হত্যা করার জন্য ছিলেন উদগ্রীব, যদি না তিনি মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হোন (বিস্তারিত: পর্ব -৮২)।

সওয়ারী তার ঘোড়াটি-কে এই ভাবে বিকলাঙ্গ করে দেয় তখনই, যখন সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সে পালানোর কোন চেষ্টা না করে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াই করবে। [143]

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয়

চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি।

The narratives of Muhammad Ibn Ishaq:

‘When fighting began Zyad b.Haritha fought holding the apostle's standard, until he **died** from loss of blood among the spears of the enemy. Then Ja'far took it and fought with it until when the battle hemmed him in he jumped off his roan and hamstrung her and fought till he was killed. Ja'far was the first man in Islam to hamstring his horse.

Yahya b.Abbad b.'Abdullah b.al-Zubayr from his father who said, 'My foster-father, who was of the B. Murra b.'Auf, and was in the Mu'ta raid said,"I seem to see Ja'far when he got off his sorrel and hamstrung her and then fought until he was killed--. Yahya b.'Abbad on the same authority told me that when Ja'far was killed 'Abdullah b. Rawaha took the standard and advanced with it riding his horse. He had to put pressure on himself as he felt reluctant to go forward. ---- Then he dismounted and a cousin of his came up with a meat bone, saying, 'Strengthen yourself with this, for you have met in these battles of yours difficult days.' He took it and ate a little. Then he heard the sounds of confusion in the force and threw it away, saying, 'And you are still living?' He seized his sword and died fighting. Then **Thabit b. aqram** took the standard. He was brother of B. al-Ajlan. He called on the Muslims to rally round one man, and when they wanted to rally to him he demurred and they rallied to Khalid b. al-Walid. When he took the standard he tried to keep the enemy off and to avoid an engagement. Then he retreated and the enemy turned aside from him until he got away with the men.’ -----

'Abdullah b.Abu Bakr from Umm 'Isa al-Khuzaiya from Umm Ja'far d.Muhammad b. Ja'far b.Abu Talib from her grandmother Asma d.'Umays said: When Ja'far and his companions were killed, the apostle came in to me when I had just tanned forty skins and kneaded my dough and washed and oiled and cleaned my children. He asked me to bring him Ja'far's sons and when I did so he smelt them and his eyes filled with tears. I asked him whether he had heard bad news about Ja'far and his companions, and he said that he had and that they had been killed that day. I got up and cried aloud and the women gathered to me. The apostle went out to his family saying, 'Do not neglect Ja'far's family so as not to provide them with food, for they are occupied with the disaster that has happened to their head.' (A reference to the practice of sending cooked food to a bereaved family to provide a meal for the mourners and their visitors.)

'Abdu'l-Rahman b.al-Qasim b. Muhammad told me from his father from 'A'isha the prophet's wife who said; When news of Ja'far's death came we saw sorrow on the apostle's face. A man went to him and said," The women trouble us and disturb us.' He told him to go back and quieten them. He went but came back again saying same words. A'isha here commented,'Meddling often injures the meddler.' The apostle said, 'Go and tell them to be quiet, and if they refuse throw dust in their mouths.' 'A'isha added: 'I said to myself, God curse you, for you have neither spared yourself the indignity of a snub nor are you able to do what the apostle said. I knew he could not throw dust in their mouths.'

Al waqidi added:

‘--Then Jaʿfar took the banner. He alighted from a horse, red in hue, hamstrung it and fought until he was killed. ʿAbdullah b. Muḥammad related to me from his father, who said: A man from Rūm struck him and cut him in two halves. One half fell on the grape vine, and roughly thirty wounds were found on it. Abū Maʿshar related to me from Nāfiāʿ from Ibn ʿUmar, who said: The body of

Jaʿfar held seventy-two scars between his shoulders where he had been either struck by a sword or pierced by a spear.

Yaḥyā b. ʿAbdullah b. Abī Qatādā related to me from ʿAbdullah b. Abī Bakr b. Ṣāliḥ from ʿĀṣim b. ʿUmar, who said: On the body of Jaʿfar were more than sixty wounds, as well as the stab that pierced him. -----'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[139] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ; পৃষ্ঠা ৫৩৪-৫৩৬

[140] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী: ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭

[141] অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৬১-৭৬৮; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭৪-৩৭৮

[142] 'শোকার্ত ও শোকসন্তপ্ত পরিবার ও তাদের দর্শনার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ করার প্রথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।'

[143] Ibid_আল-তাবারী: নোট নম্বর ৯৩ (৬৬০) পৃষ্ঠা ১৯:

১৮৬: মুতার যুদ্ধ-৩: নবীর মোজেজা - পরাজয় ও পলায়ন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –একশত ষাট

"যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানে সে ইসলাম জানে, যে তাঁকে জানে না সে ইসলাম জানে না।"

ইসলাম বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা 'মুতা যুদ্ধের' আলোচনা কালে যে ঘটনা-টি প্রায় সব ক্ষেত্রেই উদ্ধৃত করেন তা হলো, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এক "মোজেজা (অলৌকিকত্ব) প্রদর্শন।" নবী মুহাম্মদের নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে তাঁরা এই ঘটনার বর্ণনা বিভিন্নভাবে পাঠক-শ্রোতার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন। বাস্তবিকই, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসের প্রায় সকল মুসলিম ঐতিহাসিকই তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গ 'সিরাত গ্রন্থে' বিভিন্নভাবে এই ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অন্যদিকে, তাঁরা এই যুদ্ধের আলোচনা কালে যা সবচেয়ে কম উদ্ধৃত করেন তা হলো, এই যুদ্ধে নবী মুহাম্মদের 'চরম পরাজয়' ও তার অনুসারীদের অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় পলায়নের ইতিহাস। বস্তুতই, ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে আদি উৎসে মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) 'সিরাত গ্রন্থ' ও পরবর্তীতে আল-তাবারীর (৮৩৯ -৯২৩ সাল) ইসলামের ইতিহাস সংকলন গ্রন্থে, এ বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত যৎসামান্য। সে কারণেই আদি উৎসে মুসলিম ঐতিহাসিকদের আর এক দিকপাল, "কিতাব আল-মাগাজি" গ্রন্থের লেখক আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনার আলোকপাত ব্যতিরেকে 'মুতা যুদ্ধে' উপস্থিত মুহাম্মদ অনুসারীদের চরম দুরবস্থার সঠিক ধারণা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ! বিভিন্ন উৎসের রেফারেন্সে আল-ওয়াকিদি এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

চরম পরাজয় ও পলায়ন:

ইসলামের ইতিহাসে 'মুতা যুদ্ধ' এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ওহুদ যুদ্ধের (মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল) চরম ব্যর্থতার পর মুহাম্মদের নবী জীবনের 'চরম পরাজয়ের' আর এক উপখ্যান হলো এই যুদ্ধ! এই যুদ্ধে মুহাম্মদ হারিয়েছিলেন তাঁর দুই জন প্রিয় মানুষ-কে। প্রথম জন, পালিত পুত্র 'যায়েদ বিন হারিথা'; আর অন্যজন, তাঁর চাচাতো ভাই 'জাফর ইবনে আবু-তালিব'। এই যুদ্ধে জাফরের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর মুহাম্মদ কীরূপে স্বজন-হারানোর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছিলেন ও একের পর এক মুহাম্মদের নিযুক্ত তিন সেনাপতি: যায়েদ বিন হারিথা, 'জাফর বিন আবু-তালিব ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার নিহত হওয়ার পর, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুহাম্মদ অনুসারীরা কীরূপে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন; তার আংশিক আলোচনা গত পর্বে করা হয়েছে।

ইবনে ইশাকের বর্ণনা: [144]

(আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ) [145]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১৮৫) পর:

‘ডান পাশের নেতৃত্বে ছিল কুতবা বিন কাতাদা আল-উধরি, যে মালিক বিন যাফিলা-কে [আল তাবারী: 'সম্মিলিত আরব বাহিনীর দলনেতা'] আক্রমণ ও হত্যা করে। --

আল্লাহর নবীর সৈন্যদের আগমনের খবর শোনার পর হাদাস নামক স্থানের বানু ঘানম (B. Ghanm) গোত্রের এক মহিলা গণৎকার তার লোকদের বলে: [146]

"সতর্ক করি আমি তোমাদের উদ্ধত সেই লোকদের ব্যাপারে
দৃষ্টি যাদের সদা বৈরিতায়।
চালিত করে যারা তাদের ঘোড়াগুলো সারিবদ্ধভাবে
আর ঝরায় রক্ত অঢেল পর্যাপ্ততায়।"

(I warn you of a proud people
Who are hostile in their gaze.
They lead their horses in single file
And shed turgid blood.)

তারা তার কথা শুনে লাখম গোত্রের লোকদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে। পরবর্তীতে হাদাস এক বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী উপজাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। আর হাদাসের বানু থালাবা (B. Tha'laba) গোত্রের লোকেরা, যারা ঐ দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের অবস্থা গুরুত্বহীন হয়ে পরে। খালিদ তার লোকদের নিয়ে পলায়ন করার পর গৃহ- অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।'

আল-ওয়াকিদির বিস্তারিত বর্ণনা: [147]

‘নাফি বিন থাবিত <ইয়াহিয়া বিন আববাদ হইতে <তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন:
সৈন্যদের একজন ছিল বানু মুররা গোত্রের। তাকে কেউ একজন এসে বলে, "নিশ্চিতই লোকেরা বলে যে খালিদ মুশরিকদের কাছ থেকে পলায়ন করেছে।" জবাবে সে বলে, "না, আল্লাহর কসম, ঘটনাটি সে রকম ছিল না! যখন ইবনে রাওয়াহা-কে হত্যা করা হয়, আমি ব্যানারটির দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেটি মাটিতে পরে ছিল। আর মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে মিশে গিয়েছিল। অতঃপর আমি ব্যানার-টি খালিদের হাতে দেখি, ও তখন সে পশ্চাদপসরণ করছিল। পরাজিত হওয়ার পর আমরা তাকে অনুসরণ করি।"

মুহাম্মদ বিন সালিহ <একজন বেদুইন <তার পিতা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন:
যখন ইবনে রাওয়াহা-কে হত্যা করা হয়, মুসলমানরা তখন পরাজিত। আমি জীবনে যেখানে যত খারাপ পরাজয় দেখেছি, এটি ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। অতঃপর,

সত্যিই মুসলমানরা পশ্চাদপসরণ করে। আনসারদের এক লোক, যার নাম ছিল থাবিত বিন আকরাম সম্মুখে অগ্রসর হয়। সে ব্যানার-টি নেয় ও উচ্চস্বরে আনসারদের ডাকতে থাকে। লোকেরা চতুর্দিক থেকে তার কাছে সমবেত হওয়া শুরু করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অতঃপর সে বলে, "ভাইসব, আমার কাছে এসো।" তারা তার কাছে এসে জড়ো হয়।'

তিনি বলেছেন: 'অতঃপর থাবিত খালিদের দিকে দৃষ্টিপাত করে ও বলে, "আবু সুলায়েমান, ব্যানার-টি ধরো।" সে জবাবে বলে, "না, আমি এটি নেব না। কারণ, এর জন্য আপনিই বেশী উপযুক্ত। আপনি বয়সে প্রবীণ ও বদর যুদ্ধের এক প্রত্যক্ষদর্শী।" থাবিত বলে, "এটি নাও, আল্লাহর কসম, তুমি ছাড়া অন্য কারও জন্য আমি এটি নিয়ে আসি নাই। তাই খালিদ সেটি গ্রহণ করে ও কিছু সময় পর্যন্ত তা বহন করে। মুশরিকরা তাকে আক্রমণ করা শুরু করে ও সে নিজেকে দৃঢ়পদ রাখে যতক্ষণে না মুশরিকরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পরে। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালায় ও তাদের দলের একটি-কে সে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।। অতঃপর, তাদের দলের বহু লোক তার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়, কিন্তু মুসলমানরা সংঘবদ্ধ থাকে ও তা প্রতিহত করে তাদের পলায়নের পথ পরিষ্কার করে।'

ইবনে আবি সাবরা <ইশাক বিন আবদুল্লাহ হইতে < ইবনে কা'ব বিন মালিক হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন:
'আমার সম্প্রদায়ের একটি দল (কওম), যারা সেই সময়ে উপস্থিত ছিল, আমাকে যা বলেছে, তা হলো: যখন সে ব্যানারটি নেয় ও জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়, তখন ছিল পরাজয়। মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছিল ও মুশরিকরা তাদের অনুসরণ করছিল। কুতবা বিন আমির চিৎকার করা শুরু করেছিল এই বলে, "হে লোক সকল, যে ব্যক্তি সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে নিহত হয়, সে পিছনে থাকা নিহত হওয়া ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।" সে তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে, কিন্তু কেউই তার কাছে আসে নাই। সেটি ছিল পরাজয়। তারা পরাজিত অবস্থায় ব্যানার রক্ষককে অনুসরণ করছিল।'

আততাফ বিন খালিদ আমাকে যা জানিয়েছেন, তা হলো:
'যে সময় সন্ধ্যাকালে ইবনে রাওয়াহা-কে হত্যা করা হয়, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ সারা রাত জেগে থাকেন। যখন পরদিন সকাল হয়, সে তার পিছনের সারীর সেনাদের সম্মুখভাগে নিয়ে আসেন, আর তার সম্মুখভাগের সেনাদের নিয়ে যান পিছনে। আর তার ডান দিকের সেনাদের নিয়ে যান বামে, আর বাম দিকের সেনাদের ডানে। তাদের অবস্থান ও ব্যানার সম্পর্কে শত্রুরা যা জানতো, এই পরিবর্তন তারা শনাক্ত করতে পারে নাই। তারা বলে, "তাদের কাছে সাহায্য এসেছে!" তারা ভীত হয় ও সরে যায়, পরাজিত। তারা এত বেশী নিহত হয় যে যা আগে কখনো হয় নাই।'

মদিনায় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা:
(আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর বর্ণনা, ইবনে ইশাকের বর্ণনারই অনুরূপ):

'মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের <উরওয়া বিন আল-যুবায়ের এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছেন, তা হলো:
যখন তারা মদিনার নিকটবর্তী হয়, আল্লাহর নবী ও মুসলমানরা তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সমবেত হয়। তরুণ বালকরা দৌড়ে আসে, আর আল্লাহর নবী আসেন লোকজনদের সাথে তাঁর পশুর ওপর সওয়ার হয়ে। তিনি বলেন, "বালকদের ধরো ও তাদের-কে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও; আর জাফরের ছেলেটি-কে আমার কাছে দাও।" তারা আবদুল্লাহ বিন জাফর-কে তাঁর কাছে দেয়, আর তিনি তাকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিয়ে আসেন। লোকেরা সেনাদের ওপর ময়লা-দ্রব্য নিক্ষেপ করা শুরু করে ও বলতে থাকে, "তোরা তো পলাতক, তোরা এসেছিস আল্লাহর রাস্তা থেকে

পালিয়ে!" আল্লাহর নবী বলেন, "তারা পলায়নপর ব্যক্তি নয়, বরং তারা এমন সব ব্যক্তি যারা আল্লাহ চাহে তো আবার যুদ্ধ করবে।"

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর <আমির বিন আবদুল্লাহ আল যুবায়ের হইতে <আল-হারিথ বিন হিশামের মামাদের পরিবারের কিছু সদস্য হইতে <আল্লাহর নবী স্ত্রী উম্মে সালামা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে যা বলেছেন তা হলো: [148]

'সালামা বিন হিশাম বিন আল-আস বিন আল-মুঘিরাহর স্ত্রীকে আল্লাহর নবীর স্ত্রী উম্মে সালামা জিজ্ঞাসা করেন, "কী এমন কারণ যে আল্লাহর নবীর সঙ্গে আর সকল মুসলমানদের নামাজের সময় আমি সালামা-কে দেখি না?"

সে জবাবে বলে, "আল্লাহর কসম, সে বাহিরে আসতে পারে না। যখনই সে বাহিরে বের হয়, লোকেরা তাকে চিৎকার করে বলে, "তুই পলাতক! তুই আল্লাহর রাস্তা থেকে পালিয়ে এসেছিস!" তাই সে বাহিরে বের হয় না, ঘরেই বসে থাকে।' [149]

নবী মুহাম্মদের মোজেজা!

আল-তাবারীর বর্ণনা:
(মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনা, আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ):

'----তারা প্রস্থান করার কিছুকাল পর, আল্লাহর নবী মিম্বারে আরোহণ করেন (আল-ওয়াকিদি: 'যখন লোকেরা মুতায় মিলিত হয়, আল্লাহর নবী মদিনায় মিম্বারে ওঠে বসেন ও তাঁর ও আল-শাম এর মধ্যবর্তী সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয় ও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র নিরীক্ষণ করেন')। তিনি জামাতে প্রার্থনার আহ্বানের আদেশ জারী করেন। লোকেরা আল্লাহর নবীর কথা শোনার জন্য সমবেত হয়।

তিনি বলেন, "সৌভাগ্যে পৌঁছার এক দরজা (A gate to good fortune)! সৌভাগ্যে পৌঁছার এক দরজা! সৌভাগ্যে পৌঁছার এক দরজা! আমি তোমাদের কাছে সৈন্যদের খবর নিয়ে এসেছি। তারা রওনা হয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে। যায়েদ শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে।" - তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। "অতঃপর জাফর ব্যানারটি গ্রহণ করেছে ও শত্রুদের আক্রমণ করেছে, যতক্ষণে না সে শহিদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে।" - তিনি সাক্ষ্য দেন যে সে শাহাদাত বরণ করছে, ও তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। "অতঃপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ব্যানারটি গ্রহণ করেছে ও শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত দৃঢ়পদে অবস্থান করেছে।" - তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

"অতঃপর খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ব্যানারটি গ্রহণ করেছে: সে সেনাপ্রধানদের একজন নয়, কিন্তু সে সত্যিকার এক সেনাপতি হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছে।" অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল্লাহ, সে হলো তোমার তরবারির একটি, তুমি তাকে সাহায্য করো।" সেই দিনের পর থেকে, খালিদের নাম দেওয়া হয় "আল্লাহর তরবারি (The Sword of God)।" অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, *"তাড়াতাড়ি যাও ও তোমার ভাইদের শক্তি বৃদ্ধি করো। কেউ যেন পিছনে না থাকে!"* তাই তারা যুদ্ধের নিমিত্তে পায়ে হেঁটে ও পশুর পিঠে চড়ে উভয়ভাবে সম্মুখে অগ্রসর হয়। সেটি ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়।'

- অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

>>> ইসলামের ইতিহাসের প্রাপ্তিসাধ্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো মুহাম্মদের স্ব-রচিত জবানবন্দি 'কুরআন।' তাঁর এই জবানবন্দির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি (পর্ব: ২৩-২৫), মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী জীবনে কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের বারংবার আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ স্বত্বেও "তাঁদের সম্মুখে" তাঁর নবুয়তের সপক্ষে একটি মোজেজাও হাজির করতে পারেন নাই! অথচ, তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর গুণমুগ্ধ অনুসারীরা তাঁর নামে হাজারও অলৌকিকত্বের কিচ্ছা

রটনা করেছেন। যেমন করে আজকের যুগের পীর-ফকির-কামেল-গুরু-বাবাজীদের অনুসারীরা তাঁদের নিজ নিজ 'গুরুর' মহিমা ও অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের সাক্ষ্যদান করেন ও তার প্রচার ও প্রসার ঘটান। ওপরে বর্ণিত মুহাম্মদের 'মোজেজার কিচ্ছা' তারই এক উদাহরণ মাত্র।

ইসলামের ইতিহাসের 'সংখ্যা তত্ত্ব':

ইতিহাস হলো বিজিত জন গুষ্টির বর্ণিত ও লিখিত দলিল, যে বর্ণনা ও লিখনে পরাজিত জন-গুষ্টির যাবতীয় ইতিবাচক গুণাবলীকে গোপন অথবা বিকৃত করার চেষ্টা ও তাঁদের-কে জগতের সামনে হেয় ও নিচু সাব্যস্ত করার প্রয়াস থাকে। বিশেষ করে যদি বিজিত জাতি বা জনগুষ্টি-টি হোন আগ্রাসী, সন্ত্রাসী ও স্বৈরতন্ত্রী। যারা কঠোর হস্তে দমন করেন সকল বিরুদ্ধ মত-আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা ও বিরুদ্ধবাদীদের।

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে (পর্ব: ১৮৪): 'মুতা যুদ্ধে' মুহাম্মদ অনুসারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার; আর তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার নিমিত্তে জড়ো হয়েছিল হিরাক্লিয়াসের প্রায় ১০০,০০০ (এক লক্ষ) গ্রীক সৈন্য ও মালিক বিন যাফিলার নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব বাহিনীর আরও প্রায় ১০০,০০০ (এক লক্ষ) লোক; মোট দুই লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য। অর্থাৎ প্রতি একজন মুসলমান সৈন্যের বিপক্ষে ৬৬ জন সশস্ত্র প্রতিপক্ষ। আর তা ছিল সম্মুখ যুদ্ধ! রাতের অন্ধকারের ঘুমন্ত জনপদের ওপর মুহাম্মদ অনুসারীদের অতর্কিত আক্রমণের কোন ঘটনা নয়। তা সত্বেও, অধিকাংশ মহাম্মদ অনুসারী নিরাপদে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন!

অন্যদিকে, 'মুতা যুদ্ধ' ইতিহাসের আর এক পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারি, এই যুদ্ধে মুসলিমদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে রোমানদের দলে ছিল প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্য; দুই লক্ষ নয়! যাদের অধিকাংশই ছিল সম্মিলিত আরব জনগণ,

কোন প্রশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনীর সদস্য নয়। এই যুদ্ধে প্রশিক্ষিত রোমান সৈন্যদের সংখ্যা ছিল সামান্যই, যার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। এমত পরিস্থিতিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত, চরম বিপর্যস্ত ও জীবন বাঁচানোর তাগিদে মরিয়া (desperate) হয়ে যুদ্ধরত পশ্চাদপসরণকারী তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের অধিকাংশেরই জীবিত প্রত্যাবর্তন অসম্ভব নয়! যেমনটি ঘটেছিল 'ওহুদ যুদ্ধের' প্রাক্কালে। [150]

প্রশ্ন হলো:

"সম্মুখ যুদ্ধে দুই লক্ষ সশস্ত্র মানুষের আক্রমণের শিকার হয়ে তিন হাজার মানুষের অধিকাংশই জীবিত ফিরে আসা কী আদৌ সম্ভব? না কী, মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের শৌর্যবীর্য ও মহাত্ব প্রচারের প্রচেষ্টায় ইচ্ছাকৃত-ভাবেই প্রতিপক্ষের প্রকৃত সংখ্যাকে বহুগুণ-বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালিয়েছেন? নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণে এই দুই আপাত সম্ভাবনার কোনটি যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য?"

সংক্ষেপে:

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তা হলো, 'মুতা যুদ্ধে':

১) আক্রমণকারী গুষ্টিটি ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা; অবিশ্বাসীরা নয়। মুহাম্মদের নির্দেশে এই হামলাটি কার্যকর করেছিলেন তাঁর অনুসারীরা।

২) এই যুদ্ধে মুহাম্মদ হারিয়েছিলেন তাঁর একান্ত নিকট-আত্মীয়, চাচাতো ভাই জাফর বিন আবু তালিব ও তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথা-কে।

৩) এই যুদ্ধে মুহাম্মদের চরম পরাজয় ঘটেছিল।

৪) খালিদ বিন আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুহাম্মদ অনুসারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চরম বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেছিলেন। খালিদের নেতৃত্বে অধিকাংশ মুহাম্মদ অনুসারীই "সফলভাবে পলায়ন" করতে পেরেছিলেন; আর, এই অসামান্য সাফল্যের জন্য খালিদ-কে নবী মুহাম্মদ "আল্লাহর তরবারি" খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

৫) মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী এইসব মুহাম্মদ অনুসারীদের প্রতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা মুসলমানরা চরম তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন; কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর এই সব অনুসারীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাঁদের উদ্দেশ্যে তাঁর অভিমত ছিল এই যে, "তারা পলায়নপর ব্যক্তি নয়, বরং তারা এমন সব ব্যক্তি যারা আল্লাহ চাহে তো আবার যুদ্ধ করবে।"

>>> আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা যে সত্যের সন্ধান পাই তা হলো: লক্ষ্য অর্জনে যখনই কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখনই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর নেতৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও তাঁর অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা করার প্রয়োজনে "বিভিন্ন অজুহাতে" অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। যার উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি: ওহুদ যুদ্ধের চরম পরাজয়ের পর অতর্কিত 'বনি নাদির গোত্র হামলা ও উচ্ছেদ', খন্দক যুদ্ধের চরম বিপর্যয়ের পর 'বানু কুরাইজা গণহত্যা', হুদাইবিয়া সন্ধি-চুক্তির ব্যর্থতার পর অতর্কিত 'খায়বারের ইহুদি জনপদের ওপর হামলা'; ইত্যাদি উপাখ্যানের বর্ণনায়। অতঃপর মুতা যুদ্ধে আবারও চরম ব্যর্থতা!

নেতৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা করার প্রয়োজনে অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কোন অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন? কী অজুহাতে?

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে আল-ওয়াকিদির বর্ণনার অতিরিক্ত বিশেষ অংশটির মূল ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করছি।

The added narratives of Al waqidi:

'Nāfiʿ b. Thābit related to me from Yaḥyā b. ʿAbbād from his father that a man from the [Page 763] Banū Murra was with the soldiers, and someone said to him, "Surely the people say that Khālid fled from the polytheists." He replied, "No, by God, that was not so! When Ibn Rawāḥa was killed, I looked at the banner and it had fallen, and the Muslims were blended with the polytheists. Then I saw the banner in the hand of Khālid, and he was withdrawing. We followed him when there was defeat."

Muḥammad b. Sāliḥ related to me from one of the Bedouin from his father, who said: When Ibn Rawāḥa was killed, the Muslims were defeated and it was the worst defeat I ever saw anywhere. Then, indeed, the Muslims withdrew. A man from the Anṣār named **Thābit b. Arqam** approached. He took the banner and began to shout at the Anṣār, and the people began to return to him from every direction, but they were few. Then he says, "Come to me, O people!" And they gathered to him. He said: Then Thābit looked at Khālid and said, "Abū Sulaymān, take the banner." He replied, "No I will not take it, for you are more deserving of it. You are a man who has seniority, and you witnessed Badr." Thābit said, "Take it, O man, for by God, I did not take it except for you." So Khālid took it and carried it for a while. The polytheists began to attack him, and he stood firm until the polytheists wavered. Then, he attacked with his companions and he broke up one of their groups. Then many men from them

surprised him, but the Muslims banded together and they made clear their return.

Ibn Abī Sabra related to me from Isḥāq b. ʿAbdullah from Ibn Kaʿb b. Mālik, who said: A group of my people (*qawm*) who attended at that time related to me, saying: When he took the banner and was exposed with the people (*nās*), there was defeat. The Muslims were killed and the polytheists followed them. Quṭba b. ʿĀmir began to shout, "O people, the man who is killed going forward is better than the man who is killed from behind." He shouted at his companions but none came to him. It was defeat. They followed the keeper of the banner in defeat. ----

ʿAṭṭāf b. Khālid related to me, saying: When Ibn Rawāhā was killed in the evening, Khālid b. al-Walīd stayed up the night, and when the next day dawned he had made the rear guard his front and his front his rear guard. And his right became his left, and his left, his right. And the enemy did not recognize what they knew of their banners and their positions. They said, "Help has come to them!" And they were frightened, and withdrew, defeated. They were killed as never before.'-------

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[144] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক: ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৪০

[145] অনুরূপ বর্ণনা - আল-তাবারী, ভলুউম ৮; ইংরেজী অনুবাদ: পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬০

[146] Ibid_আল-তাবারী: নোট নম্বর ৬৭৫:

"হাদাস ছিল বানু লাখম গোত্রের এক শাখা, যারা বাইজেনটাইন সম্রাটের অধীনস্থ সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে।"

[147] অনুরূপ বর্ণনা - আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৭৬১-৭৬৬; ইংরেজি অনুবাদ: পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬

[148] Ibid_আল-তাবারী: নোট নম্বর ৬৭৭:

'আল-হারিথ বিন হিশাম বিন আল-মুঘিরাহ আল-মাখযুমি ছিলেন মক্কার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য, যিনি বদর ও ওহুদ যুদ্ধে পৌত্তলিক-মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর

স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আল-মুঘিরাহর ভাইয়ের ছেলে (Nephew)। 'মক্কা বিজয়' সময়ে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হোন।'

[149] Ibid আল-তাবারী: নোট নম্বর ৬৭৮:

'অর্থাৎ, তাঁর ভাইয়ের ছেলের স্ত্রীকে। উম্মে সালামা ছিলেন আল-মুঘিরাহর কন্যা।'

[150] রোমান সাম্রাজ্য বনাম ইসলাম - প্রথম সংঘর্ষ (সৌজন্যে ইন্টারনেট):

http://byzantinemilitary.blogspot.com/2016/07/roman-empire-vs-islam-first-contact.html

তথ্যসূত্রের প্রধান সহায়ক গ্রন্থ:

[1] কুরআন: কুরআনের উদ্ধৃতি ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর: http://www.quraanshareef.org/ কুরআনের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ: https://quran.com/]

[2] "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ); সম্পাদনা: ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ); ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk)
https://books.google.com/books?id=gZknAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kitab+al+Magazi-

[4] "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে যারির আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬, ইংরেজি অনুবাদ: W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press, Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21291&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[5] আল-তাবারী: ভলুউম ৮, ইংরেজি অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk)

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21292&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[6] আল-তাবারী, ভলুউম ৩৯; ইংরেজি অনুবাদ: Ella Landau-Tasseron, The Hebrew University of Jerusalem, Published by State University of New York Press, Albany © 1998, ISBN 0-7914-2819-2 (alk. paper). - ISBN 0-7914-2820-6 (pbk)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVawKo7BvZDSm0&cid=E641880779F3274B&id=E641880779F3274B%21324&parId=E641880779F3274B%21274&o=OneUp

[7] "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (৩rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9 (set)
http://www.islamicbookstore.co.in/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=766&category_id=34&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
[8] সহি বুখারী: লেখক - ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল)
http://hadithcollection.com/sahihbukhari.html
[9] সহি মুসলিম: লেখক - ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল)
http://hadithcollection.com/sahihmuslim.html
[10] সুন্নাহ আবু দাউদ: লেখক - ইমাম আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল)
http://hadithcollection.com/abudawud.html
[11] সুনান আল-তিরমিজী: লেখক - ইমাম তিরমিজী (৮২৪-৮৯২ সাল)
http://hadithcollection.com/shama-iltirmidhi.html

পূর্ববর্তী ৪টি খণ্ডের ডাউনলোড লিংক:

(প্রচ্ছদে মাউস ক্লিক/টাচ করলেই লিংক পেয়ে যাবেন)
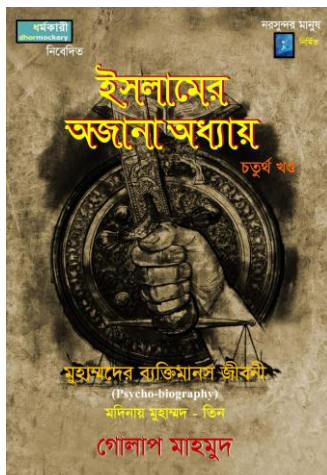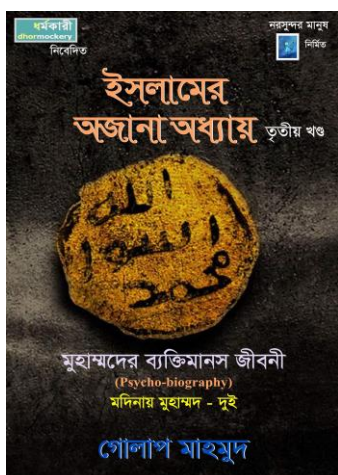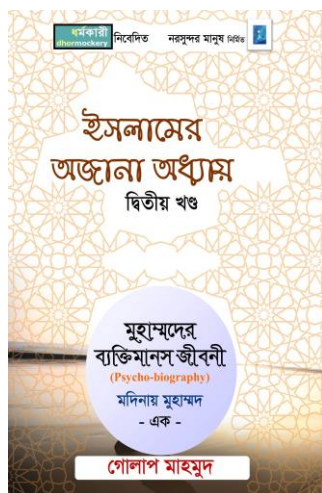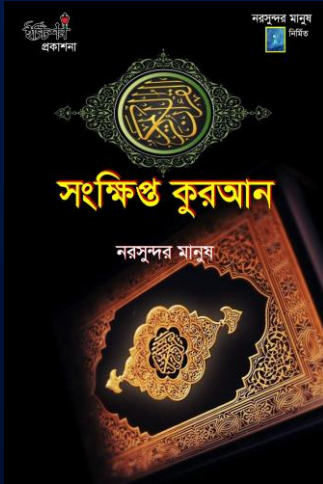
ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ**-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা এটাই প্রথম।

এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *পঞ্চম ইবুক।*

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.blog